Al-Fatah Exclusive Exam Aid

FAZIL (Hon's) First Year Exam-2024

আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ

আল মাদখালু ইলা উলূমিল কুরআন *Subject Code* | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Marks Distribution

☐ **ইনকোর্স পরীক্ষা ও উপস্থিতি : মান– ২০**

ক. ইনকোর্স পরীক্ষা ১৫

খ. উপস্থিতি ৫

☐ **সমাপনী পরীক্ষা : মান– ৮০**

ক. রচনামূলক প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– ১৫ × ৪ = ৬০

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– ৫ × ৪ = ২০

সর্বমোট = ১০০

Exclusive Suggestions

مجموعة (الف) [ক অংশ]

الدرجات : ١٥ × ٤ = ٦٠

	সম্ভাবনার হার
ক. রচনামূলক প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে : ১৫ × ৪ = ৬০	
١- عرف القران الكريم - ثم بين اسماءه واوصافه ممثلا - [القران الكريم-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর নাম ও বৈশিষ্ট্যাবলি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।]	৯৯%
٢- ما معنى الوحى لغة واصطلاحا؟ تحدث عن كيفية الوحى الى الملائكة والانبياء موضحا - [الوحى-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ফেরেশতা ও নবীগণের প্রতি অহী প্রেরণের পদ্ধতি স্পষ্টভাবে আলোচনা কর।]	৯৯%
٣- زعم الجاحدون للوحى "ان القران الكريم من عند محمد صلى الله عليه وسلم ابتكر معانيه وصاغ اسلوبه" فند شبهتهم هذه بالحجة الدافعة - [অহী অস্বীকারকারীরা ধারণা করে যে, 'আল কুরআনুল কারীম মুহাম্মাদ (স)-এর নিজের রচনা এবং এর অর্থ ও ভাষাশৈলীর তিনিই উদ্ভাবক'– অকাট্য দলীল দ্বারা তাদের এ সন্দেহের অপনোদন কর।]	৯৯%
٤- تحدث عن اول ما نزل من القران واخره مع بيان فوائد معرفة اوله واخره مفصلا - [আল কুরআনের প্রথম ও শেষ অবতীর্ণ সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক এর প্রথম ও শেষ অবতীর্ণ সম্পর্কে জানার উপকারিতা বিস্তারিত বর্ণনা কর।]	৯৯%
٥- ما المراد بجمع القران الكريم؟ بين صوره فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصلا - [جمع القران الكريم দ্বারা উদ্দেশ্য কী? রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগের جمع القران-এর বিচিত্ররূপ বিস্তারিত বর্ণনা কর।]	৯৯%
٦- تحدث عن القواعد التى يحتاج اليها المفسر موجزا - [মুফাসসিরকে যেসব নিয়মাবলি জানতে হয় তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।]	৯৯%
٧- ما معنى النسخ؟ وما شروطه؟ بين اهميته وكيفية معرفته موضحا - [النسخ অর্থ কী? এর শর্ত কী কী? এর গুরুত্ব ও তা জানার পদ্ধতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।]	৯৯%
٨- عرف الاعجاز لغة واصطلاحا - ثم بين موقف اهل السنة والمعتزلة من اعجاز القران الكريم - [الاعجاز-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অতঃপর ইজাযুল কুরআনিল কারীম বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ও মুতাযিলাদের অবস্থান বর্ণনা কর।]	৯৯%
٩- ما معنى الوحى؟ ولم يحتاج اليه الانسان؟ بين شبهات الجاحدين للوحى مع الرد عليهم - [অহী অর্থ কী? এর প্রতি মানুষ মুখাপেক্ষী কেন? অহী অস্বীকারকারীদের সন্দেহসমূহ উত্তরসহ বর্ণনা কর।]	৯৯%

	সম্ভাবনার হার
١٠- عرف القران الكريم والحديث القدسى والحديث النبوى - ثم بين الفرق بين هذه الثلاثة مع ذكر الامثال - [القران الكريم, الحديث القدسى ও الحديث النبوى-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর উদাহরণসহ এ তিনটির মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর।]	৯৯%
١١- اكتب الحكمة والفوائد لنزول القران الكريم منجما ومفرقا - [আল কুরআনুল কারীম বিক্ষিপ্তভাবে ও খণ্ডে খণ্ডে নাযিল হওয়ার হেকমত ও উপকারিতাসমূহ লিপিবদ্ধ কর।]	৯৯%
١٢- ما معنى اعجاز القران الكريم؟ تحدث عن وجوه اعجازه بالايضاح - [اعجاز القران الكريم অর্থ কী? এর ইজাযের বিভিন্ন দিক স্পষ্টভাবে আলোচনা কর।]	৯৯%
١٣- عرف التفسير والتأويل مع ذكر الفرق بينهما - [পার্থক্য উল্লেখসহ التفسير ও التأويل-এর সংজ্ঞা দাও।]	৯৯%

[খ অংশ] مجموعة (ب)

الدرجات : ٥ × ٤ = ٢٠

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে : ৫ × ৪ = ২০

١٤- اكتب ترتيب سور القران الكريم - [আল কুরআনুল কারীমের সূরাসমূহের বিন্যাস লেখ।]	৯৯%
١٥- عرف الحديث القدسى بالمثال - [উদাহরণসহ হাদীসে কুদসীর সংজ্ঞা দাও।]	৯৯%
١٦- اوضح تأويل قوله تعالى "انا انزلنه فى ليلة مبركة انا كنا منذرين" - [আল্লাহ তায়ালার বাণী– انا انزلنه فى ليلة مبركة انا كنا منذرين-এর মর্ম স্পষ্ট কর।]	৯৯%
١٧- بين حكمة نزول القران الكريم بالتدريج - [আল কুরআনুল কারীম ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হওয়ার হেকমত বর্ণনা কর।]	৯৯%
١٨- اذكر مواقع النسخ - [النسخ-এর স্থানসমূহ উল্লেখ কর।]	৯৯%
١٩- بين اقسام التفسير - [তাফসীর-এর প্রকারসমূহ বর্ণনা কর।]	৯৯%
٢٠- ما المراد بالاعجاز اللغوى؟ [الاعجاز اللغوى দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]	৯৯%
٢١- اكتب اسماء خمس مؤلفات فى علوم القران - [علوم القران বিষয়ে রচিত পাঁচটি গ্রন্থের নাম লেখ।]	৯৯%
٢٢- بين الفرق بين الاية والسورة - [سورة ও اية-এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর।]	৯৯%
٢٣- تحدث عن الكتاب "الفوز الكبير فى اصول التفسير" - [الفوز الكبير فى اصول التفسير কিতাব সম্পর্কে আলোচনা কর।]	৯৯%
٢٤- ما النسخ؟ وما اركانه؟ [নাসখ কী? এর রোকনসমূহ কী কী?]	৯৯%
٢٥- اكتب مميزات "الاتقان فى علوم القران" - [الاتقان فى علوم القران-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।]	৯৯%
٢٦- بين الاعجاز العلمى فى القران الكريم - [আল কুরআনুল কারীমে বর্ণিত 'ইজাযুল ইলমী' বর্ণনা কর।]	৯৯%
٢٧- اكتب آداب المفسر - [মুফাসসিরের আদবগুলো লেখ।]	৯৯%

Al-Fatah Exclusive Exam Aid

FAZIL (Hon's) First Year Exam-2024

আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ

আল মাদখালু ইলা উলূমিল কুরআন

Solution to Exclusive Suggestions

مجموعة (الف) [ক অংশ]

الدرجات : ١٥ × ٤ = ٦٠

■ اَلسُّؤَالُ (١) : عَرِّفِ الْقُرْاٰنَ الْكَرِيْمَ ـ ثُمَّ بَيِّنْ اَسْمَائَهٗ وَاَوْصَافَهٗ مُمَثَّلًا ـ

■ **প্রশ্ন : ১** ॥ اَلْقُرْاٰنُ الْكَرِيْم-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর নাম ও বৈশিষ্ট্যাবলি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ।। **উপস্থাপনা :** আল কুরআন মানবজাতির জন্য হেদায়াতের দিশারি হিসেবে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ উপহার। এটি নিজে শিক্ষাগ্রহণ করা ও অপরকে শিক্ষা দেওয়া এবং এর তেলাওয়াত ও শ্রবণ সবই সাওয়াবের কাজ। আল কুরআন অনুযায়ী জীবন গঠন ও পরিচালনায় রয়েছে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। ইসলামী শরীয়তের সকল নীতিমালা ও বিধিবিধান আল কুরআনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এটি সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের আকর। এর মৌলিক নামের পাশাপাশি অসংখ্য বৈশিষ্ট্য ও গুণ রয়েছে। নিচে প্রশ্নালোকে আল কুরআনের পরিচয়, তার নাম ও বৈশিষ্ট্যাবলি আলোচনা করা হলো।

➲ تَعْرِيْفُ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْم (اَلْقُرْاٰن-এর পরিচয়) :

আভিধানিক অর্থ : اَلْقُرْاٰن-এর শাব্দিক বিশ্লেষণে অভিধানবেত্তা ও তাফসীর বিশারদগণের বিভিন্ন প্রামাণ্য উক্তি পাওয়া যায়। যেমন–

১. প্রখ্যাত নাহুবিদ ফাররা (র) বলেন– اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি اَلْقَرَائِنُ থেকে নির্গত। এর অর্থ– اَلتَّصْدِيْقُ وَالتَّشْبِيْهُ তথা সত্যায়ন করা ও সাদৃশ্য দেওয়া। আল কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ যেহেতু পরস্পরকে সত্যায়ন করে এবং পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই এ গ্রন্থের নাম اَلْقُرْاٰن রাখা হয়েছে।

২. আল্লামা লিহয়ানী (র) বলেন– اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার। এর অর্থ– اَلْقِرَائَةُ তথা পড়া। যা مَقْرُوْءٌ তথা পঠিত অর্থে ব্যবহৃত। কেননা আল কুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ।

৩. ইমাম বায়হাকী ও খতিব বাগদাদী (র) বলেন–
اَلْقُرْاٰنُ اِسْمٌ وَلَيْسَ بِمَهْمُوْزٍ وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْ قِرَائَةٍ وَلٰكِنَّهٗ اِسْمُ كِتَابِ اللّٰهِ مِثْلُ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ ـ

৪. আল্লামা ইবনে কাসীর, ইমাম শাফেয়ী ও জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) বলেন– هُوَ اِسْمُ عَلَمٍ غَيْرُ مُشْتَقٍّ خَاصٌّ بِكَلَامِ اللّٰهِ

৫. সাইয়েদ আবদুদ দাইন জিলানী (র) বলেন– اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি اَلْقِرَائَةُ থেকে নির্গত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–
اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ـ فَاِذَا قَرَأْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ـ (اَلْقِيَامَةُ : ١٧ ـ ١٨)

৬. আশয়ারী আলেমগণ বলেন– اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি قَرَنْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ থেকে নির্গত। এর অর্থ– এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে মিলানো। আল কুরআনুল কারীমের প্রতিটি সূরা, আয়াত ও অক্ষর যেহেতু পরস্পরের সাথে মিলিত, তাই এর নাম اَلْقُرْاٰنُ রাখা হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : আল কুরআনের পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

১. আত তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন গ্রন্থপ্রণেতা আল্লামা মুহাম্মাদ আলী সাবুনী (র) বলেন–
هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ الْمُعْجِزُ الْمُنَزَّلُ عَلٰى خَاتِمِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ بِوَاسِطَةِ الْاَمِيْنِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ اِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهٖ اَلْمَبْدُوْءُ بِسُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ الْمُخْتَتَمُ بِسُوْرَةِ النَّاسِ ـ
অর্থাৎ, কুরআন মাজীদ আল্লাহর অলৌকিক বিস্ময়কর বাণী, যা সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর বিশ্বস্ত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে; যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ, আমাদের নিকট মুতাওয়াতির হিসেবে বর্ণিত, যার তেলাওয়াত ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত, যা সূরা আল ফাতিহা দ্বারা আরম্ভ এবং সূরা আন নাস দ্বারা পরিসমাপ্ত।

২. আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন–
اَلْقُرْاٰنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ (صـ) اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ فِيْهِ ـ

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে– اَلْقُرْاٰنُ هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ الْمُنَزَّلُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ (صـ) اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ

৪. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন– هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ (صـ) الْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ

৫. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন– اَلْقُرْاٰنُ هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاِعْجَازِ بِسُوْرَةٍ مِنْهُ
অর্থাৎ, আল কুরআন হচ্ছে এমন এক কিতাব, যা মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে; যার একটি সূরাই মুজিযার জন্য যথেষ্ট।

৬. জমহুর মুফাসসির বলেন–
اَلْقُرْاٰنُ هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَاسِطَةِ جِبْرَائِيْلَ الْمَكْتُوْبُ عَلَى الْمَصْحَفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ ـ
অর্থাৎ, আল কুরআন ঐ কিতাবকে বলা হয়, যা হজরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে এবং লাওহে মাহফুয থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত হয়েছে।

৭. আল্লামা আবদুল ওহাব খাল্লাফ বলেন–
اَلْقُرْاٰنُ هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ الَّذِىْ نَزَلَ بِهٖ رُوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بِاَلْفَاظِهِ الْعَرَبِيَّةِ وَمَعَانِيْهَا الْحَقَّةِ الْمَبْدُوْءُ بِسُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ وَالْمَخْتُوْمُ بِسُوْرَةِ النَّاسِ-
অর্থাৎ, আল কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম, যা নিয়ে বিশ্বস্ত আত্মা জিবরাঈল (আ) আল্লাহর রাসূল হজরত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (স)-এর অন্তঃকরণে অবতীর্ণ হন। এর শব্দাবলি আরবি। যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য। যার শুরু সূরা ফাতিহা দ্বারা এবং শেষ সূরা নাস দ্বারা।

৮. Allamah Abdul Quyyum Natiq বলেন, "The Holy Quran is the literal speech of almighty Allah, revealed to the last of the prophets. Muhammad (P.B.U.H) through the arch Angel Jibreel, part by part, and protected as promised by almighty Allah."

➲ اَسْمَاءُ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ :

আল কুরআনুল কারীমের নামসমূহ : কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে– اَلْقُرْاٰن; তবে এর অনেকগুলো গুণবাচক নাম রয়েছে। এ বিষয়ে তাফসীরকারগণের অভিব্যক্তি নিচে বর্ণিত হলো–

১. কতিপয় তাফসীরকার বলেন, পবিত্র কুরআনের ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে।
২. আল্লামা ইবনে জারীর আত তাবারী (র) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে কুরআনের ৪টি গুণবাচক নামের কথা উল্লেখ করেছেন। তা হলো– ক. আল কুরআন, খ. আল কিতাব, গ. আল ফুরকান এবং ঘ. আয যিকর।
৩. আল্লামা ইমাম যারকানী (র) আল কুরআনের পাঁচটি গুণবাচক নামের উল্লেখ করেছেন। উপরিউক্ত চারটিসহ পঞ্চমটি হচ্ছে– আত তানযীল।
৪. প্রখ্যাত তাফসীরকার আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) তাঁর اَلْاِتْقَانُ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ গ্রন্থে আল্লামা আবুল মায়ানী (র)-এর বরাত দিয়ে আল কুরআনুল কারীমের ৫৫টি গুণবাচক নামের উল্লেখ করেছেন। নামগুলো হচ্ছে–

১. اَلْكِتَابُ তথা লিখিত গ্রন্থ। যেমন– ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ - (اَلْبَقَرَةُ : ٢)
২. اَلْمُبِيْنُ তথা বর্ণনাকারী। যেমন– حٰمٓ - وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ - (اَلدُّخَانُ : ١ - ٢)
৩. اَلْقُرْاٰنُ তথা পঠিত। যেমন– صٓ - وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ - (ص : ١)
৪. اَلْكَرِيْمُ তথা মহা সম্মানিত। যেমন– اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ - (اَلْوَاقِعَةُ : ٧٧)
৫. كَلَامُ اللّٰهِ তথা আল্লাহর বাণী। যেমন– حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ - (اَلتَّوْبَةُ : ٦)
৬. اَلنُّوْرُ তথা আলো। যেমন– وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا - (اَلنِّسَاءُ : ١٧٤)
৭. اَلْهُدٰى তথা পথনির্দেশ। যেমন– هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ - (يُوْنُسُ : ٥٧)
৮. اَلرَّحْمَةُ তথা দয়া। যেমন– هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ - (يُوْنُس : ٥٧)
৯. اَلْفُرْقَانُ তথা পার্থক্যকারী। যেমন– نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ - (اَلْفُرْقَانُ : ١)
১০. اَلشِّفَاءُ তথা আরোগ্য। যেমন– وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ - (اَلْاِسْرَاءُ : ٨٢)
১১. اَلْمَوْعِظَةُ তথা উপদেশ। যেমন– قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ - (يُوْنُس : ٥٧)
১২. اَلذِّكْرُ তথা আলোচনা। যেমন– اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ - (اَلْحِجْرُ : ٩)
১৩. اَلْمُبَارَكُ তথা বরকতময়। যেমন– وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ اَنْزَلْنَاهُ - (اَلْاَنْبِيَاءُ : ٥٠)
১৪. اَلْعَلِىُّ তথা সুউচ্চ। যেমন– وَاِنَّهٗ فِىْ اُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ - (اَلزُّخْرُفُ : ٤)
১৫. اَلْحِكْمَةُ তথা প্রজ্ঞা। যেমন– حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ - (اَلْقَمَرُ : ٥)
১৬. اَلْحَكِيْمُ তথা সুদৃঢ়। যেমন– تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيْمِ - (يُوْنُس : ١)
১৭. اَلْمُهَيْمِنُ তথা সংরক্ষণকারী। যেমন– مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ - (اَلْمَائِدَةُ : ٤٨)
১৮. اَلْحَبْلُ তথা রশি বা রজ্জু। যেমন– وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا - (اٰلُ عِمْرَانَ : ١٠٣)
১৯. اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ তথা সরল ও সঠিক পথ। যেমন– وَاِنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا - (اَلْاَنْعَامُ : ١٥٣)
২০. اَلْقَيِّمُ তথা মজবুত। যেমন– قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا - (اَلْكَهْفُ : ٢)
২১. اَلْقَوْلُ তথা বাণী। যেমন– اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ - (اَلتَّكْوِيْرُ : ١٩)
২২. اَلْفَصْلُ তথা পৃথককারী। যেমন– اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ - (اَلطَّارِقُ : ١٣)
২৩. اَلنَّبَاُ الْعَظِيْمُ তথা মহাসংবাদ : যেমন– عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ - عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ - (اَلنَّبَاُ : ١ - ٢)
২৪. اَحْسَنُ الْحَدِيْثِ তথা উত্তম বাণী। যেমন– اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ - (اَلزُّمَرُ : ٢٣)
২৫. اَلْمُتَشَابِهُ তথা সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন– اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا - (اَلزُّمَرُ : ٢٣)
২৬. اَلْمَثَانِىْ তথা বারবার পঠিত। যেমন– وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ - (اَلْحِجْرُ : ٨٧)
২৭. اَلتَّنْزِيْلُ তথা অবতীর্ণ। যেমন – وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - (اَلشُّعَرَاءُ : ١٩٢)
২৮. اَلرُّوْحُ তথা আত্মা। যেমন– اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا - (اَلشُّوْرٰى : ٥٢)
২৯. اَلْوَحْىُ তথা প্রত্যাদেশ। যেমন– اِنَّمَا اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْىِ - (اَلْاَنْبِيَاءُ : ٤٥)
৩০. اَلْعَرَبِىُّ তথা আরবি ভাষায় অবতীর্ণ। যেমন– اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا مِّنْ رَبِّكُمْ - (يُوْسُف : ٢)
৩১. اَلْبَصَائِرُ তথা দূরদর্শী নিদর্শন। যেমন– هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ - (اَلْاَعْرَافُ : ٢٠٣)

৩২. اَلْبَيَانُ তথা বর্ণনা করা। যেমন– هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ ـ (اٰلُ عِمْرَانَ : ١٣٨)
৩৩. اَلْعِلْمُ তথা জ্ঞান। যেমন– مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ـ (الْبَقَرَةُ : ١٤٥)
৩৪. اَلْحَقُّ তথা বাস্তব। যেমন– اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ـ (اٰلُ عِمْرَانَ : ٦٢)
৩৫. اَلْهَادِىْ তথা পথ প্রদর্শনকারী। যেমন– اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ ـ (اَلْاِسْرَاءُ : ٩)
৩৬. اَلْعَجَبُ তথা বিস্ময়কর। যেমন– فَقَالُوْ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ـ (اَلْجِنُّ : ١)
৩৭. اَلتَّذْكِرَةُ তথা উপদেশ। যেমন– وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ (اَلْحَاقَّةُ : ٤٨)
৩৮. اَلْعُرْوَةُ الْوُثْقٰى তথা সুদৃঢ় রজ্জু। যেমন– اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ـ (اَلْبَقَرَةُ : ٢٥٦)
৩৯. اَلصِّدْقُ তথা বাস্তব। যেমন– وَالَّذِىْ جَاءَ بِالصِّدْقِ ـ (اَلزُّمَرُ : ٣٣)
৪০. اَلْعَدْلُ তথা ন্যায়। যেমন– وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ـ (اَلْاَنْعَامُ : ١١٥)
৪১. اَلْاَمْرُ তথা আদেশ। যেমন– ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗ اِلَيْكُمْ ـ (اَلطَّلَاقُ : ٥)
৪২. اَلْمُنَادِىْ তথা আহ্বানকারী। যেমন– رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ ـ (اٰلُ عِمْرَانَ : ١٩٣)
৪৩. اَلْبُشْرٰى তথা সুসংবাদ। যেমন– هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ـ (اَلنَّمْلُ : ٢)
৪৪. اَلْمَجِيْدُ তথা মর্যাদাশীল। যেমন– بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ـ (اَلْبُرُوْجُ : ٢١)
৪৫. اَلزَّبُوْرُ তথা যাবুর। যেমন– وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ ـ (اَلْاَنْبِيَاءُ : ١٠٥)
৪৬. اَلْبَشِيْرُ তথা সুসংবাদদাতা। যেমন– كِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰيَاتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ـ (فُصِّلَتْ : ٣-٤)
৪৭. اَلنَّذِيْرُ তথা সতর্ককারী। যেমন– كِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰيَاتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ـ (فُصِّلَتْ : ٣-٤)
৪৮. اَلْعَزِيْزُ তথা শক্তিশালী। যেমন– وَاِنَّهٗ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ ـ (فُصِّلَتْ : ٤١)
৪৯. اَلْبَلَاغُ তথা পৌঁছানোর মাধ্যম। যেমন– هٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ ـ (اِبْرٰهِيْم : ٥٢)
৫০. اَلْقَصَصُ তথা ঘটনাবলি। যেমন– نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ ـ (يُوْسُف : ٣)
৫১. اَلصُّحُفُ তথা পাণ্ডুলিপি। যেমন – صُحُفُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى ـ (اَلْاَعْلٰى : ١٩)
৫২. اَلْمُكَرَّمَةُ তথা সম্মানিত। যেমন – فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ـ (عَبَسَ : ١٣)
৫৩. اَلْمَرْفُوْعَةُ তথা সমুন্নত। যেমন– فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ـ (عَبَسَ : ١٣ ـ ١٤)
৫৪. اَلْمُطَهَّرَةُ তথা পবিত্র। যেমন– مَرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ـ (عَبَسَ : ١٤)
৫৫. اَلْمُصَدِّقُ তথা সত্যায়নকারী। যেমন– وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ـ (اَلْمَائِدَةُ : ٤٨)

➲ اَوْصَافُ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ :

আল কুরআনুল কারীমের বৈশিষ্ট্যাবলি : বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল কুরআন বিশ্বমানবের প্রতি মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ও অমূল্য অবদান। নিচে কুরআন মাজীদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো–

১. **সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আদর্শ :** আল কুরআন সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের জন্য একমাত্র আদর্শ। এ গ্রন্থের পর আর কোনো আসমানি কিতাব পৃথিবীতে আসবে না। এ গ্রন্থ পূর্ববর্তী সব আসমানি গ্রন্থের জন্য সিলমোহরস্বরূপ। এ কিতাব কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের জীবনবিধান হিসেবে কার্যকর থাকবে। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–
اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ (اَلْمَائِدَةُ : ٣)

২. **সন্দেহমুক্ত নির্ভুল গ্রন্থ :** বিশ্বের যে-কোনো গ্রন্থে ভুল থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু আল কুরআন এমন এক গ্রন্থ যার মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই এবং এটি সন্দেহ সংশয়মুক্ত নির্ভুল গ্রন্থ। তাই কুরআন তার দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছে– ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ـ (اَلْبَقَرَةُ : ٢)

৩. **অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ :** কুরআন মাজীদ এমন একটি গ্রন্থ যার সাথে বিশ্বের অন্য যে-কোনো গ্রন্থের কোনোপ্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুরোপুরিই অসম্ভব। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ সুদৃঢ় চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে বলেন–
وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَائَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ (اَلْبَقَرَةُ : ٢٣)
উল্লিখিত ঘোষণার প্রায় দেড় হাজার বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহ তায়ালার এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে আজও কেউ দুঃসাহস প্রদর্শন করতে পারেনি।

৪. **উপদেশ সংবলিত জীবন্ত গ্রন্থ :** আল কুরআন সকল নবী রাসূলের কর্মতৎপরতার জীবন্ত আলেখ্য। এতে সত্যের বিরোধিতাকারী ও আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে বাধাদানকারীদের লোমহর্ষক অত্যাচারের বর্ণনাপূর্বক তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–
كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ـ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ـ تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ـ (اَلْقَمَرُ : ١٨ـ ٢٠)

৫. **অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান :** কুরআন মাজীদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান প্রমাণ হচ্ছে, মহানবী (স)-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি এ গ্রন্থ অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে এবং কেয়ামত দিবস পর্যন্ত এতে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন হবে না। তাই তো আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন–
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ ـ (اَلْحِجْرُ : ٩)

৬. **সর্বজনীন জীবনবিধান :** মহাগ্রন্থ আল কুরআন একটি সর্বজনীন পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এ গ্রন্থ শুধু ধর্মীয় বিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এতে মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নীতিমালা যথার্থরূপে বিধৃত হয়েছে। তাই মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন– وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ- (اَلنَّحْلُ : ٨٩)

৭. **সত্যের ঝান্ডাবাহী :** আল কুরআন মানুষকে অন্ধকার, অসত্য, অন্যায়ের পথ থেকে ফিরিয়ে সত্যের পথে পরিচালিত করে। গোটা আরব যখন জাহেলিয়াতের বিভীষিকাময় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, ঠিক এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে আল কুরআন মানুষকে আলোর দিশা দিয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ- (اِبْرَاهِيْم : ١)

৮. **শ্রেষ্ঠ আইনগ্রন্থ :** কুরআন মাজীদ মুসলিম আইনের একটি শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ। এর প্রতিটি বিধিনিষেধ অবশ্য পালনীয়। ড. মরিস বুকাইলি বলেন, কুরআন আইন বিধানের এক বিশ্বকোষ।

৯. **ভাষা ও গুণগত মানে শ্রেষ্ঠত্ব :** কুরআন মাজীদ অত্যুঙ্গ ভাব, ভাষা, অলংকার, উপমা, ছন্দ, মূর্ছনা, রচনাশৈলী, বিষয়বস্তুর অভিনব গ্রন্থনা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, শাব্দিক দ্যোতনা সবকিছু ঘিরে এক অতুলনীয় চিরশাশ্বত গুণমানে অধিষ্ঠিত। এদিক থেকে আল কুরআন মহানবী (স)-এর শ্রেষ্ঠ মুজিযা।

সমাপনী : আল কুরআন বিশ্বমানবতার মুক্তিসনদ। এটি বিজ্ঞানীদের জন্য মহাবিজ্ঞান, ভাষাবিদদের জন্য মহাশব্দকোষ, ব্যাকরণবিদদের জন্য একটি ব্যাকরণগ্রন্থ এবং আইনবিদদের জন্য একটি আইনগ্রন্থ। আল কুরআনের মৌলিক নাম ছাড়াও এর রয়েছে তথ্যসমৃদ্ধ অনেক গুণবাচক নাম। এতে রয়েছে মানবজীবনের সকল সমস্যার নির্ভুল সমাধান। আল কুরআনেই রয়েছে মানবজাতির ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির গ্যারান্টি।

■ اَلسُّؤَالُ (٢) : مَا مَعْنَى الْوَحْيِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ تَحَدَّثْ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْوَحْيِ اِلَى الْمَلَائِكَةِ وَالْاَنْبِيَاءِ مُوَضَّحًا-

■ **প্রশ্ন : ২** ॥ اَلْوَحْى-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ফেরেশতা ও নবীগণের প্রতি অহী প্রেরণের পদ্ধতি স্পষ্টভাবে আলোচনা কর।

উত্তর ।। **উপস্থাপনা :** উলূমুল কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হলো অহী। এর মাধ্যমে নবী ও রাসূলগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। পৃথিবীতে মানব ও জিনজাতির জীবনপদ্ধতি কেমন হবে তা আল্লাহ তায়ালা এ অহীর মাধ্যমেই জানিয়েছেন। তাই মানবজীবনে অহীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। মানুষ সাধারণত তিনটি মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করে থাকে। যথা– اَلْحَوَاسُّ الْخَمْسَةُ তথা পঞ্চেন্দ্রিয়, اَلْعَقْلُ তথা বিবেক এবং اَلْوَحْى তথা প্রত্যাদেশ। এগুলোর মধ্যে একমাত্র অহীর জ্ঞানই নির্ভুল ও সঠিক। এর ওপর বিশ্বাসস্থাপন করা ফরয। আর তা অস্বীকার করা কুফরী। নিচে প্রশ্নালোকে অহীর পরিচয়, এবং অহী অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করা হলো।

➲ تَعْرِيْفُ الْوَحْيِ (وَحْى-এর পরিচয়) :

আভিধানিক অর্থ : وَحْى শব্দটি আল কুরআনের একটি পরিভাষা। এটি বাবে اِفْعَال-এর اَلْاِيْحَاءُ মাসদার থেকে ব্যবহার হয়। আবার শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়ে থাকে। এর আভিধানিক অর্থ–

১. اَلْاِعْلَامُ فِى الْخَفَاءِ তথা গোপনে জানিয়ে দেওয়া।
২. اَلْاِلْهَامُ তথা অন্তঃকরণে ভাব সৃষ্টি করা।
৩. اَلْاِرْسَالُ তথা প্রেরণ করা।
৪. اَلْكِتَابَةُ তথা লেখা।
৫. اَلرِّسَالَةُ তথা চিঠি।
৬. اَلْاِشَارَةُ তথা ইঙ্গিত করা।
৭. اَلْاِعْلَامُ তথা অবহিত করা।
৮. اَلْفَهْمُ তথা বোঝা।
৯. اَلنَّفْثُ فِى الرُّوْحِ তথা অন্তরে ফুঁক দেওয়া।
১০. اَلْكَلَامُ الْخَفِىُّ তথা গোপন কথা।

১১. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন–
اَلْوَحْىُ فِى اللُّغَةِ الْاِعْلَامُ فِى الْخَفَاءِ وَالْوَحْىُ اَيْضًا اَلْكِتَابَةُ وَالْمَكْتُوْبُ وَالْبَعْثُ وَالْاِلْهَامُ وَالْاَمْرُ وَالْاِسْمَاءُ وَالْاِشَارَةُ وَالتَّصْوِيْتُ شَيْئًا بَعْدَ شَىْءٍ-
অর্থাৎ, অহী শব্দের আভিধানিক অর্থ– গোপন প্রত্যাদেশ। তা ছাড়া লেখা, লিখিত, পুনরুত্থান, অন্তরে উদ্রেক করা, আদেশ, ইশারা, ইঙ্গিত, একের পর এক আওয়াজ করা অর্থেও ব্যবহার হয়।

১২. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন– اَلْوَحْىُ الْاِشَارَةُ وَالْكِتَابَةُ وَالرِّسَالَةُ وَالْكَلَامُ الْخَفِىُّ وَكُلُّ مَا اَلْقَيْتَهُ اِلٰى غَيْرِكَ
অর্থাৎ, অহী অর্থ ইশারা করা, কিছু লিখে পাঠানো, কোনো কথাসহ লোক প্রেরণ, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা এবং অপরের অজ্ঞাতসারে কোনোকিছু অবগত করানো।

১৩. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন–
اَصْلُ الْوَحْىِ الْاِشَارَةُ السَّرِيْعَةُ ذٰلِكَ يَكُوْنُ بِالْكَلَامِ عَلٰى سَبِيْلِ الرَّمْزِ وَالتَّعْرِيْضِ وَقَدْ يَكُوْنُ بِصَوْتٍ مُجَرَّدٍ عَنِ التَّرْكِيْبِ وَبِاِشَارَةٍ بِبَعْضِ الْجَوَارِحِ بِالْكِتَابَةِ-
অর্থাৎ, অহী অর্থ দ্রুত গতিশীল ইশারা, ইঙ্গিত; এটি ইশারা ইঙ্গিত ও কথা দ্বারাও হতে পারে। এটি এমন শব্দও হতে পারে, যার কোনো সঠিক রূপ নেই। আবার এটি শরীরের অঙ্গের ইশারা বা লেখনীর সাহায্যেও হতে পারে।

১৪. আবু ইসহাক লুগাভী বলেন– اَصْلُ الْوَحْىِ فِى اللُّغَةِ كُلِّهَا اِعْلَامٌ فِىْ خَفَاءٍ অর্থাৎ, সকল অভিধানেই অহী শব্দের অর্থ– গোপনে কিছু জানিয়ে দেওয়া।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : অহীর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত নিম্নরূপ–

১. আল্লামা আহমাদ আলী সাহারানপুরী (র) বলেন– اَلْوَحْىُ هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ الْمُنَزَّلُ عَلٰى نَبِىٍّ مِنْ اَنْبِيَائِهٖ অর্থাৎ, অহী হলো, আল্লাহ তায়ালার বাণী যা তাঁর নবীগণের ওপর নাযিল হয়।

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন– اَلْوَحْىُ هُوَ الْاِعْلَامُ بِالشَّرْعِ অর্থাৎ, অহী হলো, শরীয়তের বিষয়াদি জানিয়ে দেওয়া।

৩. আল্লামা মাহমুদুল হাসান আল মাদানী (র)-এর ভাষায়– هُوَ اِعْلَامُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لِاَنْبِيَائِهٖ مَا يُرِيْدُ اِبْلَاغَهٗ عَلٰى وَجْهِ الْخَفَاءِ

৪. আল্লামা কাস্তাল্লানী (র) বলেন– هُوَ مَا يُوْحِيْهِ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى نَبِيٍّ مِنْ اَنْبِيَائِهٖ
৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থপ্রণেতার মতে– هُوَ مَا يُوْحِيْهِ اللّٰهُ اِلٰى اَنْبِيَائِهٖ
৬. শায়খ আবদুল্লাহ সারকাভী (র) বলেন– هُوَ اِعْلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْبِيَائَهُ الشَّيْءَ اِمَّا بِكَلَامٍ اَوْ بِرِسَالَةِ مَلَكٍ اَوْ بِمَنَامٍ اَوْ بِالْهَامٍ
৭. ড. ইবরাহীম মাদকুর বলেন– اَلْوَحْيُ هُوَ مَا يُوْحِيْهِ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى اَنْبِيَائِهٖ অর্থাৎ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীগণের নিকট যা প্রত্যাদেশ হিসেবে প্রেরণ করেন তাকে অহী বলে।
৮. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন– هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ الْمُنَزَّلُ عَلٰى نَبِيٍّ مِنْ اَنْبِيَائِهٖ অর্থাৎ, অহী বলা হয় আল্লাহর কথাকে, যা তাঁর নবীগণের ওপর অবতীর্ণ হয়।

মোদ্দাকথা, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীগণকে ইলহাম বা স্বপ্নযোগে কিংবা ফেরেশতা পাঠিয়ে যা কিছু জানিয়েছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন, তাকে অহী বা প্রত্যাদেশ বলা হয়।

➲ كَيْفِيَّةُ الْوَحْيِ اِلَى الْمَلَائِكَةِ :

ফেরেশতাগণের প্রতি অহী প্রেরণের পদ্ধতি : ফেরেশতাগণের প্রতি অহী প্রেরণের কতিপয় নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে তা নিম্নরূপ–

১. اَلْوَحْيُ الْمُبَاشِرُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى **তথা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে সরাসরি অবহিত করানো :** আল্লাহ তায়ালা কোনো শব্দ বা মাধ্যম ছাড়াই ফেরেশতাদের অন্তরে যা চান তা সঞ্চার করে দেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–
اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اِنِّيْ مَعَكُمْ ـ (اَلْاَنْفَالُ : ١٢)

২. اَلْوَحْيُ بِالْكَلَامِ الْاِلٰهِيِّ الْمُبَاشِرِ **তথা আল্লাহ তায়ালার সরাসরি কথা বলা :** আল্লাহ তায়ালা কোনো কোনো ফেরেশতার সাথে সরাসরি কথা বলেন। বিশেষত জিবরাঈল (আ)-এর সাথে। যেমন হাদীসে এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন–
اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُكَلِّمُ جِبْرِيْلَ وَجِبْرِيْلُ يُكَلِّمُ الْمَلَائِكَةَ ـ
অন্য একটি হাদীসে আছে– اِذَا قَضَى اللّٰهُ اَمْرًا فِى السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِاَجْنِحَتِهَا خِضْعَانًا لِقَوْلِهٖ ... الخ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِى)

৩. اَلْوَحْيُ بِوَاسِطَةِ جِبْرِيْل (عـ) **তথা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে অহী :** হজরত জিবরাঈল (আ) ছিলেন اَمِيْنُ الْوَحْيِ তথা অহীর ধারকবাহক। তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে অহী গ্রহণ করে অন্য ফেরেশতাদের কাছে পৌঁছে দিতেন। যেমন–
ক. হজরত মিকাঈল (আ)-কে রিজিক বণ্টনের দায়িত্ব দেওয়া।
খ. মালাকুল মওত হজরত আযরাঈল (আ)-কে রূহ কবযের নির্দেশ দেওয়া ইত্যাদি।

৪. اَلْوَحْيُ التَّكْوِيْنِيُّ اَوِ الْقَدَرِيُّ **তথা তাকদীরভিত্তিক অহী :** আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের অন্তরে এমন অনুভব সৃষ্টি করে দেন যেন তারা স্বাভাবিকভাবেই সেই কাজ সম্পাদন করে ফেলে। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে– فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا ـ (اَلنَّازِعَات : ٥) অর্থাৎ, যারা সমস্ত বিষয় পরিচালনা করে। ফেরেশতারা আল্লাহ তায়ালার হুকুমে দুনিয়ার সবকিছু পরিচালনা করে।

মোটকথা, আল্লাহ তায়ালা বিভিন্নভাবে ফেরেশতাদের কাছে অহী প্রেরণ করে থাকেন। এই অহীর মাধ্যমেই ফেরেশতারা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করে এবং তাঁদের প্রতি অহী প্রেরণের বাস্তবতা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

➲ كَيْفِيَّةُ الْوَحْيِ اِلَى الْاَنْبِيَاءِ:

নবীগণের প্রতি অহী প্রেরণের পদ্ধতি : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–
مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاءُ ـ (اَلشُّوْرٰى : ٥١)
অর্থাৎ, কোনো মানুষের জন্য শোভনীয় নয় যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন। তবে তাঁর কথা হয় অহী হিসেবে বা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোনো বাণী বাহক (ফেরেশতা) পাঠান, আর তিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে তিনি যা চান তা অন্তঃকরণে ঢেলে দেন। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রেষ্ঠ ও প্রজ্ঞাময়।

অত্র আয়াতে কারীমা থেকে অহী প্রেরণের তিনটি পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। যথা–
১. কোনো মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি পদ্ধতিতে।
২. পর্দার আড়াল হতে সরাসরি কথাবার্তা বলার পদ্ধতিতে।
৩. ফেরেশতা প্রেরণের মাধ্যমে।

নবী কারীম (স)-এর নিকট উক্ত তিন পদ্ধতিতেই অহী অবতীর্ণ হয়েছে। নিচে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

১. **কোনো মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি পদ্ধতি :** এ পদ্ধতিটির আবার তিনটি অবস্থা রয়েছে। যেমন–
ক. স্বপ্নের মাধ্যমে : নবুয়ত লাভের প্রাথমিক পর্যায়ে নবী কারীম (স) অহী লাভ করতেন স্বপ্নের মাধ্যমে। তাঁর এ স্বপ্ন নির্ভুল, সত্য ও বাস্তব বলে প্রমাণিত হতো। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে–
عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِى النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرٰى رُؤْيَا اِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ـ (اَلْبُخَارِى)
অর্থাৎ, উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি সর্বপ্রথম অহী অবতরণ শুরু হয় স্বপ্নের মাধ্যমে। এ সময় তাঁর সকল স্বপ্ন প্রভাতের আলোর ন্যায় বাস্তবে প্রতিফলিত হতো।

খ. ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দের মাধ্যমে : লোহার ঘণ্টার ন্যায় একপ্রকার ধ্বনির মাধ্যমে অহী আগমন করতো। এরূপ প্রক্রিয়ায় অহী অবতরণের মাধ্যমে রাসূল (স) সর্বাপেক্ষা বেশি কষ্ট অনুভব করতেন। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে–
عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ (رضـ) سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَاتِيْكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْيَانًا يَاْتِيْنِيْ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرْسِ وَهُوَ اَشَدُّهٗ عَلَيَّ ـ
অর্থাৎ, উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা (রা) হজরত হারেস ইবনে হিশাম (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনার নিকট কীভাবে অহী অবতীর্ণ হয়? জবাবে নবী কারীম (স) বলেন, কখনো অহী আমার নিকট প্রচণ্ড ঘণ্টার ধ্বনির ন্যায় আগমন করে। এভাবে অবতীর্ণ হওয়া আমার ওপর সর্বাপেক্ষা কঠিন ও কষ্টকর হয়।

গ. **অন্তরে উদ্রেক হওয়ার মাধ্যমে :** আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কখনো কখনো নবী কারীম (স)-এর মানসপটে কোনো কথা অর্পণ করতেন, যা আল্লাহর নিকট থেকে আগমনের ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকত না। নবী কারীম (স) বলেন–

اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِىْ رَوْعِىْ اِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَاَجَلَهَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ۔

অর্থাৎ, হজরত জিবরাঈল (আ) আমার মানসপটে একথা ফুঁকে দিলেন যে, নির্দিষ্ট রিজিক পূর্ণরূপে গ্রহণ করা ও নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোনো প্রাণীই মৃত্যুবরণ করতে পারে না।

২. **পর্দার আড়াল হতে সরাসরি কথাবার্তা বলার পদ্ধতিতে :** এ অবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পর্দার অন্তরাল হতে রাসূল (সা)-এর সাথে সরাসরি কথা বলতেন এবং অহী প্রদান করতেন। যেমন মিরাজ রজনিতে মহানবী (স) সরাসরি আল্লাহ তায়ালার সাথে কথা বলে অহী লাভ করেন। যেমন নবী কারীম (স) বলেন–

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُسْرِىَ بِىْ اِلَى السَّمَاءِ قَرَّبَنِىْ رَبِّىْ تَعَالٰى حَتّٰى كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى قَالَ يَا حَبِيْبِىْ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَبِّ۔

অর্থাৎ, হজরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যখন আমাকে মিরাজে ভ্রমণ করানো হলো, তখন আল্লাহ তায়ালা আমার অতি নিকটবর্তী হলেন। এমনকি তাঁর ও আমার মাঝে দু'ধনুক ও তীরের মধ্যবর্তী অথবা তার চেয়েও কম দূরত্বই রইল। তখন তিনি বললেন, 'হে আমার বন্ধু! হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম, হে আমার রব! আমি আপনার অতি নিকটেই উপস্থিত।'

৩. **ফেরেশতা প্রেরণের মাধ্যমে :** এ পদ্ধতির আবার দুটি অবস্থা রয়েছে। যথা–

ক. **হজরত জিবরাঈল (আ)-এর স্ব-আকৃতিতে আগমনের মাধ্যমে :** হজরত জিবরাঈল (আ) নিজের আকৃতিতে রাসূল (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে অহী প্রদান করতেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ ... فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَءْ۔

অর্থাৎ, উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ... 'অতঃপর তাঁর নিকট ফেরেশতা আগমন করে বললেন, পড়।' তবে এ অবস্থা রাসূল (স)-এর জীবনে মোট তিনবার সংঘটিত হয়েছে।

খ. **হজরত জিবরাঈল (আ) মানুষের বেশে আগমনের মাধ্যমে :** হজরত জিবরাঈল (আ) সাহাবীগণের কিংবা মানবাকৃতিতে আল্লাহর রাসূল (স)-এর নিকট অহী নিয়ে আগমন করতেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِى الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِىْ فَاَعِىْ مَا يَقُوْلُ۔ (اَلْبُخَارِى)

অর্থাৎ, উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা (রা) হজরত হারেস ইবনে হিশাম (রা) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কখনো কখনো ফেরেশতা কোনো ব্যক্তির রূপ ধারণ করে আমার নিকট আগমন করে আমার সাথে কথা বলেন এবং যা বলেন আমি তা সঠিকভাবে আয়ত্ত করি।

সমাপনী : অহী আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবী রাসূলগণের প্রতি প্রত্যাদেশ। এর মাধ্যমে মানবজীবনের সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মানবের জীবনপদ্ধতি কেমন হবে, কীসে তাদের সফলতা এবং কী কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এসব বিষয় অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা মুহাম্মাদ (স)-এর রচিত কোনো বাণী নয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ পোষণ করা কুফরী।

■ اَلسُّؤَالُ (٣) : زَعَمَ الْجَاحِدُوْنَ لِلْوَحْىِ "اِنَّ الْقُرْاٰنَ الْكَرِيْمَ مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْتَكَرَ مَعَانِيْهِ وَصَاغَ اُسْلُوْبَهُ" فَنَدِّدْ شُبْهَتَهُمْ هٰذِهِ بِالْحُجَّةِ الدَّافِعَةِ۔

■ **প্রশ্ন : ৩** ॥ অহী অস্বীকারকারীরা ধারণা করে যে, 'আল কুরআনুল কারীম মুহাম্মাদ (স)-এর নিজের রচনা এবং এর অর্থ ও ভাষাশৈলীর তিনিই উদ্ভাবক'– অকাট্য দলীল দ্বারা তাদের এ সন্দেহের অপনোদন কর।

উত্তর।। উপস্থাপনা : উলূমুল কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হলো অহী। এর মাধ্যমে নবী ও রাসূলগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। পৃথিবীতে মানব ও জিনজাতির জীবনপদ্ধতি কেমন হবে তা আল্লাহ তায়ালা এ অহীর মাধ্যমেই জানিয়েছেন। কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক যুগের অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা দম্ভ ও অহংকারবশত অহী সম্পর্কে সংশয় সন্দেহ সৃষ্টির অপপ্রয়াস পেয়েছে। তাদের এসব সন্দেহ ছিল ভিত্তিহীন, অমূলক, অগ্রহণযোগ্য এবং বিকৃত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। নিচে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

➲ زَعْمُ الْجَاحِدِيْنَ لِلْوَحْىِ :

অহী অস্বীকারকারীদের ধারণা : প্রাচীন ও আধুনিক যুগের অজ্ঞরা ধারণা করে যে, 'আল কুরআনুল কারীম মুহাম্মাদ (স)-এর নিজের রচনা এবং এর অর্থ ও ভাষাশৈলীর তিনিই উদ্ভাবক।'

➲ اَلرَّدُّ عَلَى الزَّعْمِ :

ধারণার খণ্ডন : অজ্ঞ ও জ্ঞানপাপীদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক। নিচে তা খণ্ডন করা হলো–

১. **অহীকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত না করা :** মুহাম্মাদ (স) যদি নেতৃত্বের দাবি করতেন এবং তাঁর নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার জন্য মুজিযার মাধ্যমে মানুষকে চ্যালেঞ্জ করতেন, তাহলে চ্যালেঞ্জ করার বিষয়টিকে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত না করে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করাই বেশি যুক্তিযুক্ত ছিল। তিনি কুরআনকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারতেন। ফলে এটি তাঁর উচ্চমর্যাদা ও তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ গোটা আরব সমাজ তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল, অথচ তারা ছিল আরবি সাহিত্যে সর্বাধিক পারদর্শী ও বিজ্ঞ। সুতরাং এটি তাঁর নেতৃত্বের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনের যুক্তি ও প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতো।

২. **কুরআন আল্লাহর কালাম ও হাদীস রাসূলের কালাম :** এ যুক্তিও দেওয়া যাবে না যে 'মুহাম্মাদ (স) আল কুরআনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী বলে প্রচার করে নিজের কথার গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন, যেন তাঁর আনুগত্য এবং আদেশ পালনে মানুষের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়।' কারণ, তাঁর নিজের কথাকে হাদীস বলা হয়। যদি বিষয়টি তাদের ধারণা মোতাবেক হতো, তাহলে তাঁর সকল কথাকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিতেন।

৩. **রাসূল (স) আমানতদার ও সত্যবাদী :** যারা বলে যে, 'রাসূল (স) নিজে কুরআন রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছেন' তারা এ ধারণার মাধ্যমে মুহাম্মাদ (স)-কে সে ব্যক্তিদের দলভুক্ত করছে, যারা নিজেদের উদ্দেশ্যে পৌঁছতে মিথ্যা ও ধোঁকার ওপর নির্মিত সেতু দিয়ে পথ চলে। অথচ নবী কারীম (স)-এর জীবনচরিতের আলোকে এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত। তিনি আমানতদারি ও সত্যবাদিতায় মক্কাবাসীদের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর শত্রুরাও সাক্ষী। এমনকি তাঁর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রকারী মক্কার মুশরিকদের অনেক আমানতের জিনিস তাঁর নিকট গচ্ছিত ছিল।

৪. **ইফকের ঘটনা অহীর সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ :** ইফকের ঘটনায় মুনাফিকরা রাসূল (স)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে অপবাদ দিয়েছিল। তাঁকে অপবাদ দেওয়ার কারণে নবী কারীম (স)-এর সম্মান মর্যাদায়ও আঘাত লেগেছিল। প্রায় এক মাস অহী আসা বন্ধ ছিল। রাসূল (স) ও সাহাবীগণ সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। এমনকি তাঁদের কণ্ঠ ওষ্ঠাগত হয়েছিল। রাসূল (স) চিন্তাভাবনা ও পরামর্শের মাধ্যমে তা সমাধানে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। এভাবে পূর্ণ একমাস অতিবাহিত হয়। অবশেষে রাসূল (স) শুধু এতটুকু বলেছিলেন, 'হে আয়েশা! আমার নিকট এরূপ সংবাদ পৌঁছেছে। যদি তুমি নির্দোষ থাক, অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তোমাকে নিষ্কৃতি দান করবেন। আর যদি তুমি পাপে জড়িয়ে থাক তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর।' এভাবে দীর্ঘ একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর অবশেষে আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতার বিষয়ে অহী নাযিল হয়। আল কুরআন মুহাম্মাদ (স)-এর রচনা হলে তিনি কেন শুরুতেই কোনো কথা বলে অনুমানকারীদের জবান বন্ধ করে দিলেন না?

৫. **রাসূল (স) আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করতে পারেন না :** রাসূল (স) মানুষের সঙ্গে মিথ্যা পরিহার করে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করতে পারেন না। এমন হলে তার পরিণতি হতো অত্যন্ত ভয়াবহ। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ - لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ - ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ - (اَلْحَاقَّةُ : ٤٤ - ٤٦)

অর্থাৎ, তিনি যদি আমার নামে কোনো কথা রচনা করে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন, তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনি।

৬. **মুনাফিকদেরকে অনুমতি দেওয়ার কারণে অহীর মাধ্যমে তিরস্কার :** তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার জন্য একদল লোক নবী কারীম (স)-এর কাছে অনুমতি চেয়েছিল এবং তারা বিভিন্ন ওজর আপত্তি পেশ করেছিল। তাদের মধ্যে মুনাফিক শ্রেণিটি মিথ্যা ওজর পেশ করেছিল। রাসূল (স) তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন। অতঃপর নবী কারীম (স)-এর এমন ভুল সিদ্ধান্তের কারণে তাঁকে তিরস্কার করে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করেন– عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ - لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ - (اَلتَّوْبَةُ : ٤٣)

অর্থাৎ, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করেছেন। কারা সত্যবাদী তা আপনার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত আপনি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন?

৭. **বন্দিদের থেকে ফিদইয়া গ্রহণের কারণে অহীর মাধ্যমে তিরস্কার :** বদর যুদ্ধের বন্দিদের থেকে ফিদইয়া গ্রহণের কারণেও নবী কারীম (স)-কে তিরস্কার করা হয়েছিল এই বলে যে– مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ - (اَلْاَنْفَالُ : ٦٧)

অর্থাৎ, দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা কোনো নবীর জন্য সংগত নয়।

৮. **অন্ধ সাহাবীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার কারণে অহীর মাধ্যমে তিরস্কার :** অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা)-এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে কুরাইশ নেতাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার কাজে মশগুল থাকার কারণে নবী কারীম (স)-কে তিরস্কার করা হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন– عَبَسَ وَتَوَلّٰى - اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى - وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى - (عَبَسَ : ١ - ٣)

অর্থাৎ, তিনি ভ্রু কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তাঁর নিকট অন্ধ লোকটি এসেছে। আপনি কীভাবে জানবেন যে, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হতো!

৯. **ঐতিহাসিক সত্যতা :** ইতিহাস সাক্ষী যে, মুহাম্মাদ (স) জীবনের শুরু থেকেই উত্তম চরিত্র, দানশীলতা, সত্যবাদিতা এবং কথা ও কাজে একনিষ্ঠতার গুণে অনন্য ছিলেন। এ ব্যাপারে কুরাইশ সম্প্রদায়ই সাক্ষ্য দিয়েছে, যখন তিনি তাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার সময় বলেছিলেন, 'যদি আমি তোমাদেরকে এই সংবাদ দিই যে, এই পাহাড়ের পেছনে অশ্বারোহী দল অপেক্ষা করছে, তোমাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করবে, তবে কি তোমরা আমার সংবাদ বিশ্বাস করবে? তখন সকলে বলেছিল, হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করব, আমরা কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি।'

১০. **তিনি ছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী :** রাসূল (স)-এর আচার ব্যবহার এতই সুন্দর ও পবিত্র ছিল যে, তা দেখেই মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেত। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, রাসূল (স) মদিনায় আগমন করলে লোকেরা তাঁর নিকট ছুটে আসছিল। আর বলা হচ্ছিল, 'রাসূল (স) আগমন করেছেন', 'রাসূল (স) আগমন করেছেন।' তখন আমি রাসূল (স)-কে দেখার জন্য আসলাম। রাসূল (স)-এর চেহারার দিকে গভীরভাবে লক্ষ করে নিশ্চিত হলাম যে, এই চেহারা কোনো মিথ্যুকের নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মহান চরিত্রের অধিকারী ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করেন– وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ - (اَلْقَلَمُ : ٤) অর্থাৎ, আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।

এমন মহান চরিত্রের অধিকারী যখন ঘোষণা করেন যে, তিনি এ কিতাবের রচয়িতা নন, তখন তাঁর ঘোষণার সত্যতার ব্যাপারে কারও পক্ষে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার অবকাশ থাকে না। যেমন তিনি আল্লাহর বাণী ঘোষণা করেছেন–

قُلْ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِىْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَىَّ - (يُوْنُس : ١٥)

অর্থাৎ, বলুন, নিজ থেকে এটি (আল কুরআন) পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমার প্রতি যা অহী হয় আমি কেবল তাই অনুসরণ করি।

সমাপনী : অহী আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবী রাসূলগণের প্রতি প্রত্যাদেশ। এর মাধ্যমে মানবজীবনের সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মানবের জীবনপদ্ধতি কেমন হবে, কীসে তাদের সফলতা এবং কী কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এসব বিষয় অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা আল কুরআন নামে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আগত। এটা মুহাম্মাদ (স)-এর রচিত কোনো বাণী নয়। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করা কুফরী।

■ اَلسُّؤَالُ (٤) : تَحَدَّثْ عَنْ اَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَاٰخِرِهٖ مَعَ بَيَانِ فَوَائِدِ مَعْرِفَةِ اَوَّلِهٖ وَاٰخِرِهٖ مُفَصَّلًا ـ

■ প্রশ্ন : ৪ ॥ আল কুরআনের প্রথম ও শেষ অবতীর্ণ সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক এর প্রথম ও শেষ অবতীর্ণ সম্পর্কে জানার উপকারিতা বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তর ।। **উপস্থাপনা :** মহাগ্রন্থ আল কুরআন অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় একত্রে নাযিল হয়নি; বরং মহানবী (স)-এর নবুয়তি জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ বছরে অবতীর্ণ হয়। নিচে আল কুরআনের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ আয়াত ও সূরা সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত এ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভের উপকারিতাসহ আলোচনা করা হলো।

➲ اَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ :

আল কুরআনুল কারীমের প্রথম অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা : আল কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত নিম্নরূপ–

১. **সর্বপ্রথম অবতারিত আয়াত :** এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে। যেমন–

ক. **প্রথম অভিমত :** আল কুরআনুল কারীমের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হলো, সূরা আল আলাক-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত।

দলীল : ১. ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হজরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন–

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِى النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرٰى رُؤْيًا اِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَأْتِىْ بِحِرَاءَ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ اللَّيَالِىْ ذَوَاتَ الْعَدَدِ يَتَزَوَّدُ لِذٰلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى خَدِيْجَةَ (رضـ) فَتُزَوِّدُهٗ لِمِثْلِهَا حَتّٰى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِىْ غَارِ حِرَاءَ فَجَاءَ الْمَلَكُ فِيْهِ فَقَالَ اقْرَأْ ـ

২. ইমাম হাকেম (র) 'মুসতাদরাক' এবং ইমাম বায়হাকী (র) 'দালায়েল' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, সর্বপ্রথম যে আয়াত নাযিল হয়, তা হলো– اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ

৩. হজরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– اِنَّ اَوَّلَ مَا اُنْزِلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ اِقْرَأْ بِأسْمِ رَبِّكَ الخ

৪. ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (র) থেকে বর্ণিত–

اِنَّ النَّبِىَّ (صـ) كَانَ بِحِرَاءَ اِذْ اَتٰى مَلَكٌ بِنَمْطٍ مِنْ دِيْبَاجٍ فِيْهِ مَكْتُوْبٌ "اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ" اِلٰى "مَا لَمْ يَعْلَمْ" ـ

৫. হজরত ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

جَاءَ جِبْرِيْلُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اِقْرَأْ قَالَ وَمَا اَقْرَأُ فَوَاللّٰهِ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَقَالَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ فَكَانَ يَقُوْلُ هُوَ اَوَّلُ مَا اُنْزِلَ ـ

৬. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হলো, সূরা আল আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত।

খ. **দ্বিতীয় অভিমত :** সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দলীল : ১. হজরত ইকরিমা (র) বলেন– اَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

২. হজরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে–

اَوَّلُ مَا نَزَلَ بِهٖ جِبْرَئِيْلُ عَلَى النَّبِىِّ (صـ) قَالَ يَا مُحَمَّدُ اسْتَعِذْ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

৩. হজরত হাসান বসরী (র)-এর মতে– اَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

২. **সর্বপ্রথম অবতারিত সূরা :** এ বিষয়েও দুটি অভিমত রয়েছে। যথা–

ক. **প্রথম অভিমত :** কতিপয় আলেমের মতে, সর্বপ্রথম কুরআনের অবতীর্ণ সূরা হলো– سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ

দলীল : ১. ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হজরত জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন। যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে–

سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) اَىُّ الْقُرْاٰنِ اُنْزِلَ قَبْلُ قَالَ يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُلْتُ اَوِ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ؟ قَالَ اُحَدِّثُكُمْ مَا حَدَّثَنَا بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ ـ

২. হজরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْىِ ... فَقَلْتُ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ ـ فَدَثِّرُوْنِىْ ـ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ـ

৩. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা হলো– سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ

খ. **দ্বিতীয় অভিমত :** অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত হলো, কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে সূরা আল ফাতিহা।

দলীল : ১. আল্লামা যামাখশারী বলেন– اِنَّ اَوَّلَ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ هِىَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ

২. হজরত আমর ইবনে শুরাহবিল থেকে মায়সারাহ-এর বর্ণিত হাদীসটিতে বোঝা যায়, সূরা আল ফাতিহা সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ لِخَدِيْجَةَ (رضـ) اِنِّىْ اِذَا خَلَوْتُ وَحْدِىْ سَمِعْتُ نِدَاءً فَقَدْ وَاللّٰهِ خَشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ هٰذَا اَمْرًا فَقَالَتْ مَعَاذَ اللّٰهِ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَفْعَلَ بِكَ فَوَاللّٰهِ اِنَّكَ لَتُؤَدِّى الْاَمَانَةَ وَتَصِلُ الرِّحْمَ الخ ـ

➲ اٰخِرُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ :

আল কুরআনুল কারীমের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা : আল কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত নিম্নরূপ–

ক. **সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত :** আল কুরআনুল কারীমের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) প্রখ্যাত সাহাবী হজরত বারা ইবনে আযেব (রা) বর্ণিত হাদীস শরীফের সূত্র ধরে বর্ণনা করেন, আল কুরআনুল কারীমের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো– يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ ـ (اَلنِّسَاءُ : ١٧٦) আর সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হলো– সূরা আত তাওবা।

২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমত হলো, আল কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত اٰيَةُ الرِّبَا তথা সুদের আয়াত। আর তা হলো– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا ـ (اَلْبَقَرَةُ : ٣٨)
হজরত ওমর (রা) ও হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। যেমন–
عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ (رضـ) فَقَالَ اِنَّ مِنْ اٰخِرِ الْقُرْاٰنِ نُزُوْلًا اٰيَةُ الرِّبٰوا ـ

৩. হজরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা) বলেন, কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো– وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللّٰهِ ـ (اَلْبَقَرَةُ : ٢٨١)
যেমন হজরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত– اٰخِرُ شَىْءٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَوْلُهٗ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ
হজরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা) বর্ণনা করেন–
اٰخِرُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ كُلِّهٖ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ـ وَعَاشَ النَّبِىُّ (صـ) بَعْدَ نُزُوْلِ هٰذِهِ الْاٰيَةِ تِسْعَ لَيَالِىَ ثُمَّ مَاتَ لَيْلَةَ الْاِثْنَيْنِ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ ـ

৪. হজরত উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর মতে, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো–
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ... اَلْاٰيَةُ ـ (اَلتَّوْبَةُ : ١٢٨)
যেমন 'মুসতাদরাক'-এ হজরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন– اٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ قَوْلُهٗ تَعَالٰى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ ... الْاٰيَةُ

৫. কতিপয় আলেম বলেন, কুরআনের সর্বশেষ যে আয়াত নাযিল হয় তা হলো–
اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ (اَلْمَائِدَةُ : ٣)

৬. আল্লামা ইবনে জারীর আত তাবারী (র) ইবনে শিহাব (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো اٰيَةُ الدَّيْنِ তথা ঋণসংক্রান্ত আয়াত। আর তা হলো– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ـ (اَلْبَقَرَةُ : ٢٨٢)

৭. হজরত মুয়াবিয়া (রা)-সহ কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো–
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ... اَلْاٰيَةُ ـ (اَلْكَهْفُ : ١١٠)

৮. ইমামুল হারামাইন (র)-এর মতে, কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে– قُلْ لَآ اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا ... اَلْاٰيَةُ ـ (اَلْاَنْعَامُ : ١٤٥)

৯. হজরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো– فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ ... اَلْاٰيَةُ ـ (اٰلُ عِمْرَانَ : ١٩٥)

১০. কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো– وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهٗ جَهَنَّمُ ـ (اَلنِّسَاءُ : ٩٣)

১১. হজরত ইকরিমা (র) হজরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আল কুরআনের সর্বশেষ আয়াত হলো– وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ ... اَلْاٰيَةُ
হজরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ আয়াতটি মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের ৮১ দিন পূর্বে অবতীর্ণ হয়।

১২. আল্লামা ইবনে শিহাব (র) বলেন– اٰخِرُ الْقُرْاٰنِ عَهْدًا بِالْعَرْشِ اٰيَةُ الرِّبٰا وَاٰيَةُ الدَّيْنِ

খ. সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা : কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরার ব্যাপারে আলেমগণের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. ইমাম মুসলিম (র) হজরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন– اٰخِرُ السُّوْرَةِ نَزَلَتْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ الخ

২. ইমাম তিরমিযী ও হাকেম হজরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন– قَالَتْ اٰخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ اَلْمَائِدَةُ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهَا مِنْ حَلَالٍ فَاسْتَحِلُّوْهُ

৩. হজরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে– সূরা আল বারায়াত।

৪. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে– سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ এবং سُوْرَةُ النَّصْرِ

➲ فَوَائِدُ الْعِلْمِ لِاَوَّلِ مَا نَزَلَ وَاٰخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ :

আল কুরআনের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ অবতীর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানার উপকারিতা : আল কুরআনুল কারীমের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা এবং সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ও সূরাসংক্রান্ত জ্ঞানার্জনের বিশেষ কিছু উপকারিতা রয়েছে। যেমন–

১. **আল কুরআন নাযিলের ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ :** আল কুরআনের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা সম্পর্কে জানার প্রধান উপকারিতা হলো আল কুরআন নাযিলের ধারাবাহিকতার ইতিহাস সংরক্ষণ করা।

২. **শরয়ী বিধানাবলির ইতিহাস নির্ণয় :** আল কুরআনের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা সম্পর্কে জানার দ্বিতীয় উপকার হলো আল কুরআনের আলোকে শরীয়তের বিধিবিধান প্রবর্তনের ইতিহাস নির্ণয় করা।

৩. **নাসেখ ও মানসুখ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ :** আল কুরআনের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা সম্পর্কে জানার অপর উপকারিতা হলো নাসেখ ও মানসুখ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা।

সমাপনী : আল-কুরআন মহা ঐশিগ্রন্থ। এটা মানবজাতির জন্যে হেদায়াত। কারো মতে কুরআনের সর্বপ্রথম আয়াত হলো اِقْرَاْ; আর কারো মতে بِسْمِ اللّٰهِ; কুরআনের সূরা ও আয়াতের বিন্যাসগত বিদ্যার অন্যতম উপকারিতা হলো নাসেখ ও মানসূখের জ্ঞান লাভে সহায়ক হওয়া।

■ اَلسُّؤَالُ (٥) : مَا الْمُرَادُ بِجَمْعِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ؟ بَيِّنْ صُوَرَهٗ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفَصَّلًا ـ

■ **প্রশ্ন : ৫** ॥ جَمْعُ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে جَمْعُ الْقُرْاٰنِ-এর বিচিত্ররূপ বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ **উপস্থাপনা :** আল কুরআন মানবজাতির একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এটি সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার। মানবজীবনের এমন কোনো দিন বা বিভাগ নেই যার সমাধান এ কুরআনে নেই। এজন্য আল কুরআন নাযিল হওয়ার যুগ থেকে তা সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মূলত আল কুরআনের সংরক্ষণ ও সংকলন তিনটি যুগের সাথে সম্পৃক্ত। নববী যুগ, হজরত আবু বকর (রা)-এর যুগ এবং হজরত ওসমান (রা)-এর যুগ। নিচে প্রশ্নালোকে রাসূল (স)-এর যুগে আল কুরআন সংকলনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

➲ صُوْرُ جَمْعِ الْقُرْاٰنِ فِىْ عَهْدِ النَّبِىِّ (صـ) :

মহানবী (স)-এর যুগে আল কুরআন সংকলণের বিচিত্ররূপ : রাসূলুল্লাহ (স) আল কুরআনের কোনো আয়াত বা সূরা নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তা মুখস্থ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে যেতেন। এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ـ (اَلْقِيَامَةُ : ١٦-١٧)

অর্থাৎ, অহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি তাড়াতাড়ি আপনার জিহ্বা নাড়াবেন না। এর সংরক্ষণ ও তা পড়ানোর দায়িত্ব আমারই।

নবুয়তের যুগে কুরআন মাজীদ সংকলনের দুটি পদ্ধতি ছিল। যথা– ১. اَلْجَمْعُ بِالْحِفْظِ তথা মুখস্থকরণের মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ ও ২. اَلْجَمْعُ بِالْكِتَابَةِ তথা লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

১. اَلْجَمْعُ بِالْحِفْظِ **তথা মুখস্থকরণের মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ :** রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে প্রথমত মুখস্থ করার মাধ্যমে আল কুরআন অন্তরে সংরক্ষণ করা হয়। এ ধারা পরিক্রমায় আল কুরআনুল কারীম অন্তরে সংরক্ষণে নিম্নোক্ত পন্থা অনুসরণ করা হয়।

ক. স্বয়ং রাসূল (স)-এর প্রচেষ্টা : হজরত জিবরাঈল (আ) অহী নিয়ে আগমন করলে রাসূল (স) তা দ্রুত মুখস্থ করার জন্য চেষ্টা করতেন। রাত জেগে নামাজে তা তেলাওয়াত করতেন। তাঁর এরূপ কষ্ট আল্লাহ তায়ালা অবলোকন করে বলেন–

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ـ (اَلْقِيَامَةُ : ١٦ ـ ١٩)

আল্লামা আবদুল আযীম যারকানী (র) তাঁর মানাহিলুল ইরফান গ্রন্থে বলেন–

وَلِذٰلِكَ فَلَا عَجَبَ اَنْ يَكُوْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَ الْحُفَّاظِ وَاَنْ يَجْمَعَ الْقُرْاٰنَ فِىْ قَلْبِهِ الشَّرِيْفِ ـ

অর্থাৎ, কাজেই বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই যে, নবী কারীম (স) হাফেযগণের নেতা এবং কুরআন মাজীদ তাঁর পবিত্র অন্তরে সংরক্ষিত।

খ. কুরআন শিক্ষার প্রতি মহানবীর উৎসাহ প্রদান : মহানবী (স) ঘোষণা করলেন– خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ অর্থাৎ, তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে নিজে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। ফলে সাহাবীগণ নিজে কুরআন মাজীদ শিক্ষা গ্রহণের এবং অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সর্বদা ব্যাকুল থাকতেন।

গ. সাহাবীগণের পারস্পরিক তেলাওয়াত : সাহাবীগণ নিজেরা কুরআন তেলাওয়াত ও পঠনে প্রতিযোগিতা করতেন। কুরআন মাজীদ মুখস্থ করার জন্য তাঁরা পূর্ণশ্রম ব্যয় করতেন। ঘরে ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। রাতেরবেলায় তাঁদের ঘর থেকে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো আল কুরআন তেলাওয়াতের গুনগুন আওয়াজ শোনা যেত।

২. اَلْجَمْعُ بِالْكِتَابَةِ **তথা লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ :** রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে বিভিন্ন পত্রপল্লবে, পাথর, কাঠ ইত্যাদিতে লেখার মাধ্যমে আল কুরআন সংরক্ষণ করা হয়। আল কুরআনুল কারীম অবতীর্ণের সাথে সাথে তা লিখিত আকারে সংরক্ষণের কর্মপদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত ও দৃঢ়তাপূর্ণ। যেমন–

ক. অহী অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে নবী কারীম (স) লেখার নির্দেশ দিতেন।
খ. হজরত জিবরাঈল (আ)-এর উপস্থিতিতে লেখার কাজ সম্পন্ন করতেন।
গ. কুরআন লেখার কাজে উৎকৃষ্টমানের উপকরণ ব্যবহার করতেন।
ঘ. সূরা বা আয়াত কোন স্থানে, কোথায় সংযুক্ত হবে তা নির্দেশ দিতেন।
ঙ. সঠিকভাবে লেখা হয়েছে কি না তা পুনরায় শ্রবণ করে শুদ্ধ করে দিতেন।
চ. সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ার পর নিশ্চিত হয়ে তা প্রচারের নির্দেশ দিতেন।

সমাপনী : আল কুরআন মানবজাতির সুনিপুণ পথপ্রদর্শক। এটি সংরক্ষণ ও সংকলনের প্রথম যুগ হলো রাসূল (স)-এর যুগ। মহানবী (স)-এর নিকট যখন কুরআনের আয়াত নাযিল হতো, সাথে সাথে তিনি তা লিখিয়ে নিতেন এবং কোন আয়াত কোন সূরার কোথায় হবে, তার বিন্যাসপদ্ধতিও বলে দিতেন। এ কাজটি তিনি অহীর মাধ্যমে জেনে করতেন। কাজেই আল কুরআনের সূরাসমূহের বিন্যাস কারও গবেষণার ফসল নয়; বরং সম্পূর্ণ توقيفى তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

■ اَلسُّؤَالُ (٦) : تَحَدَّثْ عَنِ الْقَوَاعِدِ الَّتِىْ يَحْتَاجُ اِلَيْهَا الْمُفَسِّرُ مُوْجَزًا ـ

■ **প্রশ্ন : ৬** ॥ মুফাসসিরকে যেসব নিয়মাবলি জানতে হয় তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহ তায়ালার শাশ্বত বাণী; যা বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে আরবি ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্রের প্রচুর ব্যবহার বিদ্যমান। কাজেই আল কুরআনের শব্দ ও আয়াতের সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে হলে আরবি ভাষার اَلْقَوَاعِدُ الْمُهِمَّةُ তথা গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। আর যে-কোনো তাফসীরকারের জন্য সে নীতিমালা সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি থাকা একান্ত অপরিহার্য। নিচে প্রশ্নালোকে বর্ণনা করা হলো।

➲ اَلْقَوَاعِدُ الْمُهِمَّةُ الَّتِىْ يَحْتَاجُ الْمُفَسِّرُ اِلٰى مَعْرِفَتِهَا :

মুফাসসিরের যে গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা জানা প্রয়োজন : আল কুরআনুল কারীমের তাফসীর করার জন্য একজন মুফাসসিরের যে গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা জেনে রাখা অত্যাবশ্যক তা নিম্নরূপ–

১. **যমীর প্রসঙ্গ :** যমীর (ضَمِيْر) তথা সর্বনাম ব্যবহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করা। যেক্ষেত্রে প্রকাশ্য اسم ব্যবহার করলে বাক্য দীর্ঘ হয় সেক্ষেত্রে ইসমের পরিবর্তে যমীর (ضَمِيْر) ব্যবহার করা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ـ (الاحزاب : ٣٥)

অত্র আয়াতে هُمْ যমীরটি ইসমে যাহের (اِسْم ظَاهِر)-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

অনুরূপ মহান আল্লাহর বাণী– وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ ... الاية (النور : ٣١) এ আয়াতে هُنَّ যমীরটি ইসমে যাহের (اِسْم ظَاهِر)-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

২. **যমীর তার নিকটবর্তী اِسْم-এর দিকে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গ :** যমীরের নিয়ম হলো, তা পূর্ববর্তী নিকটস্থ ইসমে যাহেরের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। আর এ কারণেই নিম্নোক্ত আয়াতে مَفْعُوْل-কে مُؤَخَّر করা হয়েছে। যেমন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ... الاية ـ (الانعام : ١١٢)

এ আয়াতে شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ প্রথম مَفْعُوْل কিন্তু একে مُؤَخَّر করা হয়েছে هُمْ যমীরের নিকটবর্তী করার জন্য, যাতে ضمير-এর مَرْجِع নিকটবর্তী হয়।

তবে এ বিধানটি বিপরীত হবে যদি যমীরের مَرْجِع তথা প্রত্যাবর্তনস্থল مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه সম্পর্কীয় হয়। তখন নিকটবর্তী مُضَاف اِلَيْه-এর দিকে প্রত্যাবর্তন না হয়ে مُضَاف-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। যেমন– وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ـ (اِبْرَاهِيْم : ٣٤)

এখানে هَا যমীরটির مَرْجِع নিকটবর্তী اَللّٰه শব্দের দিকে না হয়ে نِعْمَت শব্দটির দিকে হয়েছে। কেননা, نِعْمَت শব্দটি مُضَاف;

৩. **যমীরসমূহ একই مَرْجِع-এর অনুকূল হওয়া প্রসঙ্গ :** যখন একটি বাক্যে অনেক যমীর থাকবে তখন সবগুলোর مَرْجِع একটি اِسْم নির্ধারণ করার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ সবগুলোর مَرْجِع-এর ক্ষেত্রে ঐক্য বজায় রাখতে হবে যাতে অর্থের মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি না হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ ... الاية ـ (طه : ٣٩)

এ আয়াতে উভয় যমীরের مَرْجِع হচ্ছে মুসা (আ)।

কেউ কেউ প্রথম যমীরের مَرْجِع মুসা (আ) এবং দ্বিতীয় যমীরের مَرْجِع তাবুতকে নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু এটা নীতিমালার পরিপন্থি।

৪. **স্ত্রীবাচক বহুবচন ذَوِى الْعُقُوْلِ হলে যমীরও বহুবচন ব্যবহার হওয়া প্রসঙ্গ :** যদি جَمْع مُؤَنَّث-এর সীগাহ ذَوِى الْعُقُوْلِ হয় তাহলে তার যমীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে جَمْع তথা বহুবচন হয়ে থাকে। চাই তা جَمْع قِلَّت বা جَمْع كَثْرَت হোক। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

١ـ وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ... الاية ـ (البقرة : ٢٢٨)

٢ـ وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ ... الاية ـ (البقرة : ٢٣٣)

আর যদি উক্ত جَمْع مُؤَنَّث-টি غَيْرِ ذَوِى الْعُقُوْلِ হয়, তাহলে جَمْع كَثْرَت-এর যমীর একবচন এবং جَمْع قِلَّت-এর যমীর বহুবচন হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ـ (التوبة : ٣٦)

এ আয়াতে مِنْهَا-এর যমীরটির مَرْجِع হলো اَلشُّهُوْرُ যা جَمْع كَثْرَت; অতঃপর আল্লাহ তায়ালার বাণী– فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ-এর মধ্যকার هُنَّ যমীরের مَرْجِع হলো اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ যার جَمْع قِلَّت-টি ضَمِيْر-এর জন্য جَمْع নেওয়া হয়েছে।

৫. **যমীর নেওয়ার ব্যাপারে শব্দ ও অর্থ উভয়ের প্রতি লক্ষ রাখা প্রসঙ্গ :** ضَمِيْر নেওয়া হয় পূর্বে উল্লিখিত اِسْم ظَاهِر-এর দিকে দৃষ্টি রেখে আর উক্ত ضَمِيْر-টি উল্লিখিত اِسْم ظَاهِر-এর لَفْظ হিসেবেও নেওয়া হয় এবং مَعْنٰى হিসেবেও নেওয়া হয়।

যদি لَفْظ ও مَعْنٰى উভয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে যমীর নিতে হয়, তাহলে প্রথমত لَفْظ হিসেবে ضَمِيْر নিতে হবে, অতঃপর مَعْنٰى হিসেবে ضَمِيْر নিতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰه وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ (البقرة : ٨)

অত্র আয়াতে প্রথমত يَقُوْلُ-এর মাঝে উহ্য هُوَ যমীরটি مَنْ-এর لَفْظ হিসেবে وَاحِد নেওয়া হয়েছে। অতঃপর وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ আয়াতাংশে هُمْ যমীরটি مَنْ-এর অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে جَمْع নেওয়া হয়েছে।

৬. **مُذَكَّر ও مُؤَنَّث প্রসঙ্গ :** تَأْنِيْث তথা مُؤَنَّث দু'প্রকার। যথা– ক. حَقِيْقِى ও খ. غَيْر حَقِيْقِى; যদি اِسْم তথা فَاعِل প্রকাশ্য এবং مُؤَنَّث حَقِيْقِى হয় এবং فِعْل ও فَاعِل-এর মধ্যে কোনো فَاصِلَة তথা ব্যবধানকারী শব্দ না হয়, তাহলে فِعْل-কে مُؤَنَّث নেওয়া وَاجِب; যেমন– جَاءَتْ فَاطِمَةُ اِلَى الْمَدْرَسَةِ আর যদি فَاعِل مُؤَنَّث غَيْر حَقِيْقِى হয় অথবা فَاعِل مُؤَنَّث حَقِيْقِى হয়; কিন্তু فِعْل এবং فَاعِل-এর মাঝে فَاصِلَة তথা ব্যবধানকারী শব্দ থাকে, তাহলে فِعْل-কে مُذَكَّر এবং مُؤَنَّث উভয় রকম ব্যবহার করা জায়েয। যেমন– صَامَ الْيَوْمَ فَاطِمَةُ/صَامَتِ الْيَوْمَ فَاطِمَةُ ـ طَلَعَ الشَّمْسُ/طَلَعَتِ الشَّمْسُ

উপরিউক্ত সকল অবস্থায় فَاعِل যদি اِسْم ضَمِيْر হয় তাহলে فِعْل-কে فَاعِل অনুযায়ী নেওয়া وَاجِب; যেমন– اَلشَّمْسُ طَلَعَتْ ـ هِنْد قَامَتْ ইত্যাদি।

৭. **مَعْرِفَة ও نَكِرَة প্রসঙ্গ :** বিভিন্ন কারণে اِسْم-কে مَعْرِفَة তথা নির্দিষ্ট এবং نَكِرَة তথা অনির্দিষ্ট করা হয়। প্রত্যেকটির স্থান ও কারণ স্বতন্ত্র, যা অন্যের জন্য উপযোগী নয়। নিচে উভয়ের (مَعْرِفَة ও نَكِرَة) কারণসমূহ বর্ণনা করা হলো–

اِسْم-কে مَعْرِفَة নেওয়ার কারণসমূহ : اِسْم-কে مَعْرِفَة নেওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ–

ক. لِاِحْضَارِهٖ بِعَيْنِهٖ فِىْ ذِهْنِ السَّامِعِ অর্থাৎ, শ্রবণকারীর মানসপটে اِسْم-টির প্রকৃত সত্তাকে উপস্থিত করার জন্য (যাতে সে আকৃষ্ট হয়) اِسْم-কে مَعْرِفَة নেওয়া হয়। যেমন–

١ـ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ (الاخلاص : ١)

٢ـ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ (الفتح : ٢٩)

খ. لِلتَّعْظِيْمِ তথা সম্মানার্থে اِسْم-কে مَعْرِفَة নেওয়া হয়। যেমন– ইয়াকুব (আ)-কে তাঁর উপাধি নাম اِسْرَائِيْل দ্বারা উল্লেখ করা। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَاءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ ... اَلْاٰيَةُ ـ (اٰل عِمْرَانَ : ٩٣)

গ. لِلْاِهَانَةِ তথা অপদস্থ করার জন্য اِسْم-কে مَعْرِفَة নেওয়া হয়। যেমন– تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ ـ (اَللَّهَب : ١)

اِسْم-কে نَكِرَة নেওয়ার কারণসমূহ : اِسْم-কে نَكِرَة নেওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ–

ক. اِرَادَةُ اَلْوَحْدَةِ তথা একক বোঝানোর জন্য اِسْم-কে نَكِرَة নেওয়া হয়। যেমন–

وَجَاءَ مِنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى ... الاية ـ (يس : ٢٠)

এখানে رَجُل দ্বারা رَجُل وَاحِد বোঝানো হয়েছে।

খ. اِرَادَةُ النَّوْع তথা প্রকার বা জাত বোঝানোর জন্য اِسْم-কে نَكِرَة নেওয়া হয়। যেমন– هٰذَا ذِكْرُ اَىْ هٰذَا نُوْعٌ مِنَ الذِّكْرِ

গ. لِلتَّعْظِيْمَ তথা সম্মানার্থে اِسْم-কে نَكِرَة নেওয়া হয়। যেমন–

١ـ سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ـ (الصفت : ١٠٩)

٢ـ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ـ (الصفت : ٧٩)

ঘ. لِلتَّكْثِيْرِ তথা আধিক্য বোঝানোর জন্য اِسْم-কে نَكِرَة নেওয়া হয়। যেমন– اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا ... الاية ـ (الاعراف : ١١٣) اَىْ لَاَجْرًا وَافِرًا

ঙ. لِلتَّحْقِيْر তথা তুচ্ছার্থে اِسْم-কে نَكِرَة নেওয়া হয়। যেমন– اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا ... الاية ـ (الجاثية : ٣٢) اَىْ اِنْ نَظُنُّ اِلَّا ظَنًّا حَقِيْرًا

চ. لِلتَّقْلِيْلِ তথা স্বল্পতা বোঝানোর জন্য اِسْم-কে نَكِرَة নেওয়া হয়। যেমন–

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ـ (التوبه : ٧٢) اَىْ وَرِضْوَانٌ قَلِيْلٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ـ

৮. **مَعْرِفَة ও نَكِرَة সম্পর্কীয় অন্য আরেকটি বিধান প্রসঙ্গ :** যখন কোনো اِسْم দু'বার উল্লেখ করা হয়, তখন তার চারটি অবস্থা হতে পারে। যথা–

ক. উভয় ইসম مَعْرِفَة হবে : যদি উভয় ইসম مَعْرِفَة হয় তাহলে প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি অভিন্ন হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয়টি দ্বারা প্রথমটি উদ্দেশ্য। যেমন–

١ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ـ (الفاتحة : ٥ ـ ٦)

٢ـ جاءنى الرجل فقال الرجل ـ

খ. উভয় ইসম نَكِرَة হবে : আর যদি উভয়টি نَكِرَة হয় তাহলে দ্বিতীয়টি প্রথমটির ভিন্ন অর্থ বোঝাবে। অর্থাৎ দ্বিতীয়টি দ্বারা প্রথমটি উদ্দেশ্য হবে না। যেমন–

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً ـ (الروم : ٥٤)

গ. প্রথম اِسْم-টি نَكِرَة এবং দ্বিতীয়টি مَعْرِفَة হবে : যদি প্রথমটি نَكِرَة হয় এবং দ্বিতীয়টি مَعْرِفَة হয়, তাহলে দ্বিতীয়টি দ্বারা প্রথমটি উদ্দেশ্য হবে। যেমন– كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ... الاية ـ (المزمل : ١٥ ـ ١٦)

ঘ. প্রথম اِسْم-টি مَعْرِفَة এবং দ্বিতীয়টি نَكِرَة হবে : যদি প্রথম اِسْم-টি مَعْرِفَة হয় এবং দ্বিতীয়টি نَكِرَة হয়, তাহলে قَرِيْنَة তথা কোনো লক্ষণ দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। সুতরাং কখনো দ্বিতীয়টি প্রথমটির ভিন্ন হবে। যেমন–

يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ـ (الروم : ٥٥)

আবার কখনো প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি অভিন্ন হবে। যেমন–

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا ـ (الزمر : ٢٧ ـ ٢٨)

৯. **একবচন ও বহুবচন প্রসঙ্গ :** আল কুরআনুল কারীমে কোনো কোনো اِسْم-কে শুধু একবচন এবং কোনো কোনো اِسْم-কে একবচন ও বহুবচনরূপে ব্যবহার করা হয়। যেমন– اَرْض শব্দটির বহুবচন اَرْضُوْن ব্যবহার কঠিন হওয়ায় তা বহুবচনরূপে ব্যবহার হয় না। পক্ষান্তরে اَلسَّمَاء শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়রূপেই ব্যবহার হয়। যেমন–

١ـ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ (لقمان : ٢٦)

٢ـ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ـ (البروج : ١)

১০. **বহুবচনের মোকাবিলায় বহুবচন নেওয়া প্রসঙ্গ :** جَمْع তথা বহুবচনের মোকাবিলায় جَمْع নেওয়ার মূলনীতি দুটি। যথা–

ক. প্রথম جَمْع-এর প্রত্যেক একক, দ্বিতীয় جَمْع-এর একককে বোঝাবে। যেমন– حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের ওপর প্রত্যেকের নিজ নিজ মাকে হারাম করা হয়েছে।

খ. مَحْكُوْم عَلَيْه-এর প্রত্যেক فَرْد-এর ওপর جَمْع সাব্যস্ত হবে। যেমন– فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً ـ (النور : ٤)

১১. **ঐসব শব্দ সম্পর্কে যেগুলো সমার্থক মনে করা হয়, অথচ তা নয় :** আরবি ভাষায় কতগুলো كَلِمَة তথা শব্দ আছে যেগুলোকে تَرَادُف তথা একই অর্থবোধক মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের অর্থের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমন– جَاء ও اَتٰى এ দুটি শব্দ, উভয়টির আসল অর্থ– আগমন করল। দুটি শব্দের অর্থ এক হলেও দুটির উদ্দেশ্য ভিন্ন। কেননা, جَاءَ শব্দটি ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। যেমন– وَجَاءُوْا عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ـ (يوسف : ١٨) আর اَتٰى শব্দটি مَعَانِى-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। যেমন– اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ـ (النحل : ١); অনুরূপ خَوْف ও خَشْيَة শব্দদ্বয়ের অর্থ– ভয়ভীতি। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা خَشْيَة-এর মাঝে خَوْف অপেক্ষা ভীতি অত্যধিক। তাই خَشْيَة-কে আল্লাহর সাথে খাস করা হয়। যেমন–

١ـ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ـ (الاحزاب : ٣٩)

٢ـ اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ... الاية ـ (الملك : ١٢)

১২. প্রশ্ন ও উত্তর প্রসঙ্গ : উত্তরের ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে– তা প্রশ্নের অনুযায়ী হওয়া। কিন্তু কোনো কোনো সময় প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে অন্য কোনো বিষয়ের উত্তর দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ـ (البقرة : ١٨٩)

এখানে প্রশ্ন ছিল চাঁদের আকৃতি সম্পর্কে, অথচ উত্তর দেওয়া হলো চাঁদের উপকারিতা সম্পর্কে। এরূপ উত্তর দেওয়ার কারণ এই যে, প্রশ্নকারী সঠিক প্রশ্ন না করে ভুল প্রশ্ন করেছে। কেননা, প্রশ্নে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন না করে উত্তরে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা তাদের উচিত ছিল।

১৩. উত্তরের মধ্যে প্রশ্নটি উল্লেখ থাকা প্রসঙ্গ : উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো এই যে, উত্তরের মধ্যে প্রশ্নটি উল্লেখ থাকা। যেমন– قَالُوْا إِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَا اَخِى ـ (يوسف : ٩٠) এখানে উত্তরের اَنَا শব্দটি তাদের প্রশ্নের اَنْتَ শব্দ।

১৪. উত্তরবাক্যটি প্রশ্নবাক্যের ন্যায় হওয়া প্রসঙ্গ : উত্তরবাক্য কীরূপ হবে এ প্রসঙ্গে নিয়ম হলো এই যে, উত্তরবাক্যটি প্রশ্নবাক্যের মতো হবে। অর্থাৎ প্রশ্নবাক্যটি যদি جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়, তবে উত্তরবাক্যটিও جُمْلَة اِسْمِيَّة হবে। যেমন–

قَالَ مَنْ يُحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِى اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ ـ (يس : ٧٨ ـ ٧٩)

১৫. ফেল দ্বারা সম্বোধন ইসম দ্বারা সম্বোধনের চেয়ে অধিক শক্তিশালী : কোনো কোনো সময় اِسْم দ্বারা সম্বোধনের চেয়ে فِعْل দ্বারা সম্বোধন করা অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ ـ (الفاطر : ٣) এখানে যদি يَرْزُقُكُمْ ফেল উল্লেখ না করে رَازِقُكُمْ ইসম উল্লেখ করা হতো, তবে আসল উদ্দেশ্য হাসিল হতো না। কেননা اِسْم স্থায়িত্ব ও সর্বকালীনের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর ফেল حُدُوْث ও تَجَدُّد তথা নতুন নতুন সৃষ্টির অর্থ প্রদান করে। সুতরাং আয়াতে يَرْزُقُكُمْ দ্বারা এ অর্থ প্রকাশ করছে যে, আল্লাহ তায়ালা এক বস্তুর পর অন্য বস্তু দ্বারা নতুন নতুন রিজিক দিচ্ছেন। এ অর্থ اِسْم দ্বারা হাসিল হতো না।

১৬. মাসদার প্রসঙ্গ : প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে আতিয়া (র) বলেন, কোনো বিষয়কে আবশ্যক করতে হলে পেশবিশিষ্ট مَصْدَر ব্যবহার করতে হবে। যেমন– فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ـ (البقرة : ٢٢٩); আর যদি কোনো বিষয়কে مَنْدُوْب করতে হয়, তবে যবরবিশিষ্ট مَصْدَر ব্যবহার করতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ـ (محمد : ٤)

১৭. আতফ প্রসঙ্গ : প্রকাশ থাকে যে, عَطْف তিন প্রকার। যথা–

ক. عَطْف عَلَى اللَّفْظِ অর্থাৎ, এক শব্দকে অন্য শব্দের اِعْراب-এর ওপর عَطْف করা। যেমন– اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ـ (النصر : ١)

খ. عَطْف عَلَى الْمَحَلِّ অর্থাৎ, পূর্ববর্তী كَلِمَة-এর اِعْرَاب-এর ওপর عَطْف না করে كَلِمَة-এর مَحَل-এর ওপর عَطْف করা। যেমন– اِنَّ اللّٰهَ بَرِىْءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ ـ (التوبة : ٣); এখানে رَسُوْلُه শব্দটি اَللّٰه-এর مَحَلِّ الْاِعْرَابِ (পেশ-এর مَحْل) ইবতেদার ওপর عَطْف হয়েছে। তাই رَسُوْلُهٗ-এর اِعْرَاب নসব না হয়ে পেশ হয়েছে।

গ. عَطْف عَلَى التَّوَهُّمِ অর্থাৎ, مَعْطُوْف عَلَيْه-এর যে আমেল আছে সেই আমেল ব্যতিরেকে অন্য আমেল থাকলে যে اِعْرَاب হতো, তার ওপর عَطْف করা। যেমন– لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا وَلَا قَاعِدٍ (بالخفض); এখানে قَاعِد শব্দটি لَيْس-এর مَعْمُوْل (মা'মূল) قَائِمًا-এর ওপর عَطْف না হয়ে ب হরফে জারের مَعْمُوْل (মা'মূল) قَائِم-এর ওপর عَطْف হয়েছে। তাই قَاعِد শব্দটি মাজরূর হয়েছে।

সমাপনী : আল কুরআনুল কারীমের তাফসীর করার ক্ষেত্রে একজন মুফাসসিরকে উল্লিখিত মূলনীতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখতে হয়। অন্যথা আল কুরআনের সঠিক তাফসীর বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না। ফলে কুরআন মাজীদের সঠিক অর্থ অনুধাবন করাও সহজ হবে না।

■ اَلسُّؤَالُ (٧) : مَا مَعْنَى النَّسْخِ؟ وَمَا شُرُوْطُهٗ؟ بَيِّنْ اَهَمِّيَتَهٗ وَكَيْفِيَّةَ مَعْرِفَتِهٖ مُوَضَّحًا ـ

■ **প্রশ্ন : ৭** ‖ اَلنَّسْخُ অর্থ কী? এর শর্ত কী কী? এর গুরুত্ব ও তা জানার পদ্ধতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।

উত্তর ।। **উপস্থাপনা :** আল্লাহ তায়ালা মানবতার দুনিয়াবি শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির জন্য আল কুরআন নাযিল করেছেন। আর এ আল কুরআনে বর্ণনা করেছেন জীবনচলার পথনির্দেশিকা। যেহেতু তিনি সৃষ্টির গূঢ়রহস্য জানেন, তাই অবস্থাভেদে এক বিধানকে অন্য বিধান দ্বারা পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছেন। এটাকেই শরীয়তে নাসখ বলে। নিচে প্রশ্নালোকে নাসখ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো।

➲ تعريف النسخ : **نسخ-এর পরিচিতি :**

مَعْنَى النَّسْخِ لُغَةً :

اَلنَّسْخُ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلنَّسْخُ শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার। মাদ্দাহ ن ـ س ـ خ; জিনসে সহীহ। এর আভিধানিক অর্থ– রহিত করা, বাতিল করা, প্রত্যাহার করা। নাসখ-এর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত নিম্নরূপ–

ক. আল্লামা মুহাম্মাদ আলী সাবুনী (র) বলেন, নাসখ চারটি অর্থে ব্যবহার হয়। যথা–

১. اَلْاِزَالَةُ তথা বিদূরিত করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ (اَلْحَجُّ : ٥٢) اَىْ يُزِيْلُهٗ وَيُبْطِلُهٗ
আরবদের বক্তব্য– نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ اَىْ اَزَالَتْهُ অর্থাৎ, সূর্য ছায়া দূর করল।

২. اَلنَّقْلُ তথা স্থানান্তর করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ (اَلْجَاثِيَةُ : ٢٩)
আরবদের বক্তব্য– نَسَخْتُ الْكِتَابَ اَىْ نَقَلْتُ مَا فِيْهِ

৩. اَلتَّبْدِيْلُ তথা পরিবর্তন করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– وَاِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَكَانَ اٰيَةٍ ـ (اَلنَّحْلُ : ١٠١)
আরবদের বক্তব্য– نَسَخَ الْقَاضِى الْحُكْمَ اَىْ بَدَّلَهٗ অর্থাৎ, বিচারক তার রায় পরিবর্তন করেছেন।

৪. اَلتَّحْوِيْلُ তথা পরিবর্তন করা। যেমন– تَنَاسُخُ الْمَوَارِيْثِ অর্থাৎ, تَحْوِيْلُ الْمِيْرَاثِ مِنْ اَحَدٍ اِلٰى اٰخَرَ

খ. আল্লামা যারকানী (র) বলেন, আরবি ভাষায় নাসখ দু'অর্থে ব্যবহার হয়। যথা–
১. اِزَالَةُ الشَّيْءِ وَاِعْدَامُهُ তথা কোনো জিনিস দূর করা ও নির্মূল করা।
২. نَقْلُ الشَّيْءِ وَتَحْوِيْلُهُ مَعَ بَقَائِهِ فِيْ نَفْسِهِ তথা বস্তুর মৌলিকতা বহাল রেখে তা পরিবর্তন বা স্থানান্তর করা।

গ. আল্লামা আবদুর রহমান আল জাওযী (র) বলেন, নাসখ-এর অর্থ দুটি। যথা–
১. اَلرَّفْعُ وَالْاِزَالَةُ তথা উঠিয়ে দেওয়া ও দূর করা।
২. اَلتَّصْوِيْرُ তথা প্রতিকৃতি স্থাপন বা প্রতিবিধান করা।

مَعْنَى النَّسْخِ اِصْطِلَاحًا :

اَلنَّسْخُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : اَلنَّسْخُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপনে ইসলামী চিন্তাবিদগণের বিভিন্ন বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা সাবুনী (র) বলেন– هُوَ اِنْتِهَاءُ الْحُكْمِ الْمُسْتَنْبِطِ مِنَ الْاٰيَةِ وَتَبْدِيْلُهُ بِحُكْمٍ اٰخَرَ
অর্থাৎ, নাসখ বলা হয় আল কুরআনের আয়াত হতে উদ্ভাবিত কোনো বিধান পরিসমাপ্ত হওয়া এবং তা অন্য হুকুম দ্বারা পরিবর্তন করা।

২. আল্লামা ইবনে হাজেব (র) বলেন– هُوَ رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ
অর্থাৎ, শরীয়তের পূর্ববর্তী কোনো বিধান পরবর্তী কোনো শরয়ী দলীল দ্বারা উঠিয়ে নেওয়া।

৩. আল্লামা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালানপুরী (র) اَلْعَوْنُ الْكَبِيْر গ্রন্থে বলেন– هُوَ بَيَانُ اِنْتِهَاءِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِطَرِيْقٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ مِنْهُ

৪. ড. মুহাম্মাদ ইযায বলেন– اَلنَّسْخُ هُوَ رَفْعُ الشَّارِعِ حُكْمًا شَرْعِيًّا بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ عَنْهُ

৫. আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন–
اَلنَّسْخُ فِى الشَّرْعِ هُوَ اَنْ يَرِدَ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ مُتَرَاخِيًا عَنْ دَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ مُقْتَضِيًا خِلَافَ حُكْمٍ فَهُوَ تَبْدِيْلٌ ـ

৬. জমহুর মুফাসসির বলেন– هُوَ تَبْدِيْلُ حُكْمٍ وَاٰيَةٍ بِاٰيَةٍ وَحُكْمٍ اٰخَرَ

➲ شَرَائِطُ النَّسْخِ :

نَسَخْ-এর শর্তাবলি : نَسَخْ তথা রহিতকরণের পাঁচটি গ্রহণযোগ্য শর্ত রয়েছে। শর্ত পাঁচটি হচ্ছে যথাক্রমে–

১. নাসিখ ও মানসুখের ক্ষেত্রে হুকুমটি পরস্পরবিরোধী হবে। ফলে উভয়টির ওপর একযোগে আমল করা সিদ্ধ হবে না; বরং এক্ষেত্রে নাসিখের প্রতি আমল করতে হবে এবং মানসুখের প্রতি আমল পরিত্যাগ করতে হবে।

২. নাসিখের হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানসুখের হুকুম বলবৎ থাকবে। যখনই নাসিখের হুকুম সাব্যস্ত হবে তখনই নাসিখ আয়াত অনুযায়ী আমল করতে হবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর বাণী হচ্ছে–
১. اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ـ (اَلْاَنْفَالُ : ٦٦)
২. فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْاٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ ـ (اَلْبَقَرَةُ : ١٨٧)
৩. قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا ـ

৩. اَلْحُكْمُ الْمَنْسُوْخُ তথা মানসুখ হুকুমটি শরীয়তসম্মত বা বিধিবদ্ধ হবে। অর্থাৎ এ হুকুমটি পালনে ইসলামী শরীয়তের নির্দেশনা থাকবে। যেমন তাফসীরকারগণ বলেছেন, জাহেলী যুগে তালাকের পদ্ধতি ছিল, এক দফায়ই তালাক দেওয়া হতো এবং তা কার্যকর হতো। এ বিধানটি আল্লাহ তায়ালার বাণী اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে।

৪. اَلْحُكْمُ النَّاسِخُ তথা নাসিখ হুকুম সাব্যস্তের বিষয়টি শরীয়তসম্মত হবে। এক্ষেত্রে গ্রন্থকারের বক্তব্য হচ্ছে–
فَاَمَّا مَا لَيْسَ بِمَشْرُوْعٍ بِطَرِيْقِ النَّقْلِ فَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ نَاسِخًا لِلْمَنْقُوْلِ ـ وَلِهٰذَا اِذَا ثَبَتَ حُكْمٌ مَنْقُوْلٌ لَمْ يَجُزْ نَسْخُهُ بِاِجْمَاعٍ وَلَا بِقِيَاسٍ ـ

৫. نَسْخ তথা রহিতকরণের পঞ্চম শর্তটি হচ্ছে, নাসেখটি মানসুখের সমান বা তার চেয়ে শক্তিশালী হওয়া। যেমন এ সম্পর্কে মানার প্রণেতা বলেছেন–
اَنْ يَكُوْنَ الطَّرِيْقُ الَّذِىْ ثَبَتَ بِهِ النَّاسِخُ مِثْلَ الطَّرِيْقِ الَّذِىْ ثَبَتَ بِهِ الْمَنْسُوْخُ اَوْ اَقْوٰى مِنْهُ ـ فَاَمَّا اِنْ كَانَ دُوْنَهُ فَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ الْاَضْعَفُ نَاسِخًا لِلْاَقْوٰى ـ

➲ اَهَمِّيَّةُ النَّسْخِ :

নাসখের গুরুত্ব : মানুষের অবস্থা ও চাহিদা সবসময় একরকম থাকে না। সময়ের পরিবর্তনের সাথে অবস্থা ও চাহিদারও পরিবর্তন হয়। এজন্য আল্লাহ তায়ালা প্রথমে মানুষকে সহজ বিধান দেন। তারপর তাদের ঈমান ও অবস্থা মজবুত হলে তুলনামূলক কঠিন বিধান দেন। যাতে আগে থেকেই মানুষের মধ্যে কঠিন বিধানটি পালনের মানসিকতা তৈরি হয়। যেমন মদকে চার ধাপে হারাম করা হয়েছে। আবার অনেক সময় মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে কঠিন বিধান রহিত করে সহজ বিধান দেওয়া হয়। এ হিসেবে মানবজীবনে নাসখের গুরুত্ব অপরিসীম। নাসখের গুরুত্ব বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলেন– مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا ـ (اَلْبَقَرَةُ : ١٠٦) এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, মূলত মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই কোনো আয়াতের বিধান রহিত করা হয়। ফলে ইসলামকে একটি প্রগতিশীল ধর্ম মনে হয়।

নাসখের গুরুত্ব বর্ণনায় উলূমুল কুরআন গ্রন্থকার ড. মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেন। যেমন–
১. মানুষের কল্যাণেই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক হুকুম রহিত করে অন্য হুকুম জারি করা হয়।
২. মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতির প্রেক্ষিতে শরীয়তের বিধানকে ধীরে ধীরে পূর্ণতা দান করা হয়।
৩. নাসখের মাধ্যমে কারা আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অনুগত থাকে আর কারা থাকে না তার পরীক্ষা নেওয়া হয়।
৪. মানুষের কল্যাণসাধন ও শরীয়তের বিধান সহজ করার জন্যই নাসখ করা হয়। আবার কোনো সহজ বিধানকে কঠিন করা হলে তাতে অধিক সাওয়াব দেওয়া হয়।

➲ كَيْفِيَّةُ مَعْرِفَةِ النَّسْخِ :

نَسْخ **চেনার পদ্ধতিসমূহ :** نَسْخ চেনার কতিপয় পদ্ধতি রয়েছে। তা নিম্নরূপ–

১. নবী কারীম (স) অথবা সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত বাণীর মাধ্যমে কোনটি نَاسِخ ও কোনটি مَنْسُوْخ তা সম্পর্কে জানা যায়। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী– كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে কবর যেয়ারত সম্পর্কে নিষেধ করেছিলাম; কিন্তু এখন তা তোমাদের জন্য বৈধ। সুতরাং তোমরা কবর যেয়ারত কর।

২. উম্মতের ইজমার মাধ্যমে।

৩. পূর্বাপর ইতিহাস জানার মাধ্যমে।

সুতরাং نَسْخ-এর ক্ষেত্রে ইজতেহাদের কোনো অবকাশ নেই।

সমাপনী : মানুষের যাবতীয় বিধানদাতা হলেন মহান আল্লাহ। মানব কল্যাণের জন্যই তিনি এক বিধান রহিত করে অপর বিধান প্রবর্তন করেছেন। আর এই রহিতকরণ হলো নাসখ। পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে নাসখ কার্যকর হয়েছে। কাজেই এটা মানুষের জন্য মহান আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। আল্লাহ তায়ালার জন্য কোনো কাজ ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যক নয়। তিনি তাঁর ইচ্ছায় স্বাধীন ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী । তিনি যখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। বান্দাকে ইচ্ছানুসারে নির্দেশ ও নিষেধ করতে পারেন। অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো বিশেষ বিধান জারি করতে পারেন। আবার অবস্থার পরিবর্তন হলে তা রহিতও করতে পারেন। নাসখ বৈধ না হলে মুহাম্মাদীর শরীয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য হতো না। আর অন্যান্য শরীয়ত রহিতকরণও বৈধ হতো না। অথচ এ বিষয়টি অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

■ اَلسُّؤَالُ (٨) : عَرِّفِ الْاِعْجَازَ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ـ ثُمَّ بَيِّنْ مَوْقِفَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ مِنْ اِعْجَازِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ ـ

■ **প্রশ্ন : ৮** ॥ اَلْاِعْجَازُ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অতঃপর ইজাযুল কুরআনিল কারীম বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ও মুতাযিলাদের অবস্থান বর্ণনা কর।

উত্তর।। উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীকে তাঁর সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ মুজিযাসহ প্রেরণ করেছেন। আমাদের নবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর যুগ ছিল সাহিত্যের যুগ। সে যুগে লাবীদ, হাসসান বিন সাবেত, কা'ব প্রমুখের ন্যায় অনেকেই ছিলেন কবি, সাহিত্যিক ও অলংকারশাস্ত্রে সুদক্ষ। সাহিত্যের এ যুগে আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য কুরআন মাজীদ দিয়ে মহানবী (স)-কে প্রেরণ করেন। আল কুরআনের অনুপম শব্দ গাঁথুনি, বাক্যবিন্যাস, অভিনব রচনাশৈলী, বিস্ময়কর গ্রন্থনা, অপূর্ব ছন্দমিল, ভাবের লালিত্য ইত্যাদি গুণাবলি সমকালীন কবি সাহিত্যিকদেরকে হতবাক করে দিয়েছে। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, এটি মানব রচিত কোনো বাণী নয়। এর মোকাবিলা করা কোনো সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়। নিচে প্রশ্নালোকে ইজাযুল কুরআনের পরিচয় ও এ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ও মুতাযিলাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হলো।

اِعْجَاز-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : اِعْجَاز শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার, যা عَجْز মূল অক্ষর থেকে গঠিত। আভিধানিকভাবে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন–

১. অক্ষম করা।

২. অলৌকিক হওয়া।

৩. আল্লামা মুহাম্মাদ আলী সাবুনী (র) বলেন– اَلْاِعْجَازُ فِى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ نِسْبَةُ الْعَجْزِ اِلَى الْغَيْرِ
অর্থাৎ, আরবি অভিধানে ইজায বলা হয়, অন্যের প্রতি অক্ষমতার সম্পর্ক করা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : اِعْجَازُ الْقُرْاٰنِ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

১. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) اَلْاِتْقَان গ্রন্থে বলেন– هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ مَقْرُوْنٌ بِالتَّحَدِّىْ سَالِمٌ عَنِ الْمُعَارَضَةِ
অর্থাৎ, ইজায এমন একটি বিষয়, যা মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও ক্ষমতাবহির্ভূত, চ্যালেঞ্জসংবলিত এবং বিরোধিতা থেকে মুক্ত।

২. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন– هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يُظْهِرُهُ اللّٰهُ عَلٰى يَدِ نَبِىٍّ تَاكِيْدًا لِنَبُوَّتِهٖ

৩. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন–
هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ دَاعِيَةٌ اِلَى الْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ مَقْرُوْنَةٌ بِدَعْوَى النُّبُوَّةِ قُصِدَ بِهٖ اِظْهَارُ صِدْقِ مَنِ ادَّعٰى اَنَّهٗ رَسُوْلٌ مِنَ اللّٰهِ ـ

৪. আল্লামা আবু বকর আল বাকিল্লানী এবং ফখরুদ্দীন রাযী (র)-এর মতে, ইজায এমন একটি বিষয় যা নবীর নবুয়তকে শক্তিশালী করে।

৫. আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন, মুজিযা এমন বিষয় যা নবীগণের সত্যতা প্রমাণ করে। আর মুজিযা নাম রাখার কারণ হলো, মানুষ তার অনুরূপ আনয়ন করতে অক্ষম।

৬. আল্লামা মুহাম্মাদ আলী সাবুনী (র) বলেন– اِنَّهٗ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ خَارِجٌ عَنْ حُدُوْدِ الْاَسْبَابِ الْمَعْرُوْفَةِ
অর্থাৎ, মুজিযা হলো অভ্যাসবিরুদ্ধ বিষয় এবং পরিচিত ও প্রসিদ্ধ উপকরণসমূহের সীমাবহির্ভূত ব্যাপার।

➲ مَوْقِفُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ اِعْجَازِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ :

اِعْجَازُ الْقُرْاٰن **সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের দৃষ্টিভঙ্গি :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মনে করে, আল কুরআনের ইজায বিভিন্ন দিক থেকে প্রমাণিত, এটি নবুয়তের একটি স্পষ্ট নিদর্শন। তাঁরা اِعْجَازُ الْقُرْاٰن-এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়েছেন–

১. **বালাগাত ও ফাসাহাতের দিক থেকে মুজিযা :** তাঁরা মনে করেন, কুরআন এতটাই অলংকারপূর্ণ ও ভাষাগতভাবে সমৃদ্ধ যে, সবচেয়ে ফসীহ আরবরাও এর সমতুল্য কিছু আনতে পারে না। আল কুরআনে বহুবার চ্যালেঞ্জ করা সত্ত্বেও তারা এর সমকক্ষ কিছু আনতে ব্যর্থ হয়েছে।

২. **ইজাযের বিভিন্ন দিক :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, আল কুরআনের ইজায কেবল ভাষাগত নয়; বরং এতে রয়েছে–

ক. اَلْاِعْجَازُ الْعِلْمِىُّ তথা বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা।

খ. اَلْاِعْجَازُ التَّشْرِيْعِىُّ তথা শরয়ী অলৌকিকতা।

গ. اَلْاِعْجَازُ الْغَيْبِىُّ তথা গায়েবী অলৌকিকতা।

ঘ. اَلْاِعْجَازُ التَّارِيْخِىُّ তথা ঐতিহাসিক অলৌকিকতা।

ঙ. اَلتَّأْثِيْرُ النَّفْسِىُّ وَالْمَعْنَوِىُّ তথা অন্তর ও আত্মার ওপর প্রভাব।

৩. **ইজাযের মূল উৎস :** তাঁরা বিশ্বাস করে যে, আল কুরআনের اِعْجَاز তথা অলৌকিকতা تَوْقِيْفِىْ তথা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত। এটি অলৌকিক; কারণ আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করেই মানুষকে এর সমতুল্য কিছু তৈরি করতে অক্ষম করেছেন।

➲ مَوْقِفُ الْمُعْتَزِلَةِ مِنْ اِعْجَازِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ :

اِعْجَازُ الْقُرْاٰن **সম্পর্কে মুতাযিলাদের দৃষ্টিভঙ্গি :** মুতাযিলা সম্প্রদায় ইজাযুল কুরআন মান্য করে ঠিকই, তবে তারা বুদ্ধিবৃত্তিক ও ভাষাগত দিককে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা ও আল্লাহর ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। اِعْجَازُ الْقُرْاٰن সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ–

১. **শুধু ভাষাগত ইজাযকে গুরুত্ব প্রদান :** মুতাযিলারা বলে, আল কুরআনের اِعْجَاز তথা অলৌকিকতা কেবল ভাষাগত উৎকর্ষতার কারণে। এটি এমন এক ভাষায় রচিত যা মানুষের সাধ্যের বাইরে।

২. اِعْجَاز **সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যা :** মুতাযিলাদের মতে, আল কুরআন মানুষের সাধ্যের বাইরে হলেও আল্লাহ তায়ালা অলৌকিকভাবে তাদেরকে বাধা দেননি; বরং তারা স্বভাগতভাবে এর সমতুল্য কিছু তৈরি করতে অক্ষম।

৩. **অন্যান্য অলৌকিক দিক অস্বীকার :** মুতাযিলারা আল কুরআনুল কারীমের বৈজ্ঞানিক, গায়েবী ইজাযগুলোকে অস্বীকার করে যেগুলো আহলুস সুন্নাত স্বীকার করে থাকেন। তারা আল কুরআনুল কারীমের ইজাযসমূহকে تَوْقِيْفِى তথা আল্লাহপ্রদত্ত নয়; বরং মানবীয় সীমাবদ্ধতার প্রমাণ হিসেবে দেখে। অথচ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত আল কুরআনুল কারীমের ইজাযসমূহকে اَمْر تَوْقِيْفِى তথা আল্লাহপ্রদত্ত ও তাঁর কুদরতের একটি নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। আর এটিই হলো اِعْجَازُ الْقُرْاٰن সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মাঝে মৌলিক পার্থক্য।

সমাপনী : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, আল কুরআনুল কারীম সম্পূর্ণটাই মুজিযা। এর প্রকাশভঙ্গি এতটাই মোহনীয় যে, তা বারবার মানুষকে আকর্ষণ করে। আল কুরআনের ছন্দময়তা, ভাবের তীব্রতা, ভাষার সুস্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ততা, সাবলীলতা, বাক্যবিন্যাস, কাহিনির সমাবেশ, উপমার ব্যবহার ইত্যাদি সবকিছুতেই রয়েছে অলৌকিকতা।

■ اَلسُّؤَالُ (٩) : مَا مَعْنَى الْوَحْىِ؟ وَلِمَ يَحْتَاجُ اِلَيْهِ الْاِنْسَانُ؟ بَيِّنْ شُبُهَاتِ الْجَاحِدِيْنَ لِلْوَحْىِ مَعَ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ-

■ **প্রশ্ন : ৯** ॥ অহী অর্থ কী? এর প্রতি মানুষ মুখাপেক্ষী কেন? অহী অস্বীকারকারীদের সন্দেহসমূহ উত্তরসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ **উপস্থাপনা :** উলূমুল কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হলো অহী। এর মাধ্যমে নবী ও রাসূলগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। পৃথিবীতে মানব ও জিনজাতির জীবনপদ্ধতি কেমন হবে তা আল্লাহ তায়ালা এ অহীর মাধ্যমেই জানিয়েছেন। তাই মানবজীবনে অহীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। মানুষ সাধারণত তিনটি মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করে থাকে। যথা– اَلْحَوَاسُّ الْخَمْسَةُ তথা পঞ্চেন্দ্রিয়, اَلْعَقْلُ তথা বিবেক এবং اَلْوَحْى তথা প্রত্যাদেশ। এগুলোর মধ্যে একমাত্র অহীর জ্ঞানই নির্ভুল ও সঠিক। এর ওপর বিশ্বাসস্থাপন করা ফরয। আর তা অস্বীকার করা কুফরী। নিচে প্রশ্নালোকে অহীর পরিচয়, প্রয়োজনীয়তা এবং অহী অস্বীকারকারীদের সন্দেহসমূহের খণ্ডন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো।

➲ تَعْرِيْفُ الْوَحْىِ (وَحْى-এর পরিচয়) :

আভিধানিক অর্থ : وَحْى শব্দটি আল কুরআনের একটি পরিভাষা। এটি বাবে اِفْعَال-এর اَلْاِيْحَاءُ মাসদার থেকে ব্যবহার হয়। আবার শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়ে থাকে। এর আভিধানিক অর্থ–

১. اَلْاِعْلَامُ فِى الْخَفَاءِ তথা গোপনে জানিয়ে দেওয়া।

২. اَلْاِلْهَامُ তথা অন্তঃকরণে ভাব সৃষ্টি করা।

৩. اَلْاِرْسَالُ তথা প্রেরণ করা।

৪. اَلْكِتَابَةُ তথা লেখা।

৫. اَلرِّسَالَةُ তথা চিঠি।

৬. اَلْاِشَارَةُ তথা ইঙ্গিত করা।

৭. اَلْاِعْلَامُ তথা অবহিত করা।

৮. اَلْفَهْمُ তথা বোঝা।

৯. اَلنَّفْثُ فِى الرُّوْحِ তথা অন্তরে ফুঁক দেওয়া।

১০. اَلْكَلَامُ الْخَفِىُّ তথা গোপন কথা।

১১. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন–
اَلْوَحْىُ فِى اللُّغَةِ الْاِعْلَامُ فِى الْخَفَاءِ وَالْوَحْىُ اَيْضًا اَلْكِتَابَةُ وَالْمَكْتُوْبُ وَالْبَعْثُ وَالْاِلْهَامُ وَالْاَمْرُ وَالْاِسْمَاءُ وَالْاِشَارَةُ وَالتَّصْوِيْتُ شَيْئًا بَعْدَ شَىْءٍ-
অর্থাৎ, অহী শব্দের আভিধানিক অর্থ– গোপন প্রত্যাদেশ। তা ছাড়া লেখা, লিখিত, পুনরুত্থান, অন্তরে উদ্রেক করা, আদেশ, ইশারা, ইঙ্গিত, একের পর এক আওয়াজ করা অর্থেও ব্যবহার হয়।

১২. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন– اَلْوَحْىُ الْاِشَارَةُ وَالْكِتَابَةُ وَالرِّسَالَةُ وَالْكَلَامُ الْخَفِىُّ وَكُلُّ مَا اَلْقَيْتَهُ اِلٰى غَيْرِكَ
অর্থাৎ, অহী অর্থ ইশারা করা, কিছু লিখে পাঠানো, কোনো কথাসহ লোক প্রেরণ, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা ও অপরের অজ্ঞাতসারে কোনোকিছু অবগত করানো।

১৩. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন–
اَصْلُ الْوَحْىِ الْاِشَارَةُ السَّرِيَّةُ ذٰلِكَ يَكُوْنُ بِالْكَلَامِ عَلٰى سَبِيْلِ الرَّمْزِ وَالتَّعْرِيْضِ وَقَدْ يَكُوْنُ بِصَوْتٍ مُجَرَّدٍ عَنِ التَّرْكِيْبِ وَبِاِشَارَةِ بِبَعْضِ الْجَوَارِحِ بِالْكِتَابَةِ-
অর্থাৎ, অহী অর্থ দ্রুত গতিশীল ইশারা, ইঙ্গিত; এটি ইশারা ইঙ্গিত ও কথা দ্বারাও হতে পারে। এটি এমন শব্দও হতে পারে, যার কোনো সঠিক রূপ নেই। আবার এটি শরীরের অঙ্গের ইশারা বা লেখনীর সাহায্যেও হতে পারে।

১৪. আবু ইসহাক লুগাভী বলেন– وَاَصْلُ الْوَحْىِ فِى اللُّغَةِ كُلِّهَا اِعْلَامٌ فِىْ خَفَاءٍ অর্থাৎ, সকল অভিধানেই অহী শব্দের অর্থ– গোপনে কিছু জানিয়ে দেওয়া।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : অহীর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত নিম্নরূপ–

১. আল্লামা আহমাদ আলী সাহারানপুরী (র) বলেন– اَلْوَحْىُ هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ الْمُنَزَّلُ عَلٰى نَبِىٍّ مِنْ اَنْبِيَائِهٖ অর্থাৎ, অহী হলো, আল্লাহ তায়ালার বাণী যা তাঁর নবীগণের ওপর নাযিল হয়।

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন– اَلْوَحْىُ هُوَ الْاِعْلَامُ بِالشَّرْعِ অর্থাৎ, অহী হলো, শরীয়তের বিষয়াদি জানিয়ে দেওয়া।

৩. আল্লামা মাহমুদুল হাসান আল মাদানী (র)-এর ভাষায়– هُوَ اِعْلَامُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لِاَنْبِيَائِهٖ مَا يُرِيْدُ اِبْلَاغَهٗ عَلٰى وَجْهِ الْخَفَاءِ

৪. আল্লামা কোস্তালানী (র) বলেন– هُوَ مَا يُوْحِيْهِ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى نَبِىٍّ مِنْ اَنْبَيَائِهٖ

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থপ্রণেতার মতে– هُوَ مَا يُوْحِيْهِ اللّٰهُ اِلٰى اَنْبِيَائِهٖ

৬. শায়খ আবদুল্লাহ সারকাভী (র) বলেন– هُوَ اِعْلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْبِيَائَهُ الشَّىْءَ اِمَّا بِكَلَامٍ اَوْ بِرِسَالَةِ مَلَكٍ اَوْ بِمَنَامٍ اَوْ بِالْهَامٍ

৭. ড. ইবরাহীম মাদকুর বলেন– اَلْوَحْىُ هُوَ مَا يُوْحِيْهِ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى اَنْبِيَائِهٖ অর্থাৎ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীগণের নিকট যা প্রত্যাদেশ হিসেবে প্রেরণ করেন তাকে অহী বলে।

৮. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন– هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ الْمُنَزَّلُ عَلٰى نَبِىٍّ مِنْ اَنْبِيَائِهٖ অর্থাৎ, অহী বলা হয় আল্লাহর কথাকে, যা তাঁর নবীগণের ওপর অবতীর্ণ হয়।

মোদ্দা কথা, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীগণকে ইলহাম বা স্বপ্নযোগে কিংবা ফেরেশতা পাঠিয়ে যা কিছু জানিয়েছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন, তাকে অহী বা প্রত্যাদেশ বলা হয়।

➲ وَجْهُ اِحْتِيَاجِ الْاِنْسَانِ اِلَى الْوَحْىِ :

অহীর প্রতি মানুষের মুখাপেক্ষিতার কারণ : অহীর মাধ্যমে মানবজীবনের সার্বিক দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের মানদণ্ড হলো অহী। এজন্য অহীর প্রতি মানবজীবনের মুখাপেক্ষিতা তথা প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। নিচে অহীর প্রতি মানুষের মুখাপেক্ষিতা তথা প্রয়োজনীয়তার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. **নবুয়ত ও রিসালাত সম্পর্কে জানা :** আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের এ দায়িত্ব সম্পর্কে অহীর মাধ্যমেই অবহিত করা হয়েছে। সুতরাং নবী ও রাসূলগণের মিশন সম্পর্কে জানতে হলে অহী-ই একমাত্র মাধ্যম। তাই মানবজীবনে অহীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

২. **জীবনপদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া :** আল্লাহ তায়ালা মানব ও জিনজাতি সৃষ্টি করে সকলের জীবনপদ্ধতি কেমন হবে তা অবহিত করার লক্ষ্যে সকল নবীর নিকট অহী প্রেরণ করেন। সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনার সুফল ও তা পরিত্যাগের কুফল সম্পর্কেও অবহিত করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (اَلْاَحْزَاب : ٢)

৩. **নবী রাসূলগণের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ :** পৃথিবীতে সকল মানুষ আল্লাহ তায়ালার খলিফা তথা প্রতিনিধি। তন্মধ্যে নবী রাসূলগণকে অহীর মাধ্যমে নবুয়ত ও রিসালাতের মহান দায়িত্ব প্রদান করার কারণে তাঁদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন–
قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ- (اَلْكَهْف : ١١٠)
নবী রাসূলগণের পরিচয় এবং তাঁদের এ শ্রেষ্ঠত্ব অহীর মাধ্যমেই জানা গিয়েছে। এজন্য মানবজীবনে অহীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৪. **ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সম্পর্কে জানা :** আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে অনেক সুন্দর ও শিক্ষামূলক ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যার মাধ্যম ছিল অহী। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ- (يُوْسُف : ٣)
সুতরাং মানবজীবনে অহীর প্রয়োজনীয়তা সুদূরপ্রসারী।

৫. **অদৃশ্যের সংবাদ সম্পর্কে জানা :** আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিনের অদৃশ্যের বহু সংবাদ অহীর মাধ্যমে তাঁর নবী রাসূলগণকে জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–
اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ- (يُوْنُس : ٣)
অহীর মাধ্যম ব্যতীত এসব বিষয়ে জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। এজন্য মানবজীবনে অহীর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৬. **গবেষণার উপকরণ :** গবেষণার নির্ভুল ও চূড়ান্ত একমাত্র উপকরণ হলো অহী। কেননা মানুষের জ্ঞান সসীম আর আল্লাহ তায়ালা হলেন অসীম। তাই চিন্তা গবেষনার ক্ষেত্রে সসীমের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য আসে। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বান্দার সাহায্য হলো অহী। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যা ইলহাম হিসেবে অভিহিত।

৭. **সতর্কতা ও সুসংবাদের মাধ্যম :** আল্লাহ তায়ালা অহীর মাধ্যমে মানুষকে একদিকে যেমন সতর্ক করেছেন তেমনি সুসংবাদও প্রদান করেছেন। যা জানার মাধ্যমে মুমিনগণ সতর্কতা অবলম্বন করে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

قُلْ اِنَّمَا اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْىِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ - (اَلْاَنْبِيَاء : ٤٥)

সুসংবাদ প্রদান করে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ - (اَلْبُرُوْج : ١١)

অহীর মাধ্যম না থাকলে আমরা তা জানতে পারতাম না। সুতরাং মানবজীবনে অহীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৮. **জ্ঞানার্জনের সর্বোচ্চ মাধ্যম :** অহী হলো জ্ঞানার্জনের নির্ভুল ও সর্বোচ্চ মাধ্যম। কেননা অহীর মাধ্যম ব্যতীত অপর যেসব মাধ্যম দ্বারা মানুষ জ্ঞানার্জন করতে পারে তা সবসময় নির্ভুল ও সঠিক হয় না। যেমন মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয় ও বিবেক। এ দুটি মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানার্জন করতে পারলেও সবসময় তা নির্ভুল হয় না। অহীর জ্ঞান এটার ব্যতিক্রম। কেননা তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। এজন্য মানবজীবনে অহীর প্রয়োজনীয়তা সুদূরপ্রসারী।

➲ شُبُهَاتُ الْجَاحِدِيْنَ لِلْوَحْىِ :

অহীর অস্বীকারকারীদের সন্দেহসমূহ : কিছু মানুষ অহীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। এমনকি তারা অহীর বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। যেমন মক্কার কাফের ও মুশরিক সম্প্রদায় তা অস্বীকার করেছিল। নিচে অহী অস্বীকারকারীদের তিনটি সন্দেহ উপস্থাপন করা হলো–

১. আল কুরআন কোনো ইলাহী বাণী নয়; বরং তা মুহাম্মাদ (স)-এর রচিত গ্রন্থ।
২. মুহাম্মাদ (স) ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি ভালোমন্দ, ন্যায় অন্যায় উপলব্ধি করতে পারতেন। তাঁর এমন অলৌকিক ক্ষমতা ছিল যে, তিনি অন্তর্চক্ষু দিয়ে বহু গোপনীয় বিষয় অনুধাবন করতে পারতেন। কুরআন মাজীদ তাঁর নিজস্ব ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গিরই চূড়ান্ত রূপ।
৩. মুহাম্মাদ (স) কোনো গণক কিংবা কবির নিকট শিখে কুরআন মাজীদ হিসেবে এগুলো প্রচার করছেন।

➲ اَلرَّدُّ عَلَى الْجَاحِدِيْنَ :

অস্বীকারকারীদের বক্তব্যের জবাব : অহী অস্বীকারকারীরা আল কুরআনের ব্যাপারে যেসব সন্দেহ প্রকাশ ও বক্তব্য প্রদান করেছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও তাদের মূর্খতার পরিচায়ক। নিচে এগুলোর জবাব প্রদত্ত হলো–

প্রথম বক্তব্যের জবাব : মুসলিম মনীষীগণ তাদের প্রথম বক্তব্যের কয়েকটি জবাব প্রদান করেছেন। যেমন–

১. আল কুরআন হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর রচিত বাণী নয়; বরং তা মহান আল্লাহর বাণী। আল্লাহ তায়ালা তাদের এ বক্তব্যের জবাবে বলেন–

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ - فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ - وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ - (اَلْحَاقَّة : ٤٤-٤٨)

২. আল কুরআন নবী কারীম (স)-এর রচিত গ্রন্থ হলে তিনি তা দ্বারা নিজেকে উপাসক হিসেবে দাবি করতে পারতেন। কেননা নবুয়তের তুলনায় উপাসকের মর্যাদা অনেক বড়। অথচ তিনি তা করেননি। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

فَمَا لِهٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا - (اَلنِّسَاء : ٧٨)

৩. অহী অস্বীকারকারীদের এ বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নবী কারীম (স) মিথ্যাচার করেছেন। অথচ তাঁর জীবন ছিল অতি পবিত্র। শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সকলে তাঁকে 'আল আমীন' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সুতরাং এটা সুনিশ্চিত যে, আল কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। মুহাম্মাদ (স)-এর রচিত কোনো গ্রন্থ নয়।
৪. মুনাফিকরা উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা (রা)-কে যখন অপবাদ দিয়েছিল, তখন তাঁর পবিত্রতার ঘোষণা ও ফয়সালার বিষয়টি দীর্ঘ একমাস পর অহীর মাধ্যমে রাসূল (স) জানতে পারেন। এটা সর্বজনবিদিত। আল কুরআন যদি রাসূল (স)-এর রচিত গ্রন্থ হতো তাহলে কি এতো দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো?
৫. তাবুক যুদ্ধের পূর্বে কয়েকজন সাহাবী নবী কারীম (স)-এর নিকট বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধে গমন থেকে বিরত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবী কারীম (স) তাদেরকে অনুমতি প্রদান করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল মুনাফিক। এ অনুমতি প্রদানের কারণে আল্লাহ তায়ালা নবী কারীম (স)-কে সাবধান করে আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ - (اَلتَّوْبَة : ٤٣)

কুরআন মাজীদ যদি মুহাম্মাদ (স)-এর রচিত গ্রন্থ হতো তাহলে তিনি নিজের এমন কঠোর সমালোচনা করতেন না।

৬. বদর যুদ্ধের বন্দিদের থেকে রাসূল (স) মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদের মুক্ত করে দেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ কাজটি পছন্দ করেননি। এজন্য রাসূল (স)-কে সতর্ক করে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

مَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ - (اَلْاَنْفَال : ٦٧)

আল কুরআন নবী কারীম (স)-এর রচিত গ্রন্থ হলে তিনি কেন নিজেকে এভাবে সতর্ক করবেন?

দ্বিতীয় বক্তব্যের জবাব : মুসলিম মনীষীগণ অহী অস্বীকারকারীদের দ্বিতীয় বক্তব্যের একাধিক জবাব দিয়েছেন। যেমন–

১. কুরআন মাজীদে পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের এমন অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা কারও পক্ষ থেকে না জেনে অনুমান বা দূরদর্শিতার মাধ্যমে বলা সম্ভব নয়। যেমন হজরত মুসা (আ), শুয়াইব (আ), ইউসুফ (আ)-সহ অন্যান্য নবী রাসূলের ঘটনা। হজরত মুহাম্মাদ (স) তাঁদের যুগে ছিলেন না। সুতরাং আল কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। মুহাম্মাদ (স)-এর তীক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধিমত্তার কোনো ফসল নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন– تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا - (هُوْد : ٤٩)

২. কুরআন মাজীদে সময় ও যুগের হিসাবসংক্রান্ত এমন সূক্ষ্ম তথ্যের উল্লেখ রয়েছে, যা এ বিষয়ের সুপণ্ডিত ব্যক্তি নিজের চিন্তাগবেষণার মাধ্যমে পূর্বের কোনো অবগতি ব্যতীত বর্ণনা করতে পারবে না। যেমন নূহ (আ) কত বছর তাঁর জাতিকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন, আসহাবে কাহাফ কত বছর গুহায় অবস্থান করেছিল? এসব বিষয়ের সঠিক পরিসংখ্যান শুধু অনুমাননির্ভর জ্ঞান দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা অহীর মাধ্যমে নবী কারীম (স)-কে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন।

৩. কুরআন মাজীদে আকিদাসম্পর্কিত বহু জ্ঞান ও তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। যেমন বিশ্বজগতের সৃষ্টি, এর সমাপ্তি, পরকাল, জাহান্নাম, জান্নাত, কেয়ামত, হাশর নশর, ফেরেশতা, তাদের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির বিবরণ। কোনা জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর জ্ঞান ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে এসকল তত্ত্ব কখনো পেশ করতে পারে না।

৪. আল কুরআনে ভবিষ্যতের অনেক সংবাদ বর্ণিত হয়েছে। আগত জাতিসমূহের উত্থানপতন, মর্যাদা এবং এসব বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার সুনির্ধারিত নীতিমালাও বর্ণনা করা হয়েছে। এসবকিছু প্রমাণ করে যে, আল কুরআন মুহাম্মাদ (স)-এর জ্ঞানপ্রসূত কোনো ফসল নয়; বরং তা আল্লাহ তায়ালার বাণী।

তৃতীয় বক্তব্যের জবাব : মুসলিম মনীষীগণ অহী অস্বীকারকারীদের তৃতীয় বক্তব্যের কতিপয় জবাব দিয়েছেন। যেমন–

১. নবুয়তলাভের পর ইহুদি ও খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা নবী কারীম (স)-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে এবং তাঁর নিকট বিভিন্ন তথ্য জানতে চেয়েছে। তিনি যদি কারও থেকে শিক্ষালাভ করতেন তাহলে অবশ্যই ইতিহাস এ ব্যাপারে নীরব থাকত না।

২. কোনো মানুষ থেকে জ্ঞানলাভ করলে তা সবসময় সঠিক ও নির্ভুল হয় না। অথচ আল কুরআন এমন নির্ভুল ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ, যা নিজের নির্ভুলতার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছে। কুরআন মাজীদ অবতীর্ণের যুগ হতে আজ পর্যন্ত কেউ কুরআন মাজীদের কোনো একটি তথ্যকে ভুল প্রমাণ করতে পারেনি। সুতরাং এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আল কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। মুহাম্মাদ (স) কোনো গণক কিংবা কোনো কবি বা শিক্ষকের থেকে শিক্ষালাভ করে তা রচনা করেননি।

সমাপনী : অহী আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবী রাসূলগণের প্রতি প্রত্যাদেশ। এর মাধ্যমে মানবজীবনের সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মানবের জীবনপদ্ধতি কেমন হবে, কীসে তাদের সফলতা এবং কী কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এসব বিষয় অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা আল কুরআন নামে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আগত। এটা মুহাম্মাদ (স)-এর রচিত কোনো বাণী নয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ পোষণ করা কুফরী।

■ اَلسُّؤَالُ (١٠) : عَرِّفِ الْقُرْاٰنَ الْكَرِيْمَ وَالْحَدِيْثَ الْقُدْسِيَّ وَالْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ - ثُمَّ بَيِّنِ الْفَرْقَ بَيْنَ هٰذِهِ الثَّلَاثَةِ مَعَ ذِكْرِ الْاَمْثَالِ -

■ **প্রশ্ন : ১০** ॥ اَلْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمُ, اَلْحَدِيْثُ الْقُدْسِيُّ ও اَلْحَدِيْثُ النَّبَوِيُّ-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর উদাহরণসহ এ তিনটির মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর।

উত্তর ।। **উপস্থাপনা :** আল কুরআন ও আল হাদীস ইসলামী শরীয়তের প্রধান দুটি মূল উৎস। ইসলামী শরীয়তের সকল নীতিমালা ও বিধিবিধান এ দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত। আল কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এটি পথহারা বনি আদমের জন্য হেদায়াতের দিশারি। এর ভাব ও ভাষা সবই আল্লাহ তায়ালার। আর হাদীস হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী। এটাকে وَحْى غَيْر مَتْلُو বলা হয়। এর ভাব ও ভাষা সবই রাসূল (স)-এর। আবার কিছু হাদীস এমন রয়েছে যেগুলোর ভাষা রাসূলুল্লাহ (স)-এর হলেও ভাব মহান আল্লাহর। এগুলোকে হাদীসে কুদসী বলে। নিচে প্রশ্নালোকে আলোচনা করা হলো।

➲ تَعْرِيْفُ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ (اَلْقُرْاٰنُ-এর পরিচয়) :

আভিধানিক অর্থ : اَلْقُرْاٰنُ-এর শাব্দিক বিশ্লেষণে অভিধানবেত্তা ও তাফসীর বিশারদগণের বিভিন্ন প্রামাণ্য উক্তি পাওয়া যায়। যেমন–

১. প্রখ্যাত নাহুবিদ ফাররা (র) বলেন– اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি اَلْقَرَائِنُ থেকে নির্গত। এর অর্থ– اَلتَّصْدِيْقُ وَالتَّشْبِيْهُ তথা সত্যায়ন করা ও সাদৃশ্য দেওয়া। আল কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ যেহেতু পরস্পরকে সত্যায়ন করে এবং পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই এ গ্রন্থের নাম اَلْقُرْاٰنُ রাখা হয়েছে।

২. আল্লামা লিহয়ানী (র) বলেন– اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার। এর অর্থ– اَلْقِرَائَةُ তথা পড়া। যা مَقْرُوْءٌ তথা পঠিত অর্থে ব্যবহৃত। কেননা আল কুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ।

৩. ইমাম বায়হাকী ও খতিব বাগদাদী (র) বলেন–
اَلْقُرْاٰنُ اِسْمٌ وَلَيْسَ بِمَهْمُوْزٍ وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنَ قِرَائَةٍ وَلٰكِنَّهُ اِسْمُ كِتَابِ اللّٰهِ مِثْلُ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ -

৪. আল্লামা ইবনে কাসীর, ইমাম শাফেয়ী ও জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) বলেন– هُوَ اِسْمُ عَلَمٍ غَيْرُ مُشْتَقٍّ خَاصٌّ بِكَلَامِ اللّٰهِ

৫. সাইয়েদ আবদুদ দাইন জিলানী (র) বলেন– اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি اَلْقِرَائَةُ থেকে নির্গত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–
اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ـ فَاِذَا قَرَأْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ـ (اَلْقِيَامَةُ : ١٧ ـ ١٨)

৬. আশয়ারী আলেমগণ বলেন– اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি قَرَنَتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ থেকে নির্গত। এর অর্থ– এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে মিলানো। কুরআনুল কারীমের প্রতিটি সূরা, আয়াত ও অক্ষর যেহেতু পরস্পরের সাথে মিলিত, তাই এর নাম القران রাখা হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : আল কুরআনের পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

১. আত তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন গ্রন্থপ্রণেতা আল্লামা মুহাম্মাদ আলী সাবুনী (র) বলেন–
هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ الْمُعْجِزُ الْمُنَزَّلُ عَلٰى خَاتِمِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ بِوَاسِطَةِ الْاَمِيْنِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ اِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهٖ اَلْمَبْدُوْءُ بِسُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ الْمُخْتَتَمُ بِسُوْرَةِ النَّاسِ ـ
অর্থাৎ, কুরআন মাজীদ আল্লাহর অলৌকিক বিস্ময়কর বাণী, যা সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর বিশ্বস্ত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে; যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ, আমাদের নিকট মুতাওয়াতির হিসেবে বর্ণিত, যার তেলাওয়াত ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত, যা সূরা আল ফাতিহা দ্বারা আরম্ভ এবং সূরা আন নাস দ্বারা পরিসমাপ্ত।

২. আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন–
اَلْقُرْاٰنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ (صـ) اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ فِيْهِ ـ

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে– اَلْقُرْاٰنُ هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ الْمُنَزَّلُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ (صـ) اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ

৪. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন– هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ (صـ) الْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ

৫. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন– اَلْقُرْاٰنُ هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاِعْجَازِ بِسُوْرَةٍ مِنْهُ
অর্থাৎ, আল কুরআন হচ্ছে এমন এক কিতাব, যা মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে; যার একটি সূরাই মুজিযার জন্য যথেষ্ট।

৬. জমহুর মুফাসসির বলেন–
اَلْقُرْاٰنُ هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَاسِطَةِ جِبْرَائِيْلَ الْمَكْتُوْبُ عَلَى الْمَصْحَفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ ـ
অর্থাৎ, আল কুরআন ঐ কিতাবকে বলা হয়, যা হজরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে এবং লাওহে মাহফুয থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত হয়েছে।

৭. আল্লামা আবদুল ওহাব খাল্লাফ বলেন–
اَلْقُرْاٰنُ هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ الَّذِىْ نَزَلَ بِهٖ رُوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بِاَلْفَاظِهِ الْعَرَبِيَّةِ وَمَعَانِيْهَا الْحَقَّةِ الْمَبْدُوْءُ بِسُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ وَالْمَخْتُوْمُ بِسُوْرَةِ النَّاسِ ـ
অর্থাৎ, আল কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম, যা নিয়ে বিশ্বস্ত আত্মা জিবরাঈল (আ) আল্লাহর রাসূল হজরত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (স)-এর অন্তঃকরণে অবতীর্ণ হন। এর শব্দাবলি আরবি। যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য। যার শুরু সূরা আল ফাতিহা দ্বারা এবং শেষ সূরা আন নাস দ্বারা।

৮. Allamah Abdul Quyyum Natiq বলেন, "The Holy Quran is the literal speech of almighty Allah, revealed to the last of the prophets. Muhammad (P.B.U.H) through the arch Angel Jibreel, part by part, and protected as promised by almighty Allah."

➲ تَعْرِيْفُ الْحَدِيْثِ الْقُدْسِىِّ (হাদীসে কুদসীর পরিচয়) :

আভিধানিক অর্থ : اَلْحَدِيْثُ الْقُدْسِىُّ শব্দটি مُرَكَّب تَوْصِيْفِى; যা اَلْحَدِيْثُ ও اَلْقُدْسِىُّ শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে গঠিত। اَلْحَدِيْثُ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো اَحَادِيْث; এর অর্থ– কথা, বাণী, বক্তব্য, উক্তি ইত্যাদি।

আর اَلْقُدْسِىُّ শব্দটি قُدْسٌ থেকে নির্গত। এর অর্থ– পবিত্র। যেমন আল্লাহ তায়ালার একটি নাম রয়েছে– قُدُّوْسٌ তথা পবিত্র। সুতরাং اَلْحَدِيْثُ الْقُدْسِىُّ-এর সম্মিলিত অর্থ হলো– পবিত্র হাদীস, মহান হাদীস।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : হাদীসে কুদসীর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। যেমন–

১. مَبَاحِثُ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ প্রণেতা আল্লামা মান্না আল কাত্তান (র) বলেন–
اَلْحَدِيْثُ الْقُدْسِىُّ هُوَ مَا يُضِيْفُهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ـ
অর্থাৎ, নবী কারীম (স) যে হাদীস আল্লাহ তায়ালার প্রতি সম্পৃক্ত করেন, তাকে হাদীসে কুদসী বলে।

২. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন–
اَلْحَدِيْثُ الْقُدْسِىُّ مَا يَرْوِيْهِ صَدْرُ الرُّوَاةِ وَبَدْرُ التُّقَاتِ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَاَكْمَلُ التَّحِيَّاتِ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ تَارَةً بِوَاسْطَةِ جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَارَةً بِالْوَحْىِ وَالْاِلْهَامِ وَالْمَنَامِ مُفَوَّضًا اِلَيْهِ التَّعْبِيْرُ بِأَىِّ عِبَارَةٍ شَاءَ مِنْ اَنْوَاعِ الْكَلَامِ ـ

৩. আল্লামা আবুল বাকা (র) তাঁর 'কুল্লিয়াত' গ্রন্থে বলেন–
اِمَّا الْحَدِيْثُ الْقُدْسِىُّ فَهُوَ مَا كَانَ لَفْظُهٗ مِنْ عِنْدِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَاهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ بِالْاِلْهَامِ اَوِ الْمَنَامِ ـ
অর্থাৎ, হাদীসে কুদসী হলো, যার ভাষা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে আর ভাব মহান আল্লাহর। যা তিনি ইলহাম বা নিদ্রা অবস্থায় তাঁকে জানিয়েছেন।

৪. আল্লামা তীবি (র) বলেন–
اَلْحَدِيْثُ الْقُدْسِىُّ اَخْبَارُ اللّٰهِ مَعْنَاهُ بِالْاِلْهَامِ وَالْمَنَامِ فَاَخْبَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمَّتَهٗ بِعِبَارَةِ نَفْسِهٖ ـ
অর্থাৎ, হাদীসে কুদসী হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী। যার মূলকথা ইলহাম বা স্বপ্নযোগে তিনি নবী কারীম (স)-কে জানিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তা নিজের ভাষায় স্বীয় উম্মতের নিকট বর্ণনা করেছেন।

➲ تَعْرِيْفُ الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ (হাদীসে নববীর পরিচয়) :

আভিধানিক অর্থ : حَدِيْث শব্দটি صِفَة-এর সীগাহ। এটি একবচন, বহুবচনে اَحَادِيْث; অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. قَوْلٌ তথা বাণী। যেমন কুরআনে এসেছে– وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا

২. خَبَرٌ তথা সংবাদ। যেমন বলা হয়– حَدِيْثُ الرَّسُوْلِ اَىْ خَبَرُهٗ

৩. وَاقِعَةٌ তথা কাহিনি। যেমন– اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا

৪. ضِدُّ الْقَدِيْمِ তথা قَدِيْمٌ-এর বিপরীত।

৫. جَدِيْدٌ তথা নতুন।

৬. بَيَانٌ তথা বর্ণনা। যেমন কুরআনে এসেছে– وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

৭. قِصَّةٌ তথা ঘটনা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ اَلْجُنُوْدِ

৮. نَصِيْحَةٌ তথা উপদেশ বাণী। যেমন– وَجَعَلْنَاهُم اَحَادِيْثَ

৯. كَلَامٌ তথা কথা।

১০. ইংরেজিতে বলা হয়– Discussion, Modern talk ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : حَدِيْث-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

১. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন– اَلْحَدِيْثُ يُطْلَقُ عَلٰى قَوْلِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً
অর্থাৎ, হাদীস বলতে কেবল রাসূল (স)-এর বাণীকেই বোঝায়।

২. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন– اَلْحَدِيْثُ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ قَوْلَ الرَّسُوْلِ وَالصَّحَابِىِّ وَالتَّابِعِىِّ وَفِعْلِهٖ وَتَقْرِيْرِهٖ
অর্থাৎ, হাদীস হলো আম তথা ব্যাপক অর্থবোধক। এর দ্বারা মহানবী (স), সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে বোঝায়।

৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) বলেন–
اَلْحَدِيْثُ يُطْلَقُ عَلٰى قَوْلِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِهٖ وَتَقْرِيْرِهٖ كَذٰلِكَ يُطْلَقُ عَلٰى قَوْلِ الصَّحَابِىِّ وَفِعْلِهٖ وَتَقْرِيْرِهٖ وَعَلٰى قَوْلِ التَّابِعِىِّ وَفِعْلِهٖ وَتَقْرِيْرِهٖ-

৪. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস গ্রন্থকারের ভাষায়– اَلْحَدِيْثُ مَا اُضِيْفَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ اَوْ صِفَةٍ
অর্থাৎ, হাদীস তাকে বলা হয়, যা নবী কারীম (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি ও গুণাবলিকে সম্পর্কিত করে।

৫. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে–
اَلْحَدِيْثُ مَا اُضِيْفَ اِلَى النَّبِىِّ (صـ) مِنْ قُوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ وَكَذٰلِكَ يُطْلَقُ عَلٰى قَوْلِ الصَّحَابِىِّ وَالتَّابِعِىِّ وَفِعْلِهِمْ وَتَقْرِيْرِهِمْ-
অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসমর্থন, অনুরূপ সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও মৌনসমর্থনকেও হাদীস বলে।
উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, রাসূল (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি ও গুণাবলিকে হাদীস বলে। অনুরূপভাবে সাহাবী এবং তাবেয়ীদের কথা এবং কাজকেও হাদীস বলে।

➲ اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْقُرْاٰنِ وَالْحَدِيْثِ الْقُدْسِىِّ وَالْحَدِيْثِ النَّبْوِىِّ :

কুরআন, হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নববীর মধ্যে পার্থক্য : আল কুরআন, হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নববীর ভাষাগত তাৎপর্যের মাধ্যমেই মৌলিক পার্থক্য জানা যায়। এরপরও কিছু বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন, যা দ্বারা এ তিনটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে তারতম্যের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিচে اَلْقُرْاٰنُ, اَلْحَدِيْثُ الْقُدْسِىُّ ও اَلْحَدِيْثُ النَّبَوِىُّ-এর মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা করা হলো–

১. আল কুরআনুল কারীমের ভাব ও ভাষা মহান আল্লাহর। এটা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত রয়েছে। আর হাদীসে কুদসীর ভাব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। কিন্তু ভাষা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে। আর হাদীসে নববীর ভাব ও ভাষা উভয়টি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে।

২. নামাজে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা ফরয। হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নববী দ্বারা নামাজ আদায় করা যায় না।

৩. কুরআন মাজীদ নাপাক অবস্থায় স্পর্শ করা যায় না। হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নববী স্পর্শ করা বৈধ।

৪. আল কুরআনুল কারীম মুজিয। হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নববী কুরআন মাজীদের ন্যায় মুজিয নয়।

৫. আল কুরআন অমান্যকারী কাফের হয়। কিন্তু হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নববী অমান্যকারী কাফের হয় না।

সমাপনী : আল কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এটা ইসলামী শরীয়তের প্রধান উৎস। আল কুরআনের ব্যাখ্যা হাদীস শরীফ দু'প্রকার। একপ্রকার হলো, যার ভাব ও ভাষা রাসূল (স)-এর। এটাকে হাদীসে নববী বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার হলো, যার ভাব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আগত; কিন্তু ভাষা রাসূল (স)-এর নিজস্ব। এটাকে হাদীসে কুদসী বলা হয়।

■ اَلسُّؤَالُ (١١) : اُكْتُبِ الْحِكْمَةَ والفَوَائِدَ لِنُزُوْلِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ مُنَجَّمًا وَمُفَرَّقًا ـ

■ প্রশ্ন : ১১ ॥ আল কুরআনুল কারীম বিক্ষিপ্তভাবে ও খণ্ডে খণ্ডে নাযিল হওয়ার হেকমত ও উপকারিতাসমূহ লিপিবদ্ধ কর।

উত্তর ।। **উপস্থাপনা :** আল কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব। অন্যান্য আসমানি কিতাবের মতো তা একত্রে অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহ তায়ালা ধীরে ধীরে বিক্ষিপ্তভাবে সময় সাপেক্ষে তা নবী কারীম (স)-এর নিকট নাযিল করেন। এ ধরনের নাযিলের বিভিন্ন হেকমত ও উপকারিতা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যেন আসমানবাসীগণকে আল কুরআন ও মুহাম্মাদ (স)-এর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এটা অবহিত করেছেন যে, এটি সর্বশেষ নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের প্রতি নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানি কিতাব। লাওহে মাহফুয থেকে পথ দেখিয়ে দুনিয়ার আসমানে রাখা হলো। পর্যায়ক্রমে একটু একটু করে তা দুনিয়াতে পাঠানো হবে। নিচে প্রশ্নালোকে আলোচনা করা হলো।

➲ اَلْحِكْمَةُ وَالْفَوَائِدُ لِنُزُوْلِ الْقُرْاٰنِ مُنَجَّمًا وَمُفَرَّقًا :

আল কুরআন বিক্ষিপ্তভাবে ও খণ্ডে খণ্ডে নাযিল হওয়ার হেকমত ও উপকারিতা : আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন, লাওহে মাহফুয থেকে পৃথিবীর আকাশের বায়তুল ইযযাতে আল কুরআন একত্রে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে কারও মতভেদ নেই। আল কুরআন এরূপ অবতীর্ণের ক্ষেত্রে হেকমত হলো–

تَفْخِيْمُ اَمْرِ الْقُرْاٰنِ وَاَمْرِ مَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ بِاِعْلَامِ سُكَّانِ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ اَنَّ هٰذَا اٰخِرُ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلٰى خَاتَمِ الرُّسُلِ لِاَشْرَفِ الْاُمَمِ قَدْ قَرَّبْنَاهُ اِلَيْهِمْ لِنُزُوْلِهٖ عَلَيْهِمْ ـ

অর্থাৎ, আল কুরআন এবং এটি যার ওপর নাযিল হয়েছে তাঁকে মহৎ করে তোলা, সাত আসমানবাসীগণকে এটা জানানোর মাধ্যমে যে, এটি সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের জন্য সর্বশেষ রাসূলের ওপর সর্বশেষ অবতীর্ণ আসমানি কিতাব। তাদের ওপর নাযিলের উদ্দেশ্য আমি এটিকে তাদের নিকটবর্তী করেছি।

খণ্ডে খণ্ডে তথা অল্প অল্প করে আল কুরআন অবতীর্ণের পেছনে আরও মহৎ হেকমত ও অসংখ্য রহস্য রয়েছে। আল্লামা মুহাম্মাদ আলী সাবুনী (র) তাঁর اَلتِّبْيَانُ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ গ্রন্থে এ বিষয়ে ছয়টি হেকমত বর্ণনা করেছেন। যথা–

১. تَثْبِيْتُ قَلْبِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَامَ اَذَى الْمُشْرِكِيْنَ তথা মুশরিকদের কষ্টের মোকাবিলায় নবী কারীম (স)-এর অন্তরকে সুদৃঢ় রাখা।

২. اَلتَّلَطُّفُ بِالنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ نُزُوْلِ الْوَحْىِ তথা অহী অবতীর্ণের সময় নবী কারীম (স)-এর প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করা।

৩. اَلتَّدَرُّجُ فِىْ تَشْرِيْعِ الْاَحْكَامِ السَّمَاوِيَّةِ তথা আসমানি বিধান চালুর ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক নীতিগ্রহণ করা।

৪. تَسْهِيْلُ حِفْظِ الْقُرْاٰنِ وَفَهْمِهٖ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ তথা মুসলমানগণের জন্য আল কুরআন মুখস্থ ও বোঝা সহজ করা।

৫. مُسَاوَرَةُ الْحَوَادِثِ وَالْوَقَائِعِ وَالتَّنْبِيْهُ عَلَيْهَا فِىْ حِيْنِهَا তথা বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের সাথে তাল মিলিয়ে চলা এবং সে বিষয়ে সজাগ থাকা।

৬. اَلْاِرْشَادُ اِلٰى مَصْدَرِ الْقُرْاٰنِ وَاِنَّهٗ تَنْزِيْلُ الْحَكِيْمِ الْحَمِيْدِ তথা আল কুরআনের উৎসের প্রতি নির্দেশ করা যে, এটি প্রজ্ঞানময় প্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

এছাড়াও ওলামায়ে কেরাম আল কুরআনুল কারীম খণ্ডে খণ্ডে নাযিলের আরও কয়েকটি হেকমত বর্ণনা করেছেন। যেমন–

ক. রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর উম্মতের মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রকাশ করা : একত্রে প্রথম আসমানে আল কুরআন নাযিল করে সমগ্র আসমানবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এটা সর্বশেষ আসমানি কিতাব যা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি নাযিল করার জন্য তাদের কাছাকাছি করা হয়েছে। যদি এ উদ্দেশ্য না হতো, তাহলে তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের ন্যায় একত্রেই নাযিল হতে পারত। কিন্তু শেষ নবী ও তাঁর কিতাব দ্বারা এই উম্মতকে মর্যাদাদানের জন্য আল্লাহ তায়ালা উপরিউক্ত পন্থা গ্রহণ করেছেন এবং চাহিদামতো অল্প অল্প করে নাযিল করেছেন।

খ. মহানবী (স)-এর আগমন রহমতস্বরূপ : রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমন পৃথিবীবাসীর জন্য রহমতস্বরূপ। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ (اَلْاَنْبِيَاءُ : ١٠٧)

উম্মতগণ রাসূলুল্লাহ (স)-কে যথাযোগ্য মর্যাদায় গ্রহণ করার সুযোগদানে আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনকে ধীরে ধীরে নাযিল করেন।

গ. রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্তরকে দৃঢ় ও মজবুত করার জন্য : বারবার অহী নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (স) অন্তরে সাহস পাবেন এবং যে-কোনো ঘটনার মোকাবিলা করতে দৃঢ় হবেন। তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বারবার কুরআন মাজীদ নাযিল করে তাঁকে সাহস এবং উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ (اَىْ لِتُقَوِّىَ بِهٖ قَلْبَكَ)

ঘ. মানবজাতির মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করা : আল্লামা সাখাবী (র) 'জামালুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, আল কুরআনুল কারীম প্রথমে একত্রে লাওহে মাহফুয থেকে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে এবং পরে আস্তে আস্তে দুনিয়ায় নাযিল হওয়ার কারণ বা হেকমত হলো, মানবজাতির মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করা। তাইতো সূরা আল আনয়াম নাযিলের সময় জিবরাঈল (আ)-এর সঙ্গে ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়। যাতে তারা জিবরাঈল (আ)-কে বিভিন্ন উৎসাহমূলক ধ্বনি দিয়ে পাহারার মাধ্যমে তা দুনিয়াতে পৌঁছাতে পারেন।

ঙ. কাফেরদের বিভিন্ন অভিযোগ খণ্ডন ও উত্তর দেওয়ার জন্য : আল কুরআন বিভিন্ন সময়ে আস্তে আস্তে নাযিলের আরেকটি হেকমত হলো, কাফেরদের বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করা এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেওয়া। যাতে তারা জব্দ হয়ে যায় এবং তাদেরকে প্রতিহত করা যায়।

চ. نَاسِخ ও مَنْسُوْخ নিরূপণের জন্য : কুরআন মাজীদকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করার আরেকটি হেকমত হলো, শরীয়তের বিধিবিধানে نَاسِخ ও مَنْسُوْخ অর্থাৎ পূর্বের হুকুম রহিত করে নতুন হুকুম জারি করার বিধান প্রবর্তনের জন্যও বিভিন্ন সময়ে ধীরে ধীরে প্রয়োজন সাপেক্ষে তা অবতরণ করা হয়েছে।

সমাপনী : আল কুরআন একত্রে অবতীর্ণ হলে মহানবী (স)-এর জন্য খুবই কষ্টকর হতো। তাঁর প্রতি সদয় হয়ে আল্লাহ তায়ালা ধীরে ধীরে একটু একটু করে আল কুরআন অবতীর্ণ করেন। এরপরও অহী নাযিলের সময় রাসূল (স) কষ্ট পেতেন, তাঁর কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ত। এছাড়াও কুরআন মাজীদ বিক্ষিপ্তভাবে নাযিলের আরও বহু উপকারিতা ও হেকমত রয়েছে।

■ اَلسُّؤَالُ (١٢) : مَا مَعْنٰى اِعْجَازِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ؟ تَحَدَّثْ عَنْ وُجُوْهِ اِعْجَازِهٖ بِالْاِيْضَاحِ -

■ **প্রশ্ন : ১২** ॥ اِعْجَازُ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ অর্থ কী? এর ইজাযের বিভিন্ন দিক স্পষ্টভাবে আলোচনা কর।

উত্তর ।। **উপস্থাপনা :** আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীকে তাঁর সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ মুজিযাসহ প্রেরণ করেছেন। আমাদের নবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর যুগ ছিল সাহিত্যের যুগ। সে যুগে লাবীদ, হাসসান বিন সাবেত, কা'ব প্রমুখের ন্যায় অনেকেই ছিলেন কবি, সাহিত্যিক ও অলংকারশাস্ত্রে সুদক্ষ। সাহিত্যের এ যুগে আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য কুরআন মাজীদ দিয়ে মহানবী (স)-কে প্রেরণ করেন। আল কুরআনের অনুপম শব্দ গাঁথুনি, বাক্যবিন্যাস, অভিনব রচনাশৈলী, বিস্ময়কর গ্রন্থনা, অপূর্ব ছন্দমিল, ভাবের লালিত্য ইত্যাদি গুণাবলি সমকালীন কবি সাহিত্যিকদেরকে হতবাক করে দিয়েছে। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, এটি মানব রচিত কোনো বাণী নয়। এর মোকাবিলা করা কোনো সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়। নিচে প্রশ্নালোকে ইজাযুল কুরআনের পরিচয় ও তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

➲ تَعْرِيْفُ اِعْجَازِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ (ইজাযুল কুরআনের পরিচয়) :

আভিধানিক অর্থ : اِعْجَازُ الْقُرْاٰنِ একটি সম্বন্ধবোধক যৌগিক শব্দ; যা اِعْجَاز ও اَلْقُرْاٰنُ এ দু'শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। اِعْجَاز শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার, যা عَجْز মূল অক্ষর থেকে গঠিত। আভিধানিকভাবে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন–

১. অক্ষম করা।

২. অলৌকিক হওয়া।

৩. আল্লামা মুহাম্মাদ আলী সাবুনী (র) বলেন– اَلْاِعْجَازُ فِى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ نِسْبَةُ الْعَجْزِ اِلَى الْغَيْرِ

অর্থাৎ, আরবি অভিধানে ইজায বলা হয়, অন্যের প্রতি অক্ষমতার সম্পর্ক করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ - (اَلْمَائِدَةُ : ٣١)

اِعْجَازُ الْقُرْاٰنِ-এর অপর নাম مُعْجِزَةُ الْقُرْاٰنِ; এটাকে مُعْجِزَة নামকরণের কারণ হলো, মানুষ তার অনুরূপ আনয়ন করতে অক্ষম।

সুতরাং اِعْجَازُ الْقُرْاٰنِ-এর শাব্দিক মর্মার্থ হলো– اِثْبَاتُ عَجْزِ الْبَشَرِ তথা মানুষের অক্ষমতা প্রমাণ করা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : اِعْجَازُ الْقُرْاٰنِ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

১. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) اَلْاِتْقَانُ গ্রন্থে বলেন– هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ مَقْرُوْنٌ بِالتَّحَدِّىْ سَالِمٌ عَنِ الْمُعَارَضَةِ

অর্থাৎ, ইজায এমন একটি বিষয়, যা মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও ক্ষমতাবহির্ভূত, চ্যালেঞ্জসংবলিত এবং বিরোধিতা থেকে মুক্ত।

২. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন– هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يُظْهِرُهُ اللّٰهُ عَلٰى يَدِ نَبِىٍّ تَاكِيْدًا لِنُبُوَّتِهٖ

৩. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন–

هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ دَاعِيَةٌ اِلَى الْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ مَقْرُوْنَةٌ بِدَعْوَى النُّبُوَّةِ قُصِدَ بِهٖ اِظْهَارُ صِدْقِ مَنِ ادَّعٰى اَنَّهٗ رَسُوْلٌ مِنَ اللّٰهِ -

৪. আল্লামা আবু বকর আল বাকিল্লানী এবং ফখরুদ্দীন রাযী (র)-এর মতে, ইজায এমন একটি বিষয় যা নবীর নবুয়তকে শক্তিশালী করে।

৫. আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন, ইজায এমন বিষয় যা নবীগণের সত্যতা প্রমাণ করে। আর একে মুজিযা নাম রাখার কারণ হলো, মানুষ তার অনুরূপ আনয়ন করতে অক্ষম।

৬. আল্লামা মুহাম্মাদ আলী সাবুনী (র) বলেন– اِنَّهٗ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ خَارِجٌ عَنْ حُدُوْدِ الْاَسْبَابِ الْمَعْرُوْفَةِ

অর্থাৎ, ইজায হলো অভ্যাসবিরুদ্ধ বিষয় এবং পরিচিত ও প্রসিদ্ধ উপকরণসমূহের সীমাবহির্ভূত ব্যাপার।

➲ وُجُوْهُ اِعْجَازِ الْقُرْاٰنِ :

ইজাযুল কুরআনের বিভিন্ন দিক : আল কুরআনুল কারীম সকল আসমানি কিতাবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব ও সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা। কেননা এটি অবতীর্ণ হয়েছে শ্রেষ্ঠনবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর। আর এ যুগের মানুষ পূর্ববর্তী সকল যুগ থেকে ভিন্নতর। যেমন– জ্ঞানগরিমা, শিক্ষাদীক্ষা, বিচক্ষণতা ইত্যাদি। সুতরাং অধিক উন্নত ও মর্যাদাসম্পন্ন উম্মতের জন্য আল কুরআনুল কারীম সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা। এটি মুজিযা হওয়ার অনেক পদ্ধতি বা কারণ রয়েছে। নিচে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

১. **অভিনব গ্রন্থতা :** এ সম্পর্কে আল্লামা সাবুনী (র) বলেন– اَلنَّظْمُ الْبَدِيْعُ الْمُخَالِفُ لِكُلِّ نَظْمٍ مَعْهُوْدٍ فِىْ لِسَانِ الْعَرَبِ অর্থাৎ, আল কুরআনুল কারীমের প্রথম মুজিযা হলো এর অভিনব গ্রন্থনা, যা আরবি ভাষায় প্রচলিত ও পরিচিত প্রত্যেক গ্রন্থনার বিপরীত। এর অভিনব এ গ্রন্থনার সাথে কবিতা, গদ্য কোনোকিছুই সাদৃশ্য রাখে না।

২. **বিস্ময়কর রচনাশৈলী :** আল্লামা সাবুনী (র) বলেন– اَلْاُسْلُوْبُ الْعَجِيْبُ الْمُخَالِفُ لِجَمِيْعِ اَسَالِيْبِ الْعَرَبِ অর্থাৎ, আল কুরআনুল কারীমের দ্বিতীয় মুজিযা হলো এর বিস্ময়কর রচনা পদ্ধতি, যা আরবদের সকল পদ্ধতির বিপরীত। কুরআন মাজীদ এমন বিস্ময়কর সুন্দর পদ্ধতি নিয়ে এসেছে, যার উজ্জ্বলতা, সৌন্দর্য, সুমিষ্টতা ও মাধুর্য দ্বারা আরবজাতিকে হতবাক করে দিয়েছে।

৩. **ভবিষ্যৎ বিষয়ের আলোচনা :** আল কুরআনে এমন কিছু অজানা ভবিষ্যৎ ঘটনার সংবাদ উল্লেখ করা হয়, যা ইতঃপূর্বে কখনো সর্বজনবিদিত ছিল না। আল কুরআনের এ বর্ণনার পর অনুরূপ ঘটনারই প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ـ

৪. **অতীত সম্প্রদায়ের সংবাদ :** মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মুজিযা হলো, এতে অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ঘটনার সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। যেমন কাযী আয়ায (র) বলেন–

اَلْاِنْبَاءُ بِالْقُرُوْنِ السَّالِفَةِ وَالْاُمَمِ الْبَائِدَةِ وَالشَّرَائِعِ الدَّاثِرَةِ مَعَ كَوْنِ مَنْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اُمِّيًّا لاَ يَقْرَءُ وَلاَ يَكْتُبُ وَهِىَ مِمَّا لاَ يَعْلَمُ مِنْهَا الْقِصَّةَ الْوَاحِدَةَ اَلَّا طَفِيْفٌ مِنْ اَخْبَارِ اَهْلِ الْكِتَابِ ـ

৫. **সমকালীন আরবজাতিকে অক্ষম করে দেওয়া :** আল কুরআন সমগ্র মানবজাতিকে তার অনুরূপ সামান্য একটি আয়াত রচনা করতে চরমভাবে অক্ষম করে দিয়েছে। যার প্রমাণ হলো কুরআন মাজীদ অবতরণকালে আরবের শ্রেষ্ঠতম আরবি ভাষাবিদ ও কবিগণ আল কুরআনের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেনি। এমনকি তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম কবি ও ভাষাবিদ লাবীদ ইবনে রবীয়া কাবা শরীফের দেয়ালে সূরা 'আল কাউসার'-এর মতো ছোট একটি সূরা দেখে তার অনুরূপ রচনায় অক্ষম হয়ে বলেছিল– لَيْسَ هٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ

৬. **চ্যালেঞ্জ ঘোষণা :** আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) আল কুরআনের মুজিযার একটি উল্লেখযোগ্য দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেন, তা হলো তৎকালীন আরবরা ভাষাশৈলী ও কাব্য প্রতিভায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা সত্ত্বেও আল কুরআনকে অস্বীকার করত। তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে কুরআনের অনুরূপ কিছু রচনা করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী–

فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِثْلِهٖ اِنْ كَانُوْا صَادِقِيْنَ ـ (اَلطُّوْرُ : ٣٤)

৭. **সাবলীল বর্ণনায় গাম্ভীর্যপূর্ণ মর্মার্থ :** আল কুরআনের ভাষা অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ও সাবলীল। একজন কচি শিশুও সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ করে ফেলতে পারে, কিন্তু যুগ যুগ ধরে সাধনা চালিয়েও তার তলদেশে পৌঁছা যায় না।

৮. **অনুপম রূপ :** কুরআন মাজীদের অলৌকিকত্বের একটি রূপ হলো বিস্ময়কর শব্দ, গ্রন্থনারীতি ও অনুপম বাচনভঙ্গি, যা আরবদের কথোপকথনের পদ্ধতিসমূহ হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এমনকি পৃথিবীর কোনো পণ্ডিতই এরূপ অনুপম ও হৃদয়গ্রাহী রচনায় সক্ষম হয়নি।

৯. **কাফের মুশরিকদের আকর্ষণ :** কুরআন মাজীদের শত বিরোধিতা করার পর আবু জাহলের মতো শীর্ষস্থানীয় কাফের নেতা পর্যন্ত কাবার দেয়ালে কান লাগিয়ে আল কুরআনের মর্মস্পর্শী তেলাওয়াত শুনত। এতে প্রমাণ হয়, আল কুরআনের প্রতি কাফের মুশরিকদের প্রবল আকর্ষণ ছিল। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী– لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ـ (فُصِّلَتْ : ٢٦)

১০. **সকল জ্ঞানের উৎস :** আল্লাহ তায়ালা বলেন– مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ـ (اَلْاَنْعَامُ : ٣٨) অর্থাৎ, আল কুরআনে আমি কোনোকিছুই বাদ দেইনি। ড. মরিস বুকাইলি-এর একটি মন্তব্য যথার্থই মনে হয়– The Quran will be regarded as an academy of science for the scientistic, a lexicon for etymologist, a grammar book for grammarian, a book of prosody for poets and encyclopedia of laws and legislation.

১১. **সন্দেহাতীত সংরক্ষিত ও সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ :** আল কুরআন সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন– ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ . অনেক ধর্মগ্রন্থ বিকৃত হয়েছে; কিন্তু কুরআন মাজীদ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত। কোটি কোটি হাফেয একে মুখস্থ রাখেন। এত বেশি পঠিত পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ নেই। এভাবে আল্লাহই এটি সংরক্ষণ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ ـ (اَلْحِجْرُ : ٩)

১২. **বিচ্ছিন্ন বর্ণসমূহের উল্লেখ :** আল কুরআনুল কারীমে হুরূফে মুকাত্তায়াত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই অবগত। সৃষ্টিকুলের জানার কোনো অবকাশ নেই। অর্থাৎ আল কুরআনুল কারীমে এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা যে-কোনো শব্দ থেকে আলাদা। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ কুরআনের মুজিযার প্রমাণ দিয়েছেন।

১৩. **মুহকাম ও মুতাশাবিহ আয়াতের উল্লেখ :** আল কুরআনুল কারীমে মুহকাম ও মুতাশাবিহ দু'ধরনের আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, যা শ্রেষ্ঠ মুজিযা হওয়ার দাবি রাখে।

সমাপনী : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, আল কুরআনুল কারীম সম্পূর্ণটাই মুজিযা। এর প্রকাশভঙ্গি এতটাই মোহনীয় যে, তা বারবার মানুষকে আকর্ষণ করে। আল কুরআনের ছন্দময়তা, ভাবের তীব্রতা, ভাষার সুস্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ততা, সাবলীলতা, বাক্যবিন্যাস, কাহিনির সমাবেশ, উপমার ব্যবহার ইত্যাদি সবকিছুতেই রয়েছে অলৌকিকতা।

■ اَلسُّؤَالُ (١٣) : عَرِّفِ التَّفْسِيْرَ وَالتَّأْوِيْلَ مَعَ ذِكْرِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ـ

■ **প্রশ্ন : ১৩** ॥ পার্থক্য উল্লেখসহ اَلتَّفْسِيْرُ ও اَلتَّأْوِيْلُ-এর সংজ্ঞা দাও।

উত্তর ।। **উপস্থাপনা :** তাফসীর ও তাবীল কুরআন গবেষণাসংক্রান্ত দুটি পরিভাষা। তাফসীর এমন এক শাস্ত্র, যেখানে মানুষের সাধ্যানুযায়ী আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর উদ্দেশ্য নির্ণয়ে আল কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। আর তাবীল হলো, অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে আল কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ। আল কুরআনের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে হলে এসব পরিভাষা সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জন জরুরি। নিচে তাফসীর ও তাবীল-এর পরিচয় এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

➲ تَعْرِيْفُ التَّفْسِيْرِ (اَلتَّفْسِيْرُ-এর পরিচয়) :

আভিধানিক অর্থ : اَلتَّفْسِيْرُ শব্দটি ف ـ س ـ ر মাদ্দাহ হতে বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন– هُوَ الشَّرْحُ وَالْبَيَانُ তথা ব্যাখ্যা ও বর্ণনা।

২. ইতকান গ্রন্থপ্রণেতার মতে– اَلْبَيَانُ وَالْكَشْفُ তথা বর্ণনা ও উন্মোচন করা।

৩. আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন গ্রন্থপ্রণেতার মতে– اَلتَّفْسِيْرُ هُوَ الْاِيْضَاحُ وَالْبَيَانُ অর্থাৎ, تَفْسِيْر হলো স্পষ্টীকরণ ও বিবরণ।

৪. কতিপয় অভিধানবেত্তার মতে– اَلتَّفْسِيْرُ শব্দটি تَفْسِرَة হতে নিষ্পন্ন; এর অর্থ– অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে রোগজীবাণু চিহ্নিত করা।

৫. لِسَانُ الْعَرَبِ গ্রন্থকারের মতে– كَشْفُ الْمُغَطَّى তথা আবৃত বস্তু উন্মোচন করা।

৬. আবুল হাইয়ান (র) বলেন, এটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য খুলে দেওয়া অর্থে ব্যবহার হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : اَلتَّفْسِيْرُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মুফাসসিরীনে কেরামের বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. জমহুর তাফসীরকারের মতে– اَلتَّفْسِيْرُ هُوَ عِلْمٌ بِاُصُوْلٍ يُعْرَفُ بِهَا مَعَانِىْ كَلَامِ اللّٰهِ عَلٰى حَسْبِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ
অর্থাৎ, তাফসীর হলো মৌলিক কতিপয় ইলমের নাম, যা দ্বারা মানুষের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ তায়ালার কালামের উদ্দেশ্য জানা যায়।

২. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন–
هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْه عَنْ اَحْوَالِ الْكِتَابِ الْعَزِيْزِ الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ مِنْ حَيْثُ نُزُوْلِهٖ وَسَنَدِهٖ وَاَدَبِهٖ وَاَلْفَاظِهٖ وَمَعَانِيهِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالنَّظْمِ وَالْاَحْكَامِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ ـ
অর্থাৎ, اَلتَّفْسِيْرُ এমন শাস্ত্রের নাম, যাতে সম্মানিত কিতাব কুরআন মাজীদের অবতীর্ণ হওয়া, এর বর্ণনাধারা, নিয়মাবলি, শব্দাবলি, শব্দ ও বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ ও অন্যান্য বিষয়ের অবস্থাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

৩. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন– تَوْضِيْحُ مَعْنَى الْاٰيَةِ وَشَأْنِهَا وَقِصَّتِهَا وَالسَّبَبِ الَّذِىْ نَزَلَتْ فِيْهِ بِلَفْظٍ يَدُلُّ دَلَالَةً ظَاهِرَةً

৪. আল্লামা যারকানী (র) বলেন– هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ اَحْوَالِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ مِنْ حَيْثُ دَلَالَتِهٖ عَلٰى مُرَادِ اللّٰهِ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ
অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম, যেখানে আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর উদ্দেশ্য নির্ণয়ে আল কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে মানুষের সাধ্যানুযায়ী আলোচনা করা হয়।

৫. আল্লামা বদরুদ্দীন আয যারকাশী (র) বলেন–
هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهٖ فَهْمُ كِتَابِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلِ عَلٰى نَبِيِّه مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَانُ مَعَانِيْهِ واسْتِخْرَاجُ اَحْكَامِهٖ وَحِكَمِهٖ ـ
অর্থাৎ, এটা এমন এক বিদ্যার নাম, যা দ্বারা মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব অনুধাবন ও তার অর্থের ব্যাখ্যা করা যায় এবং আয়াতের হুকুম-আহকাম ও রহস্যাবলি বের করা যায়।

৬. ড. মুহাম্মাদ হোসাইন আয যাহাবী (র) বলেন– بَيَانُ كَلَامِ اللّٰهِ اَوْ اَنَّهُ الْمُبَيِّنُ لِاَلْفَاظِ الْقُرْاٰنِ وَمَفْهُوْمَاتِهَا

➲ تَعْرِيْفُ التَّأْوِيْلِ (اَلتَّأْوِيْلُ-এর পরিচয়) :

আভিধানিক অর্থ : اَلتَّأْوِيْلُ শব্দটি أ ـ و ـ ل মাদ্দাহ হতে বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. اَلتَّشْرِيْحُ তথা বিশ্লেষণ করা।
২. اَلتَّرْجِيْحُ তথা অগ্রাধিকার দেওয়া।
৩. اَلتَّفْسِيْرُ তথা ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করা।
৪. اَلتَّقْدِيْرُ তথা নির্ধারণ করা।
৫. حُسْنُ عَاقِبَة তথা শুভ পরিণাম। যেমন কুরআনে এসেছে– هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَأْوِيْلَهٗ (اَلْاَعْرَافُ : ٥٣) اَىْ عَاقِبَتَهٗ
৬. اَلتَّفْكِيْرُ তথা চিন্তা গবেষণা করা।
৭. اَلتَّوْضِيْحُ তথা ব্যাখ্যা করা ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : اَلتَّأْوِيْلُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন–
اَلتَّأْوِيْل فِى الشَّرْعِ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ الظَّاهِرِ اِلٰى مَعْنًى يَحْتَمِلُهٗ اذَا كَانَ الْمُحْتَمِلُ الَّذِىْ يَرَاهُ مُوَافِقًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ـ
অর্থাৎ, পরিভাষায় তাবীল বলা হয়, শব্দকে প্রকাশ্য অর্থ থেকে তার সম্ভাবনাময় অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করা যখন সম্ভাবনাময় অর্থ কুরআন ও হাদীসের অনুকূলে হয়।

২. আল্লামা মাতুরিদী (র)-এর মতে– فَهُوَ تَرْجِيْحُ اَحَدِ الْمُحْتَمَلَاتِ بِدُوْنِ الْقَطْعِ

৩. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে– اَلتَّأْوِيْلُ فِى الشَّرْعِ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ الظَّاهِرِ اِلٰى مِعْنًى يَحْتَمِلُهٗ

৪. আল্লামা আবুল হাসান (র) বলেন– اَلتَّأْوِيْلُ هُوَ تَرْجِيْحُ اَحَدِ الْمُحْتَمَلَاتِ بِدُوْنِ الْقَطِعِ وَالشَّهَادَةِ عَلَى اللّٰهِ

৫. ইমাম বাগাভী (র)-এর মতে–
هُوَ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ الظَّاهِرِ اِلٰى مَعْنًى يَحْتَمِلُهٗ اذَا كَانَ الْمُحْتَمِلُ الَّتِىْ يَرَاهُ مُوَافِقًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ـ

৬. ওলামায়ে মুতায়াখখেরীনের মতে– هُوَ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى الرَّاجِحِ اِلَى الْمَعْنَى الْمَرْجُوْحِ لِدَلِيْلٍ يَقْتَرِنُ بِهٖ
অর্থাৎ, প্রাধান্যযোগ্য অথবা প্রকাশ্য অর্থ থেকে সংশ্লিষ্ট কোনো দলীলের ভিত্তিতে অপ্রাধান্য বা অপ্রকাশ্য অর্থের দিকে কোনো শব্দকে নিয়ে যাওয়াকে اَلتَّأْوِيْلُ বলা হয়।

➲ اَلْفَرْقُ بَيْنَ التَّفْسِيْرِ وَالتَّأْوِيْلِ :

التَّفْسِيْرُ ও التَّأْوِيْلُ-এর মধ্যকার পার্থক্য : التَّفْسِيْرُ ও التَّأْوِيْلُ-এর মাঝে কতিপয় পার্থক্য রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কিছু পার্থক্য নিম্নরূপ–

ক. **আভিধানিক পার্থক্য :** اَلتَّفْسِيْرُ-এর অর্থ– স্পষ্ট করা, সঠিক তথ্য উন্মোচন করা। পক্ষান্তরে, اَلتَّأْوِيْلُ -এর অর্থ– ব্যাখ্যা করা।

খ. **পারিভাষিক পার্থক্য :** পরিভাষায়, اَلتَّفْسِيْرُ-এর সংজ্ঞা হলো– هُوَ عِلْمٌ مِنْ مَعْنٰى نَظْمِ الْقُرْاٰنِ بِحَسْبِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ
পক্ষান্তরে, اَلتَّأْوِيْلُ বলা হয়– هُوَ تَشْرِيْحُ الْقُرْاٰنِ بِاعْتِبَارِ الدِّرَايَةِ

গ. **অন্যান্য পার্থক্য :** اَلتَّفْسِيْرُ ও اَلتَّأْوِيْلُ-এর মাঝে আরও কতিপয় পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

১. আবু ওবায়েদ (র) বলেন– اَلتَّفْسِيْرُ ও اَلتَّأْوِيْلُ উভয়টি একই অর্থে ব্যবহার হয়। এতদুভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সে হিসেবে এদের সম্পর্ক হয়– نِسْبَةُ التَّسَاوِىْ

২. আবু তালেব সা'লাবী (র) বলেন, হাকীকি বা মাজাযী অর্থ বর্ণনার নাম তাফসীর। অন্যদিকে লুক্কায়িত ভাব বর্ণনা করার নাম তাবীল। এদিক থেকে এতদুভয়ের মধ্যে نِسْبَةُ التَّبَايُنِ বিদ্যমান।

৩. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, শুধু আল্লাহর কিতাবের ক্ষেত্রেই তাবীল এবং আল্লাহপ্রদত্ত ও মানবরচিত সবকিছুর ক্ষেত্রে তাফসীর ব্যবহার হয়। তখন এদের সম্পর্ক হয়– عَامٌّ خَاصٌّ مُطْلَق

৪. اَلتَّفْسِيْرُ হলো অর্থগত জড়তার ব্যাখ্যা। আর اَلتَّأْوِيْلُ হলো ভাবার্থমূলক ব্যাখ্যা।

৫. اَلتَّفْسِيْرُ-এর মধ্যে ভুল হলে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে, اَلتَّأْوِيْلُ-এর মধ্যে ভুল হলে গুনাহগার হবে না।

৬. رِوَايَة-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে اَلتَّفْسِيْرُ আর دِرَايَة-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে اَلتَّأْوِيْلُ বলা হয়।

৭. আল্লামা আবুল মানসুর আল মাতুরিদী (র) বলেন– اَلتَّفْسِيْرُ হলো অকাট্য ও গ্রহণীয় ব্যাখ্যা। আর اَلتَّأْوِيْلُ হলো সম্ভাব্য ব্যাখ্যা, যা গ্রহণীয় নয়।

৮. আল্লামা জুরজানী (র) একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন– يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ (الروم : ١٩)-এর তাফসীর হলো ডিম থেকে পাখি সৃষ্টি করা; আর এর তাবীল হলো কাফেরের ঔরসে মুমিন জন্ম দেওয়া।

৯. আল্লামা বাগাভী (র)-এর মতে, গবেষণার মাধ্যমে একটি অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া হলো তাবীল; আর তাফসীর হচ্ছে আয়াতের শানে নুযূল ও ঘটনাসম্পর্কিত আলোচনা।

১০. আল্লামা সাবুনী (র)-এর মতে, তাফসীর হচ্ছে স্পষ্ট অর্থ; আর তাবীল হচ্ছে নিগূঢ় তত্ত্ব।

সমাপনী : পরিশেষে বলা যায়, تَفْسِيْر ও تَأْوِيْل ইলমে তাফসীরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। কুরআন মাজীদ সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য তাফসীরশাস্ত্রের জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। তাই মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে عِلْمُ التَّفْسِيْرِ-এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

مَجْمُوْعَة (ب) [খ অংশ]

اَلدَّرَجَاتُ : ٥ × ٤ = ٢٠

■ اَلسُّؤَالُ (١٤) : اُكْتُبْ تَرْتِيْبَ سُوَرِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ-

■ **প্রশ্ন : ১৪** ॥ আল কুরআনুল কারীমের সূরাসমূহের বিন্যাস লেখ।

উত্তর ।। **উপস্থাপনা :** আল কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের ধারাবাহিকতা বলতে বোঝায় এগুলোর ক্রমধারা। কুরআন মাজীদের ১১৪টি সূরা যে ধারাবাহিকতায় সাজানো হয়েছে তাকে تَرْتِيْبُ السُّوَر বলা হয়। নিচে প্রশ্নালোকে সূরার তারতীব তথা বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

➲ تَرْتِيْبُ سُوَرِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ :

আল কুরআনুল কারীমের সূরাসমূহের বিন্যাস : কুরআন মাজীদের সূরাসমূহের تَرْتِيْب তথা ধারাবাহিকতা কি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (স)-এর নির্দেশে تَوْقِيْفِى হয়েছে, না কি সাহাবায়ে কেরামের ইজতেহাদের ভিত্তিতে হয়েছে, এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন–

১. **জমহুরের অভিমত :** সমগ্র মুসলিম মিল্লাত ও সাহাবীগণের অভিমত হচ্ছে, আল কুরআনের আয়াতসমূহ নির্ধারণ ও সাজানো تَوْقِيْفِى তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) প্রদত্ত নিয়ম ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক হয়েছে। এতে মানুষের কোনো চিন্তা-চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটেনি, আল কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, আল কুরআনের আয়াতসমূহের বিন্যাস ও সূরাসমূহের মধ্যে সন্নিবেশ করা সবই تَوْقِيْفِى; এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

দলীল : তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে নিচে বর্ণিত দলীলসমূহ পেশ করেন–

ক. হজরত ওসমান (রা) বলেন, কুরআন মাজীদ অবতরণকালে মহানবী (স) বলতেন–
ضَعُوْا هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ فِى السُّوْرَةِ الَّتِىْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا -

খ. হজরত ওসমান ইবনে আবিল আস (রা) বলেন–
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) اِذْ شَخَصَ بِبَصَرِهٖ ثُمَّ صَوَّبَهٗ ثُمَّ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَضَعَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ هٰذَا الْمَوْضَعِ مِنْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ -

গ. হজরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেন– كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) نُؤَلِّفُ الْقُرْاٰنَ مِنَ الرِّقَاعِ
উক্ত হাদীসে نُؤَلِّفُ-এর ব্যাখ্যায় ইমাম বায়হাকী (র) বলেন–
اَلْمُرَادُ بِهٖ تَأْلِيْفُ مَا نُزِّلَ مِنَ الْاٰيَاتِ الْمُفَرَّقَةِ سُوَرُهَا وَجَمْعُهَا فِيْهَا بِاِشَارَةِ النَّبِىِّ (صـ) -

২. **কতিপয়ের অভিমত :** ইমাম মালেক, কাযী আবু বকর আল বাকিল্লানী, ইবনে ফারেস (র) প্রমুখ বলেন, কুরআন মাজীদের সূরার ধারাবাহিকতা সাহাবায়ে কেরামের ইজতেহাদ ও ইজমার ভিত্তিতে হয়েছে।

দলীল : তাঁরা নিজেদের দাবির পক্ষে দলীল উপস্থাপন করে বলেন, প্রাথমিক যুগে বিভিন্ন ধরনের পাণ্ডুলিপি ছিল। যেমন–

ক. হজরত আলী (রা)-এর পাণ্ডুলিপি ছিল অবতরণের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী। অর্থাৎ প্রথমে সূরা আল আলাক, তারপর সূরা আল মুদ্দাসসির, তারপর সূরা আল কলম, তারপর সূরা আল মুযযাম্মিল, তারপর সূরা আল লাহাব, তারপর সূরা আত তাকভীর এভাবে শেষ পর্যন্ত।

খ. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর পাণ্ডুলিপিতে ছিল প্রথমে সূরা আল বাকারা, তারপর সূরা আন নিসা, তারপর সূরা আলে ইমরান এভাবে শেষ পর্যন্ত।

গ. হজরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) এবং অন্যদের পাণ্ডুলিপিও অনুরূপ ছিল। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যে সূরার এ ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

উভয় দলের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান : আল্লামা যারকাশী (র) উভয় দলের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে 'আল বুরহান' গ্রন্থে লিখেছেন যে, সূরার ধারাবাহিকতা নিয়ে উভয় দলের এ মতভেদ اِخْتِلَاف لَفْظِى তথা আক্ষরিক মতভেদমাত্র। প্রকৃতপক্ষে কোনো মতভেদ নেই। কেননা যাঁরা বলেন, সূরাসমূহের ধারাবাহিকতা আল্লাহ ও মহানবী (স)-এর নির্দেশেই হয়েছে তাঁরা কুরআন অবতীর্ণের কারণ এবং এর শব্দাবলির অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকার কারণেই একথা বলে থাকেন। আর এ কারণেই ইমাম মালেক (র) বলেন– اِنَّمَا اَلَّفُوا الْقُرْاٰنَ مَا كَانُوْا يَسْمَعُوْنَهٗ مِنَ النَّبِىِّ (صـ); অথচ তিনি সূরাসমূহের বিন্যাস সাহাবায়ে কেরামের ইজতেহাদের ভিত্তিতে হওয়ার প্রবক্তা।

সমাপনী : মহানবী (স)-এর নিকট যখন কুরআনের আয়াত নাযিল হতো, সাথে সাথে তিনি তা লিখিয়ে নিতেন এবং কোন আয়াত কোন সূরার কোথায় সংযোজন করতে হবে, তার বিন্যাসপদ্ধতিও বলে দিতেন। এ কাজটি তিনি অহীর মাধ্যমে জেনে করতেন। কাজেই কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের বিন্যাস কারও গবেষণার ফসল নয়; বরং তা সম্পূর্ণ تَوْقِيْفِى তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

■ اَلسُّؤَالُ (١٥) : عَرِّفِ الْحَدِيْثَ الْقُدْسِىَّ بِالْمِثَالِ-

■ **প্রশ্ন : ১৫** ॥ উদাহরণসহ হাদীসে কুদসীর সংজ্ঞা দাও।

উত্তর ।। **উপস্থাপনা :** আল কুরআন ও আল হাদীস ইসলামী শরীয়তের প্রধান দুটি মূল উৎস। ইসলামী শরীয়তের সকল নীতিমালা ও বিধিবিধান এ দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত। আল কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। আর হাদীস হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী। আবার কিছু হাদীস এমন রয়েছে যেগুলোর ভাষা রাসূলুল্লাহ (স)-এর হলেও ভাব মহান আল্লাহর। এগুলোকে হাদীসে কুদসী বলে। নিচে প্রশ্নালোকে আলোচনা করা হলো।

➲ مَعْرِفَةُ الْحَدِيْثِ الْقُدْسِىِّ :

আভিধানিক অর্থ : اَلْحَدِيْثُ الْقُدْسِىّ শব্দটি مُرَكَّب تَوْصِيْفِى; যা اَلْحَدِيْثُ ও اَلْقُدْسِىّ শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে গঠিত। اَلْحَدِيْثُ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো اَحَادِيْث; এর অর্থ– কথা, বাণী, বক্তব্য, উক্তি ইত্যাদি।

আর اَلْقُدْسِىّ শব্দটি قُدْسٌ থেকে নির্গত। এর অর্থ– পবিত্র। যেমন আল্লাহ তায়ালার একটি নাম রয়েছে– قُدُّوْسٌ তথা পবিত্র। সুতরাং اَلْحَدِيْثُ الْقُدْسِىّ-এর সম্মিলিত অর্থ হলো– পবিত্র হাদীস, মহান হাদীস।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : হাদীসে কুদসীর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। যেমন–

১. مَبَاحِثُ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ প্রণেতা আল্লামা মান্না আল কাত্তান (র) বলেন–

اَلْحَدِيْثُ الْقُدْسِىُّ هُوَ مَا يُضِيْفُهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى-

অর্থাৎ, নবী কারীম (স) যে হাদীস আল্লাহ তায়ালার প্রতি সম্পৃক্ত করেন, তাকে হাদীসে কুদসী বলে।

২. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন–

اَلْحَدِيْثُ الْقُدْسِىُّ مَا يَرْوِيْهِ صَدْرُ الرُّوَاةِ وَبَدْرُ التُّقَاتِ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَاَكْمَلُ التَّحِيَّاتِ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ تَارَةً بِوَاسِطَةِ جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَارَةً بِالْوَحْىِ وَالْاِلْهَامِ وَالْمَنَامِ مُفَوَّضًا اِلَيْهِ التَّعْبِيْرُ بِأَىِّ عِبَارَةٍ شَاءَ مِنْ اَنْوَاعِ الْكَلَامِ-

৩. আল্লামা তীবি (র) বলেন–

اَلْحَدِيْثُ الْقُدْسِىُّ اَخْبَارُ اللّٰهِ مَعْنَاهُ بِالْاِلْهَامِ وَالْمَنَامِ فَاَخْبَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمَّتَهٗ بِعِبَارَةِ نَفْسِهٖ-

অর্থাৎ, হাদীসে কুদসী হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী। যার মূলকথা ইলহাম বা স্বপ্নযোগে তিনি নবী কারীম (স)-কে জানিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তা নিজের ভাষায় স্বীয় উম্মতের নিকট বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য, হাদীসে কুদসীর ভাব মহান আল্লাহর। আর এটি নবী করীম (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে নিজ বর্ণনা করতেন। তাই এর ভাষা ছিল রাসূল (স)-এর নিজস্ব।

➲ مِثَالُ الْحَدِيْثِ الْقُدْسِىِّ :

হাদীসে কুদসীর উদাহরণ :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ سَبَقَتْ رَحْمَتِىْ غَضَبِىْ- (رَوَاهُ مُسْلِمْ)

অর্থাৎ, হজরত আবু হোরায়রা (রা) নবী কারীম (স) হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার রহমত আমার ক্রোধকে অতিক্রম করেছে। (মুসলিম)

সমাপনী : আল কুরআনের ব্যাখ্যা হাদীস শরীফ দু'প্রকার। একপ্রকার হলো, যার ভাব ও ভাষা রাসূল (স)-এর। এটাকে হাদীসে নববী বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার হলো, যার ভাব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আগত; কিন্তু ভাষা রাসূল (স)-এর নিজস্ব। এটাকে হাদীসে কুদসী বলা হয়।

■ اَلسُّؤَالُ (١٦) : اَوْضِحْ تَأْوِيْلَ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ" -

■ **প্রশ্ন : ১৬** ॥ আল্লাহ তায়ালার বাণী– اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ-এর মর্ম স্পষ্ট কর।

উত্তর।। আল্লাহ তায়ালার বাণী– اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ ... اَلْاٰيَةُ-এর মর্ম : প্রশ্নোক্ত আয়াতে কারীমাটি সূরা আদ দুখানের তিন নম্বর আয়াত। এ আয়াতে পবিত্র রজনিতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ হলো– 'আমি কুরআনকে এক বরকতময় রজনিতে নাযিল করেছি। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।' এ আয়াতের মর্ম তথা তাবীল বর্ণনায় মুফাসসিরগণের অভিমত নিম্নরূপ–

১. আল্লামা ইমাম বাগাভী (র) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে বলেন, আয়াতে لَيْلَةٌ مُّبَارَكَةٌ তথা পবিত্র রজনি বলতে কাতাদা (র) ও ইবনে যায়েদ (র) লাইলাতুল কদরকে বুঝিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা ঐ রাতেই কুরআন মাজীদ লাওহে মাহফুয থেকে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ করেন। অতঃপর জিবরাঈল (আ) সুদীর্ঘ তেইশ বছর প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে মুহাম্মাদ (স)-এর কাছে অহী নিয়ে আসেন। এটিই গ্রহণযোগ্য অভিমত।
২. কেউ কেউ বলেন এখানে পবিত্র রজনী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ তথা শাবান মাসের অর্ধ রজনি।
৩. তাফসীরে জালালাইন প্রণেতা আয়াতের তাবীল বর্ণনায় বলেন, আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি কদর রজনিতে সপ্তম আকাশ থেকে দুনিয়ার আকাশে। এ বিষয়ে আমি তোমাদেরকে সতর্ককারী।
৪. তাফসীরে সাদী প্রণেতা অত্র আয়াতের তাবীল বর্ণনায় বলেন, সেই কিতাবের শপথ যেটির প্রতিটি আয়াত বর্ণনার প্রতি মুখাপেক্ষী, নিশ্চয় আমি এ কিতাবটি এমন এক মহারজনিতে অবতীর্ণ করেছি, যে রজনির কল্যাণ হাজার রাতের চেয়ে অধিক। আর তা হলো লাইলাতুল কদর। এর এ রজনি সম্পর্কে আমি তোমাদের জন্য সতর্ককারী।

■ اَلسُّؤَالُ (١٧) : بَيِّنْ حِكْمَةَ نُزُوْلِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ بِالتَّدْرِيْجِ -

■ **প্রশ্ন : ১৭** ॥ আল কুরআনুল কারীম ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হওয়ার হেকমত বর্ণনা কর।

উত্তর।। **উপস্থাপনা :** আল কুরআন অন্যান্য আসমানি কিতাবের মতো একত্রে অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহ তায়ালা ধীরে ধীরে বিক্ষিপ্তভাবে সময় সাপেক্ষে তা নবী কারীম (স)-এর নিকট নাযিল করেন। এ ধরনের নাযিলের বিভিন্ন হেকমত ও উপকারিতা রয়েছে। নিচে প্রশ্নালোকে আলোচনা করা হলো।

➲ حِكْمَةُ نُزُوْلِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ بِالتَّدْرِيْجِ :

আল কুরআনুল কারীম ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হওয়ার হেকমত : বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডে খণ্ডে আল কুরআন অবতীর্ণের পেছনে মহৎ হেকমত ও অসংখ্য রহস্য রয়েছে। আল্লামা মুহাম্মাদ আলী সাবুনী (র) তাঁর اَلتِّبْيَانُ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ গ্রন্থে এ বিষয়ে ছয়টি হেকমত বর্ণনা করেছেন। যথা–

১. تَثْبِيْتُ قَلْبِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَامَ اَذَى الْمُشْرِكِيْنَ তথা মুশরিকদের কষ্টের মোকাবিলায় নবী কারীম (স)-এর অন্তরকে সুদৃঢ় রাখা।
২. اَلتَّلَطُّفُ بِالنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ نُزُوْلِ الْوَحْىِ তথা অহী অবতীর্ণের সময় নবী কারীম (স)-এর প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করা।
৩. اَلتَّدَرُّجُ فِىْ تَشْرِيْعِ الْاَحْكَامِ السَّمَاوِيَّةِ তথা আসমানি বিধান চালুর ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক নীতিগ্রহণ করা।
৪. تَسْهِيْلُ حِفْظِ الْقُرْاٰنِ وَفَهْمِهٖ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ তথা মুসলমানগণের জন্য আল কুরআন মুখস্থ ও বোঝা সহজ করা।
৫. مُسَاوَرَةُ الْحَوَادِثِ وَالْوَقَائِعِ وَالتَّنْبِيْهُ عَلَيْهَا فِىْ حِيْنِهَا তথা বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের সাথে তাল মিলিয়ে চলা এবং সে বিষয়ে সজাগ থাকা।
৬. اَلْاِرْشَادُ اِلٰى مَصْدَرِ الْقُرْاٰنِ وَاِنَّهٗ تَنْزِيْلُ الْحَكِيْمِ الْحَمِيْدِ তথা আল কুরআনের উৎসের প্রতি নির্দেশ করা যে, এটি প্রজ্ঞানময় প্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

সমাপনী : আল কুরআন একত্রে অবতীর্ণ হলে মহানবী (স)-এর জন্য খুবই কষ্টকর হতো। তাঁর প্রতি সদয় হয়ে আল্লাহ তায়ালা ধীরে ধীরে একটু একটু করে আল কুরআন অবতীর্ণ করেন। এরপরও অহী নাযিলের সময় রাসূল (স) কষ্ট পেতেন, তাঁর কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ত। এছাড়াও কুরআন মাজীদ বিক্ষিপ্তভাবে নাযিলের আরও বহু উপকারিতা ও হেকমত রয়েছে।

■ اَلسُّؤَالُ (١٨) : اُذْكُرْ مَوَاقِعَ النَّسْخِ -

■ **প্রশ্ন : ১৮** ॥ اَلنَّسْخ-এর স্থানসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর।। **উপস্থাপনা :** আল্লাহ তায়ালা মানবতার দুনিয়াবি শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির জন্য আল কুরআন নাযিল করেছেন। আর এ আল কুরআনে বর্ণনা করেছেন জীবনচলার পথনির্দেশিকা। যেহেতু তিনি সৃষ্টির গূঢ়রহস্য জানেন, তাই অবস্থাভেদে এক বিধানকে অন্য বিধান দ্বারা পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছেন। এটাকেই শরীয়তে নাসখ বলে। নিচে প্রশ্নালোকে আলোচনা করা হলো।

➲ مَوَاقِعُ النَّسْخ :

اَلنَّسْخ-এর স্থানসমূহ : نَسْخ-এর বিধান শুধু আদেশ নিষেধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। খবর বা ঘটনাবলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কারণ, খবর বা ঘটনাবলিতে নাসখ প্রযোজ্য হলে মহান আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা ধারণার আশঙ্কা তৈরি হয়। অথচ আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে মিথ্যার কল্পনা করাও অসম্ভব। এ সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত নিম্নরূপ–

১. কেউ কেউ বলেন, খবরটি যদি কোনো শরয়ী হুকুমের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে তাতে নাসখ বৈধ। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا অর্থাৎ, খেজুর ও আঙুরের ফলফলাদি থেকে তোমরা নেশার উপকরণ গ্রহণ করে থাক।

২. আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তায়ালা نَسْخ-এর ক্ষেত্রে হালালকে হারাম করেন, হারামকে হালাল করেন। সুতরাং নাসখ কখনও আদেশ নিষেধ, বৈধ-অবৈধ ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং ঘটনাবলির ক্ষেত্রে যেমন নাসিখ পাওয়া যাবে না, অনুরূপ মানসুখও পাওয়া যাবে না।

৩. আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন, نَسْخ-এর সবগুলো বিষয় রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তাঁর ইন্তেকালের পর এবং শরীয়ত সুনির্দিষ্ট হওয়ার পর আর কোনো নাসখ নেই। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ফলে অহী বন্ধ হওয়ার পর ইজমা কখনো নাসখ হয় না এবং এর দ্বারা অন্য কোনো বিধানও নাসখ করা যায় না। কেননা, ইজমা সংঘটিত হয়েছে অহী বন্ধ হওয়ার পর।

৪. মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী (র) বলেন– اِنَّمَا لَا يَكُوْنُ فِى الْاَخْبَارِ وَالْقَصَصِ اِنَّمَا يَكُوْنُ فِى الْاَحْكَامِ الَّتِىْ فِيْهَا حَلَالٌ وَحَرَامٌ অর্থাৎ, নাসখ সংবাদ ও ঘটনাবলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না; বরং এটা হালাল হারাম সংবলিত শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

সমাপনী : নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে হলে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে অবগতি লাভ করা অত্যন্ত জরুরি। এর মাধ্যমে শরীয়তের বিধানাবলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব।

■ اَلسُّؤَالُ (١٩) : بَيِّنْ اَقْسَامَ التَّفْسِيْرِ-

■ **প্রশ্ন : ১৯** ॥ তাফসীর-এর প্রকারসমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর ।। **উপস্থাপনা :** তাফসীরশাস্ত্র হলো এসব সঞ্চিত ধনভাণ্ডার ও অমূল্য সম্পদের অবস্থানস্থল। ইলমী পরিভাষা অনুসারে তাফসীর তিন প্রকার। বর্ণনাভিত্তিক তাফসীর, বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর ও ইঙ্গিতমূলক তাফসীর। নিচে প্রশ্নালোকে আলোচনা করা হলো।

➲ اَقْسَامُ التَّفْسِيْرِ :

তাফসীরের প্রকারসমূহ : তাফসীরের প্রকারভেদ নিম্নরূপ–

ড. মুহাম্মাদ হোসাইন আয যাহাবী (র) তাফসীরকে প্রথমত দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা– ১. اَلتَّفْسِيْرُ بِالْمَأْثُوْرِ ও ২. اَلتَّفْسِيْرُ بِالرَّأْىِ

আল্লামা মুহাম্মাদ আলী সাবুনী (র) বলেন– সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক পরিভাষা অনুযায়ী তাফসীর তিন প্রকার। যথা–

১. اَلتَّفْسِيْرُ بِالرِّوَايَةِ তথা বর্ণনাভিত্তিক তাফসীর। এটাকে اَلتَّفْسِيْرُ بِالنَّقْلِ ও اَلتَّفْسِيْرُ بِالْمَأْثُوْرِ বলা হয়।

২. اَلتَّفْسِيْرُ بِالدِّرَايَةِ তথা বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর। যাকে اَلتَّفْسِيْرُ بِالرَّأْىِ বলা হয়।

৩. اَلتَّفْسِيْرُ بِالْاِشَارَةِ তথা ইঙ্গিতমূলক তাফসীর। এটাকে আলেমগণ اَلتَّفْسِيْرُ الْاِشَارِىُّ বলে থাকেন। নিচে তাফসীরের প্রতিটি প্রকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

১. اَلتَّفْسِيْرُ بِالْمَأْثُوْرِ-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : اَلْمَأْثُوْرُ শব্দের অর্থ– পরম্পরাগত, ঐতিহ্যগত, বর্ণনামূলক ইত্যাদি। সুতরাং اَلتَّفْسِيْرُ بِالْمَأْثُوْرِ-এর অর্থ হলো, পরম্পরাগত বা বর্ণনামূলক তাফসীর। এর অপর নাম– اَلتَّفْسِيْرُ بِالرِّوَايَةِ;

পারিভাষিক সংজ্ঞা : اَلتَّفْسِيْرُ بِالْمَأْثُوْرِ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় ড. আহমাদ আমীন (র) বলেন–

نَفْهَمُ بِهِ الْمَنْقُوْلَ الَّذِىْ جَاءَ مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ مِثْلَ صَحِيْحِ الْبُخَارِىِّ وَالْمُسْلِمِ-

অর্থাৎ, তাফসীর বিল মাসূর বলতে আমরা মহানবী (স), সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে বর্ণিত তাফসীরের বর্ণনাকে বুঝি। যেমন– সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

২. اَلتَّفْسِيْرُ بِالرَّأْىِ-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : اَلرَّأْىُ শব্দের অর্থ– মত, অভিমত, চিন্তা, ধারণা, বিবেচনা, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। اَلرَّأْىُ শব্দটি বিশ্বাস, ইজতেহাদ বা কেয়াসের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। সাধারণত রায় বলতে জ্ঞানী ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত গবেষণার নির্যাস বা সিদ্ধান্তকেই বোঝায়। এ প্রকার তাফসীরকে اَلتَّفْسِيْرُ بِالدِّرَايَةِ তথা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে তাফসীর বলে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : اَلتَّفْسِيْرُ بِالرَّأْىِ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় اَلتَّفْسِيْرُ وَالْمُفَسِّرُوْنَ গ্রন্থকার বলেন–

اَلتَّفْسِيْرُ بِالرَّأْىِ عِبَارَةٌ عَنْ تَفْسِيْرِ الْقُرْاٰنِ بِالْاِجْتِهَادِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْمُفَسِّرِ لِكَلَامِ الْعَرَبِ وَمَنَاهِجِهِمْ فِى الْقَوْلِ وَمَعْرِفَتِهٖ لِلْاَلْفَاظِ الْعَرَبِيَّةِ وَوُجُوْهِ دَلَالَتِهَا وَاِسْتِعَانَتِهٖ فِىْ ذٰلِكَ بِالشِّعْرِ الْجَاهِلِىِّ وَوُقُوْفِهٖ عَلٰى اَسْبَابِ النُّزُوْلِ وَمَعْرِفَتِهٖ بِالنَّسْخِ وَالْمَنْسُوْخِ مِنْ اٰيَاتِ الْقُرْاٰنِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْاَدَوَاتِ الَّتِىْ يَحْتَاجُ اِلَيْهَا الْمُفَسِّرُ-

অর্থাৎ, اَلتَّفْسِيْرُ بِالرَّأْىِ হলো, আল কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ব্যাপারে গবেষণামূলক সিদ্ধান্ত। এটি কোনো তাফসীরকার আরবগণের ভাষা, বক্তব্যের ধরন, আরবি শব্দসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান এবং বিভিন্ন ইঙ্গিত যেগুলো সে জাহেলী যুগের কবিতার সাহায্যে জ্ঞাত হয়; যা আল কুরআনের আয়াতসমূহের অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট, নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কে জ্ঞান এবং মুফাসসিরের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি অর্জন করার পর গ্রহণ করেন।

৩. اَلتَّفْسِيْرُ الْاِشَارِىُّ-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : تَفْسِيْر اِشَارِى দুটি শব্দযোগে مُرَكَّب تَوْصِيْفِى; এর আভিধানিক অর্থ– ১. ইশারাগত তাফসীর, ২. ইঙ্গিতসূচক ব্যাখ্যা, ৩. রূপক বিশ্লেষণ, ৪. মাজাযী তাফসীর ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : تَفْسِيْر اِشَارِى-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় اَلتَّفْسِيْرُ وَالْمُفَسِّرُوْنَ গ্রন্থকার ড. মুহাম্মাদ হোসাইন আয যাহাবী (র) বলেন–

هُوَ تَأْوِيْلُ اٰيَاتِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ عَلٰى خِلَافِ مَا يُظْهَرُ مِنْهَا بِمُقْتَضَى اِشَارَاتٍ خَفِيَّةٍ تُظْهَرُ لِاَرْبَابِ السُّلُوْكِ وَيُمْكِنُ التَّطْبِيْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الظَّوَاهِرِ الْمُرَادَةِ-

অর্থাৎ, তাফসীরে ইশারী হলো, বাহ্য অর্থের বিপরীতে সূক্ষ্ম ইশারার চাহিদানুযায়ী আল কুরআনুল কারীমের এমন ব্যাখ্যা করা যা তাসাউফে পণ্ডিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রতীয়মান হয়। আর তার মাঝে এবং বাহ্যিক উদ্দেশ্যের মাঝে মিল করা সম্ভব হয়।

সমাপনী : ইলমি পরিভাষা অনুসারে তাফসীর তিন প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকার হলো, তাফসীর বিল মাসূর তথা বর্ণনামূলক তাফসীর। এ বিষয়ের ওপর বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের সম্যক জ্ঞানলাভ করা কর্তব্য।

■ اَلسُّؤَالُ (٢٠) : مَا الْمُرَادُ بِالْاِعْجَازِ اللُّغَوِىِّ؟

■ প্রশ্ন : ২০ ॥ اَلْاِعْجَازُ اللُّغَوِىُّ দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উত্তর।। اَلْاِعْجَازُ اللُّغَوِىُّ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْاِعْجَازُ اللُّغَوِىُّ যৌগিক শব্দ, যার অর্থ ভাষাগত মুজিযা। পরিভাষায়– اَلْاِعْجَازُ اللُّغَوِىُّ বলতে বোঝায়, কুরআনের এমন এক অলৌকিকতা, যা ভাষার দিক থেকে মানুষের সাধ্যাতীত। অর্থাৎ কুরআনের ভাষা, উপস্থাপনা, শব্দচয়ন, বাক্যগঠন, ছন্দ ও বক্তব্যের গভীরতা এমনভাবে উপস্থাপন হয়েছে যে, মানুষের পক্ষে এর মতো কিছু তৈরি করা সম্ভব নয়। এমনকি আল কুরআন আরবদের নিজস্ব ভাষায় নাযিল হয়েছে; আর তারা ছিল ভাষায় দক্ষ ও ফাসীহ। এরপরও তারা এর মতো কোনো সূরা কিংবা কোনো আয়াত উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

কেউ কেউ اَلْاِعْجَازُ اللُّغَوِىُّ -এর সংজ্ঞায় বলেন–

تَفَرَّدَ الْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمُ فِىْ نَظْمِهٖ وَاُسْلُوْبِهٖ وَبَلَاغَتِهٖ وَفَصَاحَتِهٖ وَعُمُقِ مَعَانِيْهٖ وَثَرَاءِ مُفْرَدَاتِهٖ بِمَا يَعْجَزُ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَنِ الْاِتْيَانِ بِمِثْلِهٖ أَوْ بِشَىْءٍ مِّنْ مِثْلِهٖ رَغْمَ تَحَدِّى الْقُرْاٰنِ لَهُمْ-

অর্থাৎ, আল কুরআনুল কারীমের বর্ণনা ও রচনাশৈলীতে এমন অনুপম শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে যা মানুষ ও জিন একত্রিত হয়েও এর অনুরূপ অথবা এর মতো করে কিছু উপস্থাপন করতে অক্ষম হয়েছে। কুরআনের বাক্য, শব্দ, ভাব, অর্থ এবং ছন্দে এমন এক অলৌকিকতা রয়েছে যা নিঃসন্দেহভাবে আল্লাহর বাণী হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

পরিশেষে বলা যায়, اَلْاِعْجَازُ اللُّغَوِىُّ হচ্ছে কুরআনের এমন অলৌকিক দিক, যা এর আসমানিগ্রন্থ হওয়ার প্রমাণ। ভাষার সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করেও কেউ এর অনুরূপ কিছু উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি।

■ اَلسُّؤَالُ (٢١) : اُكْتُبْ اَسْمَاءَ خَمْسِ مُؤَلَّفَاتٍ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ-

■ প্রশ্ন : ২১ ॥ عُلُوْمُ الْقُرْاٰن বিষয়ে রচিত পাঁচটি গ্রন্থের নাম লেখ।

উত্তর।। **উপস্থাপনা :** আল কুরআনুল কারীমের মর্মার্থ অনুধাবন ও উচ্চতর জ্ঞানবৃত্তি চর্চার প্রধান অনুষঙ্গ হলো উলূমুল কুরআন। এজন্য সকল শতাব্দীতে এ শাস্ত্রের ওপর মনীষীগণ প্রচুর গবেষণা করেছেন এবং বহুগ্রন্থ রচনা করে গেছেন। বিশেষ করে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী হতে এ শাস্ত্রের ওপর গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়ে বর্তমান যুগ পর্যন্ত অদ্যাবধি তা চলমান রয়েছে। নিচে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

➲ اَسْمَاءُ خَمْسِ مُؤَلَّفَاتٍ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰن :

عُلُوْمُ الْقُرْاٰن বিষয়ে রচিত পাঁচটি গ্রন্থের নাম : عُلُوْمُ الْقُرْاٰن শাস্ত্রের উৎপত্তি হয় রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগ থেকে। তবে স্বতন্ত্র ও মৌলিক শাস্ত্র হিসেবে এ বিষয়ের ওপর গ্রন্থ রচনা শুরু হয় হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে। নিচে এ শাস্ত্রে রচিত ৫টি গ্রন্থের নাম লেখকের নামসহ বর্ণিত হলো–

১. اَلْبُرْهَانُ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ : এ গ্রন্থের লেখক হলেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে বাহাদুর ইবনে আবদুল্লাহ আয যারকাশী (র)।
২. مَنَاهِلُ الْعِرْفَانِ : এর লেখক হলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীম যারকানী (র)।
৩. مَبَاحِثُ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ : এ গ্রন্থের লেখক ড. সুবহি সালেহ।
৪. مَبَاحِثُ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ : এ গ্রন্থের লেখক মান্না আল কাত্তান।
৫. اَلتِّبْيَانُ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ : এ গ্রন্থের লেখক আল্লামা মুহাম্মাদ আলী সাবুনী (র)।

সমাপনী : আল কুরআন মানবজাতির জীবনবিধান। এ পবিত্র গ্রন্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে উলূমুল কুরআনের যুগান্তকারী ভূমিকা রয়েছে। তাই এ বিষয়ে প্রণীত গ্রন্থাবলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক।

■ اَلسُّؤَالُ (٢٢) : بَيِّنِ الْفَرْقَ بَيْنَ الْاٰيَةِ وَالسُّوْرَةِ -

■ **প্রশ্ন : ২২** ॥ اٰيَة ও سُوْرَة-এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর।

উত্তর ।। **উপস্থাপনা :** প্রসিদ্ধ মতানুসারে আল কুরআনে ৬২৩৬টি আয়াত ও ১১৪টি সূরা রয়েছে। আয়াত হলো আল কুরআনের এক বা একাধিক বাক্য, যার শেষে নিঃশ্বাস ছেড়ে দিয়ে থামতে হয়। আল কুরআনুল কারীম অধ্যয়ন, গবেষণা ও মুখস্থকরণের সুবিধার্থে এটাকে বিশেষ বিশেষ নামের অনুচ্ছেদে বা অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এগুলোকে সূরা বলা হয়। নিচে প্রশ্নালোকে সূরা ও আয়াতের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

➲ اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْاٰيَةِ وَالسُّوْرَةِ :

اٰيَة ও سُوْرَة-**এর মধ্যকার পার্থক্য :** আয়াত ও সূরার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

১. **আভিধানিক পার্থক্য :** اٰيَةٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اٰيَاتٌ; এর আভিধানিক অর্থ– চিহ্ন, উপদেশ, দলীল ও প্রমাণ ইত্যাদি। আর سُوْرَةٌ শব্দটি একবচন। বহুবচনে سُوَرٌ; এর আভিধানিক অর্থ– অংশ, উচ্চস্থান, নিদর্শন ইত্যাদি।

২. **পারিভাষিক পার্থক্য :** পরিভাষায় আয়াত বলা হয়– طَائِفَةٌ ذَاتُ مَطْلَعٍ وَمَقْطَعٍ অর্থাৎ, এমন শব্দগুচ্ছ যার শুরুও শেষ রয়েছে। অপরদিকে সূরা হয়– طَائِفَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ مِنْ اٰيَاتِ الْقُرْاٰنِ ذَاتُ مَطْلَعٍ وَمَقْطَعٍ অর্থাৎ, আল কুরআনের আয়াতের স্বতন্ত্র একটি বাক্যসমষ্টি যার শুরু ও শেষ রয়েছে।

৩. **অন্যান্য পার্থক্য :** আভিধানিকও পারিভাষিক পার্থক্য ব্যতীত আয়াত ও সূরার মধ্যে আরও বহু পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

ক. আয়াত হলো কতগুলো শব্দের সমষ্টি। আর সূরা হলো আয়াতের সমষ্টি।

খ. সূরা হলো আল কুরআনের এক একটি অধ্যায় স্বরূপ। আর আয়াত হলো সূরার মধ্যকার আলোচনার বাক্য স্বরূপ।

গ. আয়াতের কোনো নির্দিষ্ট নাম নেই; কিন্তু প্রতিটি সূরার নির্দিষ্ট নাম রয়েছে।

ঘ. আল কুরআনের আয়াতসংখ্যা ৬২৩৬টি। আর সূরার সংখ্যা হলো ১১৪টি।

ঙ. আয়াতের বিষয়বস্তু একটা থাকে। আর সূরার বিষয়বস্তু একাধিক থাকে।

সমাপনী : পরিশেষে বলা যায় যে, আল কুরআন মহান আল্লাহপ্রদত্ত মানবজাতির জন্য এক মহানেয়ামত। এতে সর্বমোট ১১৪টি সূরা ও ৬২৩৬টি আয়াত রয়েছে। সূরা ও আয়াতের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট। সূরা হলো মূল আর আয়াত হলো তার শাখা বিশেষ।

■ اَلسُّؤَالُ (٢٣) : تَحَدَّثْ عَنِ الْكِتَابِ " اَلْفَوْزُ الْكَبِيْرُ فِىْ اُصُوْلِ التَّفْسِيْرِ " -

■ **প্রশ্ন : ২৩** ॥ اَلْفَوْزُ الْكَبِيْرُ فِىْ اُصُوْلِ التَّفْسِيْرِ কিতাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর ।। **উপস্থাপনা :** ইলমের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসি দেহলভী (র)। তিনি উপমহাদেশে ইলমে তাফসীর ও ইলমে হাদীসের প্রচার প্রসারে আমরণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। সমাজ ও দেশ থেকে সকল প্রকার শিরক, বিদয়াত বিদূরিত করার প্রত্যয়ে তাঁর আমরণ সংগ্রাম ছিল অনুকরণীয়। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'আল ফাউযুল কাবীর ফী উসূলিত তাফসীর' গ্রন্থটি অন্যতম। নিচে প্রশ্নালোকে এ গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

➲ اَلْبَحْثُ عَنِ الْكِتَابِ "اَلْفَوْزُ الْكَبِيْرُ فِىْ اُصُوْلِ التَّفْسِيْرِ" :

اَلْفَوْزُ الْكَبِيْرُ فِىْ اُصُوْلِ التَّفْسِيْرِ **সম্পর্কিত আলোচনা :**

১. **গ্রন্থ পরিচিতি :** গ্রন্থটির নাম اَلْفَوْزُ الْكَبِيْرُ فِىْ اُصُوْلِ التَّفْسِيْرِ; এটি আল কুরআনের তাফসীরের নিয়মনীতির ওপর লিখিত অতি উপকারী অথচ সংক্ষিপ্ত একটি কিতাব। এতে আল কুরআনের তাফসীরের মৌলিক ও বুনিয়াদি নীতিমালা অত্যন্ত সুন্দর ও সুবিন্যস্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. **গ্রন্থকার পরিচিতি :** বিখ্যাত এ গ্রন্থটির লেখক হলেন জগদ্‌বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুফাসসির ও ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র)। তিনি হাদীস, তাফসীর, উসূলে তাফসীর, তাসাউফ ও আসরারে শরীয়ত ইত্যাদি বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১১১৪ হিজরীতে জন্ম নেওয়া এ মহান মনীষী ১১৭৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩. **আল ফাউযুল কাবীর গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাবলি :** আল ফাউযুল কাবীর গ্রন্থটি উসূলে তাফসীরের ক্ষেত্রে একটি অমূল্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–

ক. আরবি না জানা লোকদের বোঝার সুবিধার্থে এ গ্রন্থটি ফারসি ভাষায় রচনা করা হয়েছে। এতে কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করতে লোকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

খ. এ গ্রন্থে এমন কতগুলো মৌলিক নীতি আলোচিত হয়েছে যেগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে আল কুরআনের মর্মগত জ্ঞান অর্জিত হয়।

গ. এ গ্রন্থে শিরক ও বিদয়াতের উৎস বর্ণনা করে তা মূলোৎপাটনের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে।

ঘ. গ্রন্থটি ছোট হলেও এতে উসূলে তাফসীরের নির্ভরযোগ্য চমৎকার আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জনৈক মনীষী বলেন–

اِنَّ الْكِتَابَ اَلْفَوْزَ الْكَبِيْرَ وَاِنْ كَانَ صَغِيْرَ الْحَجَمِ قَلِيْلَ الْاَوْرَاقِ وَلٰكِنَّهٗ اَنْفَعُ مِنْ تَفَارِيْقِ الْعَصَا وَاَجْرٰى مِنَ الْغَيْثِ فِىْ اَوَانِهٖ۔

ঙ. এ গ্রন্থে ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। শায়খ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (র) বলেন–

طَالَعْتُ الْفَوْزَ الْكَبِيْرَ فَوَجَدْتُ فِيْهَا ضَالَّتِىْ وَظَفَرْتُ بِبَغْيَتِىْ وَحُصِلَ لِىَ الْقُدْرَةُ عَلٰى فَهْمِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ۔

সমাপনী : উপমহাদেশে ইলমে তাফসীর ও ইলমে হাদীসের চর্চা, শিক্ষাদান, প্রচার ও প্রসারে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র)-এর অবদান অনন্য। তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত রূপ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। উসূলে তাফসীরশাস্ত্রের গ্রন্থ হিসেবে আল ফাউযুল কাবীর প্রণয়ন করে তিনি জগদ্‌বাসীর নিকট স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে রয়েছেন।

■ اَلسُّؤَالُ (٢٤) : مَا النَّسْخُ؟ وَمَا اَرْكَانُهٗ؟

■ **প্রশ্ন : ২৪** ॥ নাসখ কী? এর রোকনসমূহ কী কী?

উত্তর ।। **উপস্থাপনা :** আল্লাহ তায়ালা মানবতার দুনিয়াবি শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির জন্য আল কুরআন নাযিল করেছেন। আর এ আল কুরআনে বর্ণনা করেছেন জীবনচলার পথনির্দেশিকা। যেহেতু তিনি সৃষ্টির গূঢ়রহস্য জানেন, তাই অবস্থাভেদে এক বিধানকে অন্য বিধান দ্বারা পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছেন। এটাকেই শরীয়তে নাসখ বলে। নিচে প্রশ্নালোকে আলোচনা করা হলো।

➲ مَعْرِفَةُ النَّسْخِ :

اَلنَّسْخُ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلنَّسْخُ শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার। মাদ্দাহ ن - س - خ; জিনসে সহীহ। এর আভিধানিক অর্থ– রহিত করা, বাতিল করা, প্রত্যাহার করা।

اَلنَّسْخُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : اَلنَّسْخُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপনে ইসলামী চিন্তাবিদগণের বিভিন্ন বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা সাবুনী (র) বলেন– هُوَ اِنْتِهَاءُ الْحُكْمِ الْمُسْتَنْبِطِ مِنَ الْاٰيَةِ وَتَبْدِيْلُهٗ بِحُكْمٍ اٰخَرَ

অর্থাৎ, নাসখ বলা হয় আল কুরআনের আয়াত হতে উদ্ভাবিত কোনো বিধান পরিসমাপ্ত হওয়া এবং তা অন্য হুকুম দ্বারা পরিবর্তন করা।

২. আল্লামা ইবনে হাজেব (র) বলেন– هُوَ رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِىِّ بِدَلِيْلٍ شَرْعِىٍّ مُتَأَخِّرٍ

অর্থাৎ, শরীয়তের পূর্ববর্তী কোনো বিধান পরবর্তী কোনো শরয়ী দলীল দ্বারা উঠিয়ে নেওয়া।

৩. আল্লামা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালানপুরী (র) اَلْعَوْنُ الْكَبِيْر গ্রন্থে বলেন– هُوَ بَيَانُ اِنْتِهَاءِ حُكْمٍ شَرْعِىٍّ بِطَرِيْقٍ شَرْعِىٍّ مُتَرَاخٍ مِنْهُ

৪. ড. মুহাম্মাদ ইযায বলেন– اَلنَّسْخُ هُوَ رَفْعُ الشَّارِعِ حُكْمًا شَرْعِيًّا بِدَلِيْلٍ شَرْعِىٍّ مُتَرَاخٍ عَنْهُ

৫. আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

اَلنَّسْخُ فِى الشَّرْعِ هُوَ اَنْ يَرِدَ دَلِيْلٌ شَرْعِىٌّ مُتَرَاخِيًا عَنْ دَلِيْلٍ شَرْعِىٍّ مُقْتَضِيًا خِلَافَ حُكْمٍ فَهُوَ تَبْدِيْلٌ۔

৬. জমহুর মুফাসসির বলেন– هُوَ تَبْدِيْلُ حُكْمٍ وَاٰيَةٍ بِاٰيَةٍ وَحُكْمٍ اٰخَرَ

➲ اَرْكَانَ النَّسْخِ :

নাসখের রোকনসমূহ : নাসখের রোকন মোট চারটি। যথা–

১. **اَلنَّسِخُ তথা রহিতকরণ :** اَلنَّسِخُ হলো– قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى الدَّالُّ عَلٰى رَفْعِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ তথা আল্লাহ তায়ালার বাণী যা প্রতিষ্ঠিত বিধান রহিতকরণ বোঝায়।

২. **اَلنَّاسِخُ তথা রহিতকারী :** اَلنَّاسِخُ হলেন– اَلرَّافِعَ لِلْحُكْمِ তথা বিধান রহিতকারী। এ রহিতকরণ যদি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহলে اَلنَّاسِخُ তথা রহিতকারী হবেন আল্লাহ তায়ালা। কেননা, তিনিই মূলত বিধান রহিত করে থাকেন। আবার রূপক অর্থে দলীলকেও نَاسِخ বলা হয়। যেমন– صَوْمُ رَمَضَانَ نَاسِخٌ لِصَوْمِ عَاشُوْرَاءَ অর্থাৎ, রমযানের রোজা আশুরার রোজা রহিতকারী।

৩. **اَلْمَنْسُوْخُ তথা রহিত বিধান :** اَلْمَنْسُوْخُ হলো– اَلْحُكْمُ الْمَرْفُوْعُ তথা রহিত বিধান। প্রতিষ্ঠিত যে বিধান রহিত করা হয় সেটাকে اَلْمَنْسُوْخُ বলে।

৪. **اَلْمَنْسُوْخُ عَنْهُ তথা যার থেকে বিধান রহিত করা হয় :** اَلْمَنْسُوْخُ عَنْهُ হলো– اَلْمُكَلَّفُ الْمُتَعَبَّدُ তথা প্রাপ্তবয়স্ক ইবাদতকারী বান্দা। কারণ, বান্দা থেকেই মূলত যে-কোনো হুকুম রহিত করা হয়।

সমাপনী : নাসখের বিধান প্রবর্তন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য এক বিশেষ রহমত। কেননা, শরীয়তের বিধানকে মুসলমানদের জন্য অধিক সহজ করার উদ্দেশ্যেই উক্ত বিধান প্রবর্তন করেছেন।

■ اَلسُّؤَالُ (٢٥) : اُكْتُبْ مُمَيَّزَاتِ "اَلْاِتْقَانِ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ" -

■ **প্রশ্ন : ২৫** ॥ اَلْاِتْقَان فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰن-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

উত্তর ।। **উপস্থাপনা :** তাফসীরশাস্ত্রে জ্যোতির্ময় অবদানের জন্য যাঁর নাম চির অম্লান হয়ে আছে তিনি হলেন আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র)। তাঁর রচিত সকল গ্রন্থই সর্বজনস্বীকৃত। অমর জ্যোতি, চির ভাস্বর এ মহামনীষীর তাফসীরশাস্ত্রে সীমাহীন অবদান রয়েছে। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন' গ্রন্থটি অন্যতম। নিচে প্রশ্নালোকে আলোচনা করা হলো।

➲ مُمَيَّزَاتُ " اَلْاِتْقَانِ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ " :

اَلْاِتْقَان فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ **-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ :** আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) রচিত 'আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন' গ্রন্থটি নানাবিধ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। নিচে এর বৈশিষ্ট্যাবলি উল্লেখ করা হলো–

১. **সর্বাধিক প্রসিদ্ধ :** আল্লামা সুয়ুতী (র) বিরচিত اَلْاِتْقَانُ নামক এ গ্রন্থটি উলূমুল কুরআন বিষয়ে রচিত প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাবলির মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মনীষীগণ বলেন– اَشْهَرُ الْكُتُبِ مَا اُلِّفَ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا

২. **আলোচনা সংক্ষিপ্ত, আলোচ্য বিষয় ব্যাপক :** লেখক আল্লামা সুয়ুতী (র) তাঁর এ গ্রন্থটিতে উলূমুল কুরআন সংক্রান্ত প্রায় প্রতিটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। এজন্য এ গ্রন্থটিকে বলা হয়– اَكْثَرُهَا فَائِدَةً وَاَوْسَعُهَا مَادَّةً

৩. **দুর্বল বর্ণনা পরিহার :** আল্লামা সুয়ুতী (র) তাঁর এ বিখ্যাত গ্রন্থে দুর্বল উক্তি এবং সনদবিহীন অনির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা উল্লেখ করেননি। এজন্য গ্রন্থটি সর্বমহলে একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত।

৪. **সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় :** উলূমুল কুরআন বিষয়ে লিখিত এ গ্রন্থটির ভাষা খুবই সহজ ও আকর্ষণীয়। যে-কোনো পাঠক তা সহজেই বুঝতে পারে এবং এর থেকে উপকার লাভ করতে পারে।

৫. **গবেষণার ধরন বর্ণনা :** আল্লামা সুয়ুতী (র) তাঁর এ গ্রন্থে উলূমুল কুরআন বিষয়ে পড়ালেখার ধরন ও গবেষণার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

৬. **বিভিন্ন ইলমের সমাহার :** আল্লামা সুয়ুতী (র) তাঁর এ গ্রন্থটিতে উলূমুল কুরআন সংক্রান্ত বিষয়াদির আলোচনার পাশাপাশি তাফসীরসংক্রান্ত বিভিন্ন ইলমের আলোচনা করেছেন। যেমন–
اَلْعَقِيْدَةُ - اَلْفِقْهُ - اَلْاُصُوْلُ - اَلسِّيْرَةُ - اَلزُّهْدُ - اَلسُّلُوْكُ - اَللُّغَةُ - اَلتَّرَاجِمُ الْعَامَّةُ - اَلتَّرَاجِمُ الْخَاصَّةُ - اَلْفُنُوْنُ الْعَامَّةُ -

সমাপনী : আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) তাফসীরশাস্ত্রে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর রচিত 'আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন' গ্রন্থ উসূলে তাফসীরের ক্ষেত্রে একখানি অমূল্য রত্ন। এ গ্রন্থটি অতীব প্রসিদ্ধ, আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও অনুপম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

■ اَلسُّؤَالُ (٢٦) : بَيِّنِ الْاِعْجَازَ الْعِلْمِىَّ فِى الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ -

■ **প্রশ্ন : ২৬** ॥ আল কুরআনুল কারীমে বর্ণিত 'ইজাযুল ইলমী' বর্ণনা কর।

উত্তর ।। **উপস্থাপনা :** আল কুরআন এক বিজ্ঞানময় কিতাব। সৃষ্টিজগতে এমন গোপনীয় ও অজানা বিষয় রয়েছে যা কোনো কবির কবিতা, সাহিত্যিকের সাহিত্য, প্রবন্ধকারের প্রবন্ধ, ঔপন্যাসিকের উপন্যাস কিংবা ঐতিহাসিকের ইতিহাস থেকে জানা যায় না; বরং একমাত্র কুরআন মাজীদের মাধ্যমেই তা জানা যায়। কারণ এ কুরআন মাজীদে অনেক বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা রয়েছে। নিচে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

➲ اَلْاِعْجَازُ الْعِلْمِىُّ فِى الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ :

আল কুরআনুল কারীমে বর্ণিত ইজাযুল ইলমী : আল কুরআনুল কারীমে বর্ণিত ইজাযুল ইলমী তথা বৈজ্ঞানিক অলৌকিতা নিম্নরূপ–

১. **এক বিশ্ব :** আল কুরআন গবেষণার মাধ্যমে এ কথা সুস্পষ্ট যে, পৃথিবী সৌরজগতের অংশবিশেষ। সর্বপ্রথম এটি অভিন্ন ছিল অতঃপর তা আল্লাহর নির্দেশে বিছিন্ন হয়ে ঠান্ডা ও শীতল হওয়ার পর মানবজাতির জন্য বসবাসের উপযোগী হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–
اَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ - (اَلْاَنْبِيَاءُ : ٣٠)
অর্থাৎ, যারা কুফরী করে, তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিলিত অবস্থায় ছিল। অতঃপর আমি সেদুটোকে পৃথক করে দিলাম এবং পানি থেকে প্রাণবন্ত সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?
উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল (স) বলেন– اِنَّ الْكَوْنَ كَانَ شَيْئًا وَاحِدًا ثُمَّ انْقَسِمَ অর্থাৎ, নিশ্চয় সমগ্র বিশ্ব একটি জিনিস ছিল। অতঃপর তা বিভক্ত হয়েছে।

২. **বিশ্বসৃষ্টি :** কুরআনে কারীম গবেষণার মাধ্যমে জানা যায়, আসমানের মূল হচ্ছে ধোঁয়া। ধোঁয়া থেকেই আসমানকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ - (فُصِّلَتْ : ١١)
অর্থাৎ, অতঃপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধুম্রপুঞ্জবিশেষ। অনন্তর তিনি একে এবং পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা অনুগত হয়ে আসলাম।

৩. **অণুকে বিভক্তিকরণ :** ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত লোকেরা বিশ্বাস করত যে, অণু থেকে ছোট কিছুই নেই। অণুই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তু। অথচ আল্লাহ তায়ালা এর চেয়েও ছোট জিনিসের কথা উল্লেখ করেছেন আল কুরআনুল কারীমে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–
وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَلَا اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرَ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ - (يُوْنُس : ٦١)
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও আপনার প্রতিপালকের অগোচরে নয় এবং এটি অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।
আয়াতে উল্লিখিত ذَرَّة তথা অণুকে গবেষণা করে গবেষকগণ হতভম্ব হলেন। অতঃপর যখন সময়ের সর্বনিম্ন এক 'সেকেন্ড' সম্পর্কে গবেষণা করে এর থেকে ক্ষুদ্রতম ন্যানো সেকেন্ড, মাইক্রো সেকেন্ড আবিষ্কার করল তখন তারা বিশ্বাস করল যে, অণু থেকেও ক্ষুদ্রতম জিনিস সৃষ্টিজগতে বিদ্যমান রয়েছে।

৪. **অক্সিজেনের স্বল্পতা :** মানুষ প্রথমত জানত না যে, ঊর্ধ্বজগতে অক্সিজেনের স্বল্পতা রয়েছে। অতঃপর যখন বিমান উড্ডীনের মাধ্যমে উপরে উঠা শুরু করল তখন শ্বাস গ্রহণ করতে কষ্ট অনুভব করল এমনকি দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তখন তারা বুঝতে পারল যে, ঊর্ধ্বজগতে অক্সিজেনের ঘাটতি রয়েছে। এ কারণেই পরবর্তীতে উপরে উঠার জন্য তৈরিকৃত অক্সিজেন ব্যবহার করল। অথচ উক্ত অক্সিজেনের স্বল্পতার কথা কুরআন মাজীদে বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ ـ (اَلْاَنْعَامُ : ١٢٥)

৫. **সকল কিছুতে জোড়ার অস্তিত্ব :** একসময় মানুষ বিশ্বাস করত যে, পুরুষ ও মহিলা শুধু মানুষ ও প্রাণিজগতেই বিদ্যমান। উদ্ভিদ জগতে জোড়ার অস্তিত্ব নেই। অথচ কুরআন এ বিশ্বাসকে খণ্ডন করে সকল কিছুতে জোড়ার বিষয়ে ধারণা দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

١ـ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ـ (اَلذّٰرِيَاتُ : ٤٩)

٢ـ اَوَ لَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ـ (اَلشُّعَرَاءُ : ٧)

٣ـ وَسُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ (يٰسٓ : ٣٦)

৬. **গর্ভস্থ সন্তানের আচ্ছাদন :** বাহ্যত দেখা যায় যে, গর্ভস্থ সন্তান একটি মাত্র আচ্ছাদন দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। অথচ আল কুরআনুল কারীমের গবেষণায় জানা যায়, গর্ভস্থ সন্তান তিনটি আচ্ছাদন দ্বারা আচ্ছাদিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ـ (اَلزُّمَرُ : ٦)

৭. **বাতাসের মাধ্যমে পরাগায়ন :** আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কতো সূক্ষ্মভাবে বাতাসের মাধ্যমে খেজুর, যাইতুন তথা সর্ববিধ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পুরুষ ফুলের রেণু স্ত্রী ফুলের রেণুতে বহন করে নিয়ে যায় অর্থাৎ পরাগায়ন করে। এ দিকে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ বলেন–

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ وَمَا اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ـ (اَلْحِجْرُ : ٢٢)

৮. **শুক্রকীট :** আধুনিক গবেষণায় সুস্পষ্ট যে, শুক্রকীট এমন একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কীট যা খালি চোখে দেখা যায় না; বরং মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে দেখা যায়। প্রত্যেক কীটের একটি মাথা, পেছন ও ঘাড় থাকে। একটি শুক্রকীট মহিলাদের ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হওয়ার পর ডিম্বাণুর মুখ বন্ধ হয়ে যায়। অপর শুক্রকীটগুলো মারা যায়। কুরআনুল কারীমে একে আকৃতির দিক থেকে রক্তের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

৯. **অঙ্গুলির ছাপে ভিন্নতা :** পূর্ব থেকেই মানুষকে চেনার জন্য অঙ্গুলির ছাপ ব্যবহার করা হতো, যা এখনো বিশ্বের সমস্ত দেশে অনুসৃত হচ্ছে। কারণ মানুষের অন্যান্য অঙ্গের সাথে পরস্পরের মিল থাকতে পারে তবে অঙ্গুলির ছাপে পরস্পরের সাথে কোনো মিল নেই; বরং ভিন্ন হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন– اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ لَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ـ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ ـ (اَلْقِيَامَةُ : ٣ـ٤)

অর্থাৎ, মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারব না? বস্তুত আমি তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।

সমাপনী : অদ্যাবধি পৃথিবীতে যত জ্ঞানবিজ্ঞান আবিষ্কার হয়েছে এর সবই আল কুরআনে আলোচিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণা দ্বারা নতুন নতুন যা কিছু আবিষ্কার করছে আল কুরআন বিশ্ববাসীকে তা বহু পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছে।

■ اَلسُّؤَالُ (٢٧) : اُكْتُبْ آدَابَ الْمُفَسِّرِ ـ

■ **প্রশ্ন : ২৭** ॥ মুফাসসিরের আদবগুলো লেখ।

উত্তর ।। **উপস্থাপনা :** মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান বিদ্যমান। কোথাও সমাধানের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে, কোথাও তার ইঙ্গিত রয়েছে। এটা গভীর জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষেই বের করা সম্ভব। এজন্য কুরআন মাজীদের তাফসীর যে কেউ করতে পারে না। এর জন্য বহুবিধ যোগ্যতার প্রয়োজন। নিচে প্রশ্নালোকে মুফাসসিরের আদবসমূহ আলোচনা করা হলো।

➲ آدَابَ الْمُفَسِّرِ :

মুফাসসিরের আদবসমূহ : তাফসীর করার ক্ষেত্রে একজন মুফাসসিরকে নিচে উল্লিখিত চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত হতে হবে–

১ حُسْنُ النِّيَّةِ وَصِحَّةُ الْمَقْصَدِ তথা বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট নিয়ত এবং সঠিক উদ্দেশ্য।

২. حُسْنُ الْخُلُقِ তথা উৎকৃষ্ট চরিত্রগুণ।

৩. اَلْاِمْتِثَالُ وَالْعَمَلُ بِالْعِلْمِ তথা ইলম অনুসারে আমল।

৪. تَحَرِّى الصِّدْقِ وَالضَّبْطِ فِى النَّقْلِ তথা কোনো বিষয় উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে সত্যতা ও যথার্থতা যাচাই করা।

৫. اَلتَّوَاضُعُ وَلِيْنُ الْجَانِبِ তথা বিনয় ও নম্রতা।

৬. عِزَّةُ النَّفْسِ তথা আত্মমর্যাদাবোধ।

৭. اَلْجَهْرُ بِالْحَقِّ তথা সত্য প্রকাশের সাহসিক গুণ।

৮. حُسْنُ السَّمْتِ তথা উত্তম ভাবাদর্শ।

৯. اَلْاَنَاةُ وَالرَّوِيَّةُ তথা ধৈর্য ও সতর্কতা।

১০. تَقْدِيْمُ مَنْ هُوَ اَوْلٰى مِنْهُ তথা তাফসীরকারদের মধ্যে যে অধিক উপযুক্ত তাঁকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া।

১১. حُسْنُ الْاِعْدَادِ وَطَرِيْقَةُ الْاَدَاءِ তথা উৎকৃষ্ট প্রস্তুতি ও উপস্থাপনপদ্ধতি।

সমাপনী : যাঁরা তাফসীর করেন তাঁদেরকে মুফাসসির নামে অভিহিত করা হয়। তাফসীর করার জন্য অসাধারণ জ্ঞান ও অসামান্য যোগ্যতার প্রয়োজন। অন্যথা মনগড়া তাফসীর ছড়িয়ে পড়বে। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।